সাইন্স ফিকশন

স্টার ওয়ারস

রকিব হাসান

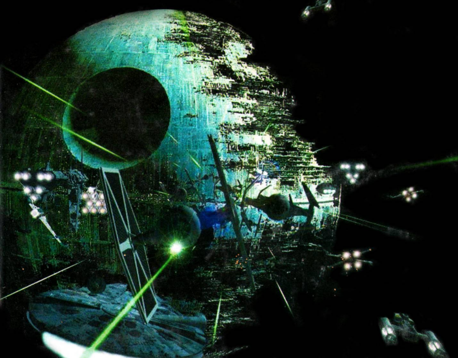

প্রকাশনার ২৬ বছর

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

©
লেখক

কম্পোজ
কম্পিউটার গ্যালাক্সী
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড,
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৬৫.০০ টাকা

ISBN 984-404-234-8

Star Wars (A Science Fiction) by Rakib Hassan.
Published by Milan Nath, Anupam Prakashani,
38/4 Banglabazar-Dhaka-1100
e-mail : anupam-prokashoni@hotmail.com
Price Taka 65.00. US $ 5.00

কিশোর সায়েন্স ফিকশন

স্টার ওয়ারস

(বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে)

রকিব হাসান

অনুপম প্রকাশনী

এক

অন্য এক গ্রহাণুপুঞ্জ। অন্য এক সময়ের কাহিনী।

আজ থেকে বহু বহু বছর আগে এক প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল সেখানে। এটা আজ উপাখ্যানের বিষয়বস্তু। মহান এই গণতন্ত্র। কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল এই গণতন্ত্রের তা জানার প্রয়োজন নেই। শুধু জেনে রাখলেই চলবে, সর্বকালের সব গণতন্ত্রের চেয়ে মহান ছিল এই জনগণতন্ত্র।

ব্যবস্থাপক সভার বুদ্ধিদীপ্ত শাসনে এবং 'জেডি নাইট'দের প্রতিরক্ষার আড়ালে বিকশিত হয়ে উঠেছিল এই জনগণতন্ত্র। কিন্তু মানুষের শক্তি আর সম্পদ সীমা ছাড়িয়ে গেলে যা হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। জন্ম নিল কিছু অশুভ মানুষ।

চূড়ান্ত বিকশিত হয়েও প্রচণ্ড ধাক্কা খেল জনগণতন্ত্র। বুড়ো বটের ভেতরটা পোকায় খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেললেও যেমন বাইরে থেকে বোঝা যায় না, অবাক হয়ে দেখে মানুষ, যখন অল্প একটু বাতাসেই ভেঙে পড়ে বিশাল মহীরুহটা–তেমনি এই প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ভেতরেও পচন ধরে ধরে একসময় নিঃস্ব হয়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল একদিন মহাপরাক্রমশালী জেডি নাইটেরা, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তারা।

বিশাল ব্যবসায়িক সংগঠন আর শাসন-কাঠামোতে অধিষ্ঠিত ক্ষমতালোভী কিছু মানুষের সাহায্যে ক্ষমতা জবরদখল করল জনৈক সিনেটর প্যালপেটিন। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করল নিজেকে। প্রতিশ্রুতি দিল, গণতন্ত্রের আরও বহুল প্রতিষ্ঠা কামনা করেই ক্ষমতা দখল করেছে সে।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না নতুন প্রেসিডেন্ট। দিন কয়েক পরেই পদবী বদলে নিজেকে 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করল। গণতন্ত্রের আরও উন্নতি তো দূরের কথা, জনগণের কাছে থেকে বহু দূরে সরে এল সে।

চাটুকার আর সাহায্যকারীদেরকে বড় বড় ক্ষমতাসীন পদে বহাল করল সম্রাট। শক্ত করে নিল সিংহাসন। অত্যাচার-অনাচারের করাল ছায়া গ্রাস করল জনগণকে।

জেডি নাইটদের ধরে ধরে হত্যা করা হলো সম্রাটের আদেশে। সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসক আর আমলারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল গ্রহানুপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রহের আশাহত জনগণের মাঝে।

জনমনে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের কালো মেঘ জমতে লাগল। ঘন হলো মেঘ। তারপর নেমে এল ফোঁটায় ফোঁটায়। কিন্তু বৃষ্টির শুরুতেই প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়া ছিঁড়েখুঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল জমাট মেঘকে। অঝোর বর্ষণের সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিল। ছোট ছোট কয়েকটা গ্রহ বিদ্রোহ করে বসল বটে, কিন্তু তাদের কঠোর হাতে দমন করল সম্রাট। মেরুদণ্ড ভেঙে দিল বিদ্রোহীদের।

শিকারকে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে গ্রাস করার মত মহান গণতন্ত্রকে গিলে নিল প্যালপেটিন-অজগর।

দুই

উজ্জ্বল বিশাল এক গোলক। মহাশূন্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার দেহ বিচ্ছুরিত হলুদ আলো। পোখরাজ হলুদ। অথচ নক্ষত্র নয় সেটা। গ্রহ। মানুষকে দীর্ঘদিন বোকা বানিয়েছে এই গ্রহ। গ্রহের কক্ষপথে ঢোকার পর বুঝেছে মহাকাশচারীরা, আসলে এটা কি।

দূর থেকে প্রথম দর্শনে মনে হবে এই গ্রহের বুকে প্রাণ থাকা অস্বাভাবিক, মানুষ থাকা তো একেবারেই অসম্ভব। অথচ মানুষ বাস করে এখানে।

সিসটেমটা বাইনারী। অর্থাৎ যে কোনো একটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না গ্রহটা। বাইনারী সিসটেমে 'জি ওয়ান' আর 'জি টু' নামের দুটো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তাহলে দুটো সূর্যের আলোয়, কিরণে জলে যাচ্ছে না কেন গ্রহটা? অনেক, অনেক বেশি দূরে বলে। দুটো সূর্য একসঙ্গে একে আলো দিচ্ছে বলে আবহাওয়া অপরিবর্তনশীল, উষ্ণ। গ্রহের বেশির ভাগ জুড়েই মরুভূমি। সূর্যের আলোয় চাঁদ আলোকিত হয়। এই গ্রহটাও দ্বৈত সূর্যের আলোয় আলোকিত, কিন্তু জ্বলজ্বল করে জ্বলে অন্য কারণে। মরুভূমির বালিতে সোডিয়ামের পরিমাণ খুবই বেশি। সোডিয়াম মেশানো এই বালিতে প্রতিফলিত আলোকে দূর থেকে গ্রহের নিজস্ব আলো বলে ভুল হয়।

গ্রহটার নাম ট্যাটুইন।

নক্ষত্রগতিতে ছুটছে অতিকায় মহাকাশযান। এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে পাড়ি দেয় এগুলো। কিন্তু এই বিশেষ একটি যান এমন উল্টোপাল্টা ছুটছে কেন? না, আঘাত পেয়েছে বলে তো মনে হয় না! বরং মনে হচ্ছে মারাত্মক শত্রুর তাড়া খেয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বোঝা গেল ব্যাপারটা।

প্রচণ্ড শক্তিতে ধেয়ে এল মারাত্মক শক্তিসম্পন্ন দীঘল আলোক-ফলাগুলো। বিচিত্র রামধনু রঙের ফলাগুলো এলোপাতাড়ি ছুটছে মহাকাশযানের আশেপাশে। এঁকেবেঁকে নিজেকে বাঁচিয়ে ছুটছে যানটা। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। আচমকা একটা ফলার ছোঁয়া লাগল যানের একটা ডানার প্রান্তে। ব্যাস। টুকরো টুকরো হয়ে গেল অর্ধেকটা ডানা। কেঁপে উঠল যান। মহাকাশে ছড়িয়ে যাওয়া ঝিলমিলে টুকরোগুলোকে মনে হলো অসংখ্য মণিমুক্তো।

মহাকাশযানটার পেছন পেছন ছুটছে একই ধরনের কিন্তু আরও বড় আরেকটা যান। মারাত্মক রশ্মি ছোঁড়া হচ্ছে ওটা থেকেই। সম্রাট প্যালপেটিনের মহাকাশ বাহিনীর যুদ্ধজাহাজের একটা। বিশাল এক ফণিমনসার আকৃতি। উঁচিয়ে থাকা কাঁটাগুলো আসলে মারাত্মক অস্ত্র। ধ্বংসাত্মক রশ্মি ছোঁড়া হয় ওগুলো থেকে।

একটা ডানা ভেঙে গেলেও থামেনি প্রথম যানটা। কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে। প্রাণভয়ে ছুটন্ত পায়রার পেছনে শিকারী ঈগলের ধাওয়া করার মত ছুটছে যুদ্ধযানটা।

দ্রুত মহাকাশযানের পাশে এসে গেল যুদ্ধযান। এতক্ষণ লাল-নীল সবুজ আলো জ্বলছিল ওটার এখানে ওখানে। চট করে নিভে গেল সব আলো। বিস্ফোরণের শব্দ হলো। মহাকাশযানের গায়ে এক জায়গায় চোখ ধাঁধানো তীব্র নীল শিখা ঝলসে উঠল। ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল যানটা। কিন্তু গতি স্তব্ধ হলো না। আবার বিস্ফোরণের শব্দ হলো। আবার আলোর শিখা। আবার কেঁপে উঠল যানটা। গতি স্তব্ধ হলো না এবারও।

মহাকাশযানের ভেতর দুটো রোবট, আর-টু ডি-টু আর সি-থ্রিপিও। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠছে মহাকাশযান, ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে-দেয়ালে ছিটকে পড়ছে রোবট দুটো।

সাড়ে পাঁচ ফুট মত লম্বা সি-থ্রিপিও, মানুষের আকৃতিতে তৈরি। ডি-টু মোটা, বেঁটে, তিন পা-ওয়ালা। ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হবে লম্বা রোবটটা ছোটটির প্রভু, কিন্তু এ কথা শুনলেই নাক সিঁটকাবে বেঁটে ডি-টু। আসলে দু'জনে কেউ কারও প্রভু নয়। একটা ব্যাপারে শুধু সি-থ্রিপিওর সঙ্গে পেরে উঠবে না ডি-টু। বাচালতা।

মহাকাশযানের করিডোরে বেরিয়ে এসেছে দুই রোবট। আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। কেঁপে উঠল মহাকাশযান। কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছিল সি-থ্রিপিও, ভারসাম্য রাখতে না পেরে আবার ছিটকে পড়ল। তিনটে পা থাকায় সহজে ভারসাম্য হারাল না বেঁটে ডি-টু। সাংঘাতিক কেঁপে উঠলেও পড়ে গেল না।

সি-থ্রিপিওর দিকে তাকাল ডি-টু। করিডোরের দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সি-থ্রিপিও। তার ধাতব শরীরের কোথাও চোট লেগেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখছে সঙ্গী একচোখা ডি-টু। সি-থ্রিপিওর ব্রোঞ্জ দেহাবরণে মাঝে মাঝে টোল খেয়েছে। এ ছাড়া আর

কোনো ক্ষতি হয়নি।

মহাকাশযানের ভেতরে একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরে হঠাৎই থেমে গেল শব্দটা। নির্জন করিডোরে এখন শুধু একধরনের চড়চড় শব্দ। রেডিও রিসিভারে ভেসে আসছে বেতার সংকেত, কম্পিউটারের উদ্দেশ্যে। এই চড়চড় ছাপিয়ে মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের শব্দ। করিডোরে রবার পোড়া গন্ধ।

আবার শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। আগের মতই কেঁপে উঠল মহাকাশযান। মসৃণ চকচকে মাথাটা একপাশে ঘোরাল সি-থ্রিপিও। ধাতুর তৈরি দুই কান পেতে একাগ্রভাবে শুনছে কি যেন। মানুষের কানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এই শ্রবণযন্ত্র।

এক সেকেন্ড শুনেই ডি-টুর দিকে ফিরল সি-থ্রিপিও। বলল, 'শুনছ? মেইন রিঅ্যাক্টর বন্ধ করে দিয়েছে ওরা! ড্রাইভ বন্ধ হয়ে গেছে!'

মানুষের মতই সি-থ্রিপিওর গলায় অবিশ্বাসের সুর। ধাতুর তৈরি এক হাতের তালু ধাতব চামড়ার একজায়গায় ঘষছে। পড়ে গিয়ে ওখানটায় ছড়ে গেছে। ওপরের প্রলেপ চটে গিয়ে চকচকে ধাতু বেরিয়ে পড়েছে।

'পাগলামি! শুনছ, একেবারেই পাগলামি!' দুঃখের সঙ্গে এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল সি-থ্রিপিও।

আস্তে আস্তে শুধু মাথা নাড়ছে ডি-টু। কথা বলছে না।

'আমরা ধ্বংস হয়ে যাব এবার,' আবার বলল সি-থ্রিপিও।

বন্দুকের নলের মত শরীরটা পেছনে হেলানো ডি-টুর। পা-গুলো যেন ডেকের সঙ্গে এঁটে আছে। যান্ত্রিক ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে ছাদের দিকে যান্ত্রিক চোখ মেলে আছে সে। সি-থ্রিপিওর মত নয় ওর চেহারা। একেবারেই যান্ত্রিক। কথাও বলতে পারে না সঙ্গীর মত। তবু সুযোগ পেলেই মানবাকৃতি সি-থ্রিপিওর মত অঙ্গভঙ্গি করার চেষ্টা করে।

সি-থ্রিপিওর কথায় ঘাড় নাড়ল ডি-টু। অবশ্যই যান্ত্রিক ভঙ্গিতে। তার স্পীকার থেকে বীপ বীপ করে কিছু বিচিত্র শব্দ ধ্বনিত হলো। সাধারণ মানুষ শুনলে মনে করবে বুঝি রোবটের ভেতরের রেডিওতে গোলমাল হয়েছে। কিন্তু নিজের ভেতরের কম্পিউটার সিস্টেমের সাহায্যে সি-থ্রিপিও ঠিকই বুঝল ডি-টুর কথা। 'কিন্তু আমরা এখন কি করি? যে ডানাটা স্ট্যাবিলাইজারের কাজ করে, ওটা ভেঙে গেছে। এটা নিয়ে কোনো গ্রহেই নামতে পারব না আমরা। ধ্বংস হয়ে গেলে তো গেলাম, কিন্তু যদি আত্মসমর্পণ করতে হয়? নাহ্, ভাবা যায় না!'

এই সময় করিডোরে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এল। তাদের পরনে মহাকাশচারীর বিচিত্র পোশাক। হাতে রাইফেলের মত এক ধরনের অস্ত্র। আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয় ওরা, দেখেই বোঝা যায়।

নিঃশব্দে সেদিকে তাকিয়ে দেখল সি-থ্রিপিও।

দ্রুত হেঁটে প্যাসেজের সামনের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল বিপ্লবীরা। ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে ডি-টু। ভেতরের যান্ত্রিক কানে শব্দ ধরার চেষ্টা করছে।

'কি হলো, ডি-টু?'

'বুঝতে পারছি না,' বীপ বীপ করে জানাল ডি-টু।

মিনিটখানেক মৃত্যুর মত নীরব থাকল সমস্ত করিডোরটা। তারপর বাঁকের ওপাশ থেকে মৃদু খসখস শব্দ ভেসে এল। বেড়াল যেন আঁচড়াচ্ছে দরজার গায়ে। আচমকা থেমে গেল শব্দ।

বিস্ফোরণের শব্দ হলো আবার। কিন্তু আগের মত নয়, চাপা। কেঁপেও উঠল না এবার মহাকাশযান। এই শব্দ মিলিয়ে যেতেই ভারি বুট পরা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতি ঠোকার আওয়াজ। আরও শোনা গেল বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ।

'স্পেসশিপের খোল ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে ওরা,' বলল সি-থ্রিপিও। 'ক্যাপ্টেনের ক্ষমতা শেষ, আর পালাতে পারবে না। আমরা বরং...' ধাতু ভাঙার প্রচণ্ড শব্দে থেমে গেল সে।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তে আলোর ঝলক দেখা গেল। সেই সঙ্গে বিচিত্র চড়চড় শব্দ।

'যুদ্ধ,' বলল সি-থ্রিপিও। 'সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে লড়ছে বিপ্লবীরা।'

তীব্র আলোর ঝলক ধেয়ে এল করিডোর ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল সি-থ্রিপিও। নিজের মুখের আলোকসচেতন সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলো বাঁচাল সে। করিডোরের একপাশের দেয়ালে আঘাত হানল মারাত্মক রশ্মি। টুকরো টুকরো হয়ে গেল জায়গাটা। ছিটকে পড়ল ধাতুর অসংখ্য ছোট ছোট টুকরো।

মাথার ওপর বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ঘাড় কাত করে দুটো রোবটই সেদিকে তাকাল। প্রকাণ্ড এক গর্ত হয়ে গেছে ছাদে। কয়েকটা মুখ উঁকি দিল। স্পেস মাস্ক পরা। সম্রাটের সৈন্য।

টপাটপ করিডোরে লাফিয়ে নামল লোকগুলো। পরনে বিশেষ পোশাক। এই পোশাক পরে শিপের বাইরে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে তারা। ওদের হাতে মারাত্মক রশ্মিবিকিরণকারী অস্ত্র। সামনের দিকে অস্ত্র বাগিয়ে একটু কুঁজো হয়ে সারি বেঁধে এগোল ওরা। খুব ধীরে এগোচ্ছে। যে কোনো আঘাত ঠেকানোর জন্যে প্রস্তুত।

পেছনে মৃদু শব্দ হতেই পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল দলের সবচেয়ে পেছনের লোকটা। হাতের অস্ত্র দ্রুত তুলে নিশানা করতে গেল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ একটা শব্দের পরই আলোর ঝলক দেখা গেল। নিমেষে ঘাড়ের ওপর থেকে মাথা নেই হয়ে গেল লোকটার। করিডোরে ছিটকে পড়ল ধাতু আর মাংসের ছোট ছোট টুকরো।

সম্রাটের সব কজন সৈন্য ঘুরে দাঁড়াল। ওদিকে এগিয়ে এসেছে বিপ্লবীরা। তুমুল রশ্মি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। প্যাসেজের ভেতর তীক্ষ্ণ শব্দ আর ক্ষণে ক্ষণে তীব্র নীল আলোর ঝলকানি।

'জলদি,' চেঁচিয়ে উঠল সি-থ্রিপিও। 'জলদি পালাও, ডি-টু! এসো, আমার সঙ্গে...'

ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলল সি-থ্রিপিও। পেছন পেছন বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুটল তিন পা-ওয়ালা ডি-টু।

রশ্মি চালাচালি আরও বেড়েছে। মরছে বিপ্লবীরা, মরছে সম্রাটের সৈন্যরাও। বিচ্ছিরি অ্যাটমিক ধোঁয়া করিডোরে। মানুষদের সবার চোখেই বিশেষ আবরণ না থাকলে নীল আলোর ঝলকানিতে অন্ধ হয়ে যেত অনেক আগেই। ক্রমাগত ছিটকে পড়ছে ধাতু আর হাড় মাংসের টুকরো।

দেয়াল আর মেঝেতে ঠিকরে পড়তে শুরু করেছে লাল, সবুজ ও নীল আলোর শিখা। লম্বা লম্বা ফাটল দেখা দিচ্ছে প্যাসেজের মেঝে আর দেয়ালে। চড়চড় শব্দে শর্ট সার্কিট হয়ে অকেজো হয়ে যাচ্ছে বৈদ্যুতিক লাইন। তারের মাথাগুলো অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলে পড়ছে।

হঠাৎ একটা রশ্মির সামান্য ছোঁয়া লাগল সি-থ্রিপিওর এক দিকের চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল ভেঙে ভেতরের তার বেরিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল রোবট। জড়িয়ে গিয়ে আটকে গেল ঝুলে থাকা অসংখ্য বৈদ্যুতিক তারে। শরীরের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ভেতরে বয়ে গেল বিদ্যুৎ প্রবাহ। কেঁপে কেঁপে উঠল সি-থ্রিপিওর শরীর। অদ্ভুত অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে তার শরীরে। শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ক্রমশ। আসলে ঠিকমত কাজ করছে না এখন তার ভেতরের কম্পিউটার। হাত-পা ছুঁড়ে অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাইল সি-থ্রিপিও। কিন্তু পারল না। বরং অস্বাভাবিক নড়াচড়ায় ভেতরের আরও কয়েকটা তারের সংযোগ কেটে গেল।

নীলাভ ধোঁয়ায় ভরে গেছে করিডোর। এগিয়ে গিয়ে বন্ধুকে তারের জাল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাল ডি-টু। প্যাসেজের মাঝে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেটা নিয়ে সি-থ্রিপিওর মত

মাথা ঘামাচ্ছে না এই ছোট্ট রোবট। তার উচ্চতা মাত্র এক মিটার। মাথার ওপর দিয়ে ছুটছে অস্ত্রের রশ্মিগুলো। কাজেই এখনো কোনো আঘাত লাগেনি তার শরীরে।

নিজের ভেতরের যান্ত্রিক স্নায়ুতে একটা অদ্ভুত প্রবাহ খেলে গেল সি-থ্রিপিওর। অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর তার। মানুষের মত না হলেও ভয় পায়, দুঃখ পায়, খুশি হয়, বিরক্ত হয়। এই মুহূর্তে ভয় পেতে বলল তার ভেতরে বসানো কম্পিউটার। চেঁচিয়ে উঠল সি-থ্রিপিও! 'ডি-টুও আমাকে বাঁচাও! তারগুলো ছাড়াও জলদি! শরীরের ভেতর কি যেন গলে যাচ্ছে আমার! কোমরের ভেতরে সার্ভোমিটারটাই হয়তো...'

দ্রুতহাতে চেষ্টা করছে ডি-টু। কিন্তু পেরে উঠছে না। তারের জাল থেকে মুক্ত করতে পারছে না সঙ্গীকে। নিজে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জেনে হঠাৎই খেপে গেল সি-থ্রিপিও। গালাগাল শুরু করল ডি-টুকে, 'তোমার জন্যে, বুঝলে, তোমার জন্যেই এই বিপদ! একটা বেঁটে বামন থার্মোক্যাপসুলারী রোবটের কথা শুনলে এ ধরনের অঘটন ঘটবেই। তোমার কথায়ই এই করিডোরে বেরিয়ে এসেছি। কেবিনে থাকলে এ ভাবে ধ্বংস হতাম না...।'

'বীপ বীপ!' সি-থ্রিপিওকে থামিয়ে দিল ডি-টু। বন্ধুর গালাগালি শুনছে কিন্তু কাজে বিরত হচ্ছে না। বেশ কিছু তার ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে নিয়েছে সে। ধাতব আঙুল দিয়ে আরেকটা তারের প্যাঁচ খুলতে খুলতে বলল, 'কেবিনে থাকলেও ধ্বংস হতাম। গোটা শিপটাই...।'

ভয়ংকর বিস্ফোরণ হলো। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো মহাকাশযানটা।

নীল রঙ তীব্র আলোর চোখ ধাঁধানো ঝলক দেখা গেল আধ সেকেন্ড। তারপরেই দপ করে নিভে গেল। নীলচে ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে করিডোর।

সম্রাটের মহাকাশ-বাহিনীর প্রধান ডার্থ ভেডার ওরফে ডার্ক লর্ড অফ দি সিথ, সংক্ষেপে ডার্ক লর্ড। বিশালদেহী এই দানবাকৃতি দেখলেই পিলে চমকে যায় লোকের। ভীষণ দর্শন পোশাকে আরও ভয়াবহ মনে হয় তাকে। কালো, লম্বা, ঢিলে আলখেল্লার মত পোশাকের ঝুল মাটিতে গড়ায়। ধাতুর তৈরি কালো রঙ করা জালের মত মুখোশ পরে থাকে সব সময়। এই পোশাকে তাকে দেখলে মনে হয় প্রেতপুরী থেকে উঠে এসেছে সাক্ষাৎ শয়তান।

ডার্ক লর্ডকে একটা ভয়ংকর অশুভ প্রভাব বলে মনে করে লোকে। এমনকি তার নিজের বাহিনীর লোকেরাও তাকে দেখলে চমকে ওঠে। আতংকিত হয়ে পড়ে। এহেন ভেডারের আবির্ভাব ঘটল মহাকাশযানের করিডোরে।

ডার্ক লর্ডকে দেখেই যার যার জায়গায় স্তব্ধ হয়ে গেল বিপ্লবীরা। ছুটে পালানোর কথাও ভুলে গেল ওরা।

এমনিতেই খেপে আছে ভেডার, বিপ্লবীদের অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন মাথায় আগুন ধরে গেল তার। পাশে দাঁড়ানো একজন সিপাই-এর হাত থেকে ধাঁই করে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েই রশ্মি ছুঁড়ে নিমেষে শেষ করে দিল সবকটা লোককে।

ধোঁয়া সরে যাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে করিডোরে জ্যান্ত বিপ্লবী খুঁজছে ডার্ক লর্ড। নেই। দেখে আরও খেপে গেল ভেডার। রক্তপিপাসা মেটেনি তার। আরও, আরও শত্রু চাই। খুনের নেশা চেপেছে খুনীর মাথায়।

ওদিকে তারের জাল থেকে মুক্তি পেয়েছে সি-থ্রিপিও। বিপ্লবীদের ধরাশায়ী হতে দেখেছে সে। ডার্ক লর্ড তার শত্রু বুঝতে অসুবিধে হলো না বুদ্ধিমান রোবটের। সরে পড়তে হবে। আস্তে করে ডাক দিল সে, 'ডি-টু...'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে রোবট। মারাত্মক রশ্মিতে পুড়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া প্যাসেজটা দেখছে। দেখছে পড়ে থাকা লাশগুলোকে। সি-থ্রিপিওর ডাকে সাড়া দিল না।

এখনো পুরো সরে যায়নি ধোঁয়া। অ্যাসিড-ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সি-থ্রিপিওর ইলেকট্রনিক চোখ দেখল কে একজন এগিয়ে আসছে ডি-টুর দিকে। বেঁটে রোবটের কাছে এসে থামল। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ডি-টুর বুকে হাত দিল। কি যেন পরীক্ষা করছে। ধোঁয়া আরও গাঢ় হলো সি-

থ্রিপিওর চোখে। অনেক সময় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে রোবটদের। ডি-টুর বুকে হাত দেয়া মূর্তিকে সম্রাটের সেনাবাহিনীর লোক বলে মনে হলো না সি-থ্রিপিওর। কিন্তু চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছে ওকে। হঠাৎই ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা। হালকা হয়ে গেল ধোঁয়া। ভুল দেখেছে, অনুমান করল সি-থ্রিপিওর কম্পিউটার। তার বাহককে জানাল মেসেজটা।

আবার ডি-টুর দিকে তাকাল সি-থ্রিপিও। একা দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে। ইতিমধ্যে ডার্ক লর্ড আর তার লোকেরা কখন চলে গেছে করিডোর থেকে খেয়াল করেনি লম্বা রোবট। তার ভেতরের যন্ত্রপাতিতে হাই ভোল্টেজ কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে সাময়িকভাবে সেটিং অনেক গোলমাল করে দিয়েছে। আবছাভাবে এটা বুঝতে পারল সি-থ্রিপিও, কিন্তু বন্ধুকে জানাল না। যদি খেপায় আবার!

'ডি-টু!' ডাকল আবার সি-থ্রিপিও।

ফিরে তাকাল ডি-টু, 'বীপ বীপ?'

'চলো, এক্ষুণি পালাই। উত্তেজনায় খেয়াল করেনি, নইলে আমাদের ঠিকই ধরে নিয়ে যেত ভেডারের লোকেরা।'

'নিয়ে কি করবে?'

'কি করবে মানে? আমাদের দিয়ে কথা বলাবে। যদি বলি বিপ্লবীদের সম্পর্কে কিছুই জানি না, একটুও বিশ্বাস করবে না। ধরে খনিতে কাজ করতে পাঠাবে আমাদের। কিংবা খুলে ফেলে নতুন করে গড়বে। নিজেদের প্রয়োজনে অন্য কোনো কাজে লাগাবে। আর যদি মনে করে আমরা কোনো ধরনের ফাঁদ, তো সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে...'

সি-থ্রিপিওর কথা শোনার প্রয়োজন আর বোধ করল না ডি-টু। ছুটতে শুরু করল প্যাসেজ ধরে। ভয় পেয়েছে। ধ্বংস হতে রাজি নয় সে মোটেও।

বেঁটেকে ভয় পাইয়ে দিয়ে আনন্দে হি-হি করে রোবটিক হাসি হাসল সি-থ্রিপিও। চেঁচিয়ে ডাকল, 'আরে, একা যাচ্ছ কেন? আমাকে নিয়ে যাও! আমিও আসছি...হি-হি-হি!' ছুটল সি-থ্রিপিও।

ছুটতে ছুটতেই ভেতরের যন্ত্রপাতিতে আবার গোলমাল টের পেল সি-থ্রিপিও। হাসি উবে গেল।

তারের জাল থেকে ছাড়াবার সময় ভুলে যন্ত্রপাতিতে মারাত্মক কোনো গড়বড় করে দিল না তো বেঁটে বামনটা!

হেরে গেছে বিপ্লবীরা। মহাকাশযানের বাইরে করিডোরে ধরে আনা হয়েছে তাদের। বন্দি। অফিসার-সিপাই সবাইকে ঘিরে রেখেছে সম্রাটের সৈন্যেরা। কথা কাটাকাটি করছে দু'পক্ষই। এই সময় করিডোরে দেখা দিল কালো আলখেল্লা।

প্যাসেজের বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে ডার্ক লর্ড। স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে। এগিয়ে এসে একজন বিপ্লবী অফিসারের সামনে দাঁড়াল ভেডার। স্থির তাকিয়ে দেখল এক সেকেন্ড। তারপর হাত বাড়িয়ে অফিসারের ঘাড় চেপে ধরল। শূন্যে তুলে ফেলল অনায়াসে। বিস্ফারিত অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটল অফিসারের চোখে। নিশ্চুপ।

ঘাড় ফিরিয়ে ইঙ্গিতে নিজের একজন লোককে ডাকল ভেডার। এগিয়ে এল লোকটা। মাথার ধাতুর টুপিটা পেছনে সরানো। কপাল বেরিয়ে পড়েছে। পোড়া ঘায়ের মত দগদগে ক্ষত কপালের একপাশে। মারাত্মক রশ্মির স্ফুলিঙ্গের সামান্য ছোঁয়া লেগেছিল ওখানে।

'পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ডার্ক লর্ড।

'না, স্যার,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লোকটা, 'পুরো কন্ট্রোল রুমটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিচ্ছু পাইনি। রেকর্ড করা টেপগুলো পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে।'

অফিসারের দিকে ফিরল ভেডার। ঘন বুনট দেয়া জালের মুখোশের জন্যে তার চোখ দেখা যাচ্ছে না। অসহায়ভাবে ভেডারের ধাতব দস্তানা পরা আঙুলে ঝুলছে অফিসার। ঠিকরে

বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে।

হাতের চাপ একটু বাড়াল ভেডার। 'খবরগুলো কোথায়? আমাদের সম্পর্কে যেগুলো জোগাড় করেছ? টেপগুলো হলেই চলবে।'

শ্বাস নেবার জন্যে হাঁসফাঁস করছে অফিসার। দু'হাতে ঘাড় চেপে ধরা সাঁড়াশী আঙুলগুলো ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'কোনো খবর জোগাড় করতে পারিনি।'

সাঁড়াশী আঙুলের চাপ আরও বাড়ল।

দু'হাতে ভেডারের লোহার মত কঠিন হাতটা চেপে ধরে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল অফিসার। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'এটা কোনো স্পাই শিপ নয়...মহাকাশযানের বাইরের চিহ্নগুলো দেখনি...সিনেটরের শিপ এটা...ডিপ্লোমেটিক মিশনে চলেছি আমরা...আহ্ আহ্...'

'চুলোয় যাক তোর মিশন!' গর্জন করে উঠল ভেডার, 'টেপগুলো কোথায় জলদি বল!'

আরও চেপে এল হাতের আঙুল। কথাই বলতে পারছে না অফিসার। হাঁসফাঁস করছে শুধু। চাপ একটু কমাল ভেডার। কথা বলার সুযোগ দিল।

'...কমান্ডার, ফিসফিস করছে অফিসার, 'আমাদের কমান্ডার হয়তো জানে...আহ্...!'

শিপের বাইরে অ্যালডেরান রাজপরিবারের মুকুটের চিহ্ন দেখলাম,' অফিসারের ওপর নেমে এল ধাতব জালের মুখোশ, 'রাজ পরিবারের কোনো লোক আছে এই শিপে?'

'জানি না...আহ্...আমি জানি না...'

ধাতব দস্তানায় ঢাকা হাতের আঙুলগুলো নিজের গলা থেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল আরেকবার সে।

'তবে মর, হারামজাদা...' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ভেডার। ধীরে ধীরে আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে অসহায় লোকটার গলায়।

ভয়ংকরভাবে একবার কেঁপে উঠল অফিসারের দেহ। কট্ করে শীতল বিশ্রী একটা আওয়াজ হলো। ভেডারের আঙুলের ওপর বেকায়দাভাবে মাথাটা নেতিয়ে পড়ল অফিসারের। ঝুলেই ছিল, কিন্তু নড়াচড়া ছিল একটু আগে, এখন স্থির ঝুলে রইল তার শরীরটা। নিষ্প্রাণ দেহটাকে পুতুলের মত দূরে ছুঁড়ে দিল ডার্ক লর্ড। দ্রুত দু'পাশে সরে জায়গা করে দিল তার সৈন্যেরা। যেন লাশটার ছোঁয়া লাগলেও সর্বনাশ হয়ে যাবে তাদের। থ্যাপ করে ওপাশের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল অফিসারের দেহটা। আধসেকেন্ড সেঁটে রইল দেয়ালের গায়ে। তারপর থপ্ করে পড়ল মেঝেতে। আতংকিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল বিপ্লবীরা।

আচমকা ঘুরে গেল ভেডারের দীঘল দানবীয় দেহ। যন্ত্র যেন লোকটা। কালো আলখেল্লার ঝুল ঘুরপাক খেয়ে পায়ে প্যাঁচাল, তারপর পাক খুলে গেল ঝটকা খেয়ে। এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে নিল একবার ডার্ক লর্ড। পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে তার প্রতিটি লোক। ওদের উদ্দেশ্যে বলল, 'শিপটা তন্নতন্ন করে খোঁজো। দরকার হলে প্রতিটি জোড়া খুলে ফেলো। খুলে ফেলো যন্ত্রপাতি। দেখো কোথায় আছে টেপগুলো,' বদ্ধ ধাতব দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরল ভারি গমগমে জোরাল কণ্ঠস্বর।

কেঁপে উঠল প্রতিটি লোকের বুক।

কারো মুখে কথা নেই। স্তব্ধ সবাই। এরপর কি বলে শোনার অপেক্ষায় আছে সম্রাটের সৈন্যেরা।

'হাঁ করে আছো কেন?' ধমকে উঠল ভেডার, 'জলদি যাও! কুইক!'

পালে বাঘ পড়লে যেমন ছুটে পালায় ভেড়ার পাল, তেমনি দ্রুত সরে গেল সৈন্যেরা। দুরুদুরু বুকে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছে। এবার কার ঘাড় ভাঙা হবে, কে জানে!

বন্দিদের কারো হাত-পা বাঁধা নয়। কোনো সৈন্যও অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে না এখন তাদের। শুধু দাঁড়িয়ে আছে ডার্ক লর্ড। তার হাতেও কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু তবু পা নড়াবার সাহস হলো না কারো। সাক্ষাৎ যম দাঁড়িয়ে আছে সামনে। জোরে শ্বাস ফেললেও হয়তো মরতে হবে।

মহাকাশযানের পেছনে একটা শূন্য করিডোর। ধোঁয়া নেই ওখানে। কোনো চিহ্ন নেই যুদ্ধের। এখানেই এসে থামল বামন রোবট আরটু ডি-টু। তার পেছনে পেছনে হাস্যকর ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে এসেছে তালপাতার সিপাই সি-থ্রিপিও। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঘাবড়ে গেছে।

'আসলে কোথায় যাচ্ছ তুমি, ডি-টু?' জিজ্ঞেস না করে আর থাকতে পারল না সি-থ্রিপিও।

কোনো জবাব দিল না ডি-টু। এগিয়ে গেল আরও কয়েক পা। থামল এসে একটা ধাতব আলমারীর সামনে। অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখল সি-থ্রিপিও, চোখা আঙুলে খোঁচা মেরে তালার সীল ভাঙছে ডি-টু। ওতে লাইফ বোট রাখা আছে। কিন্তু ওই লাইফ বোট বের করতে গিয়ে বিপদে পড়তে হবে যে!

সীল ভেঙে লক খুলে ফেলল ডি-টু। সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো জ্বলে উঠল করিডোরে। তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল। ভয় পেয়ে চারদিকে তাকাল সি-থ্রিপিও। কিন্তু না, করিডোর একেবারে ফাঁকা।

লাইফ বোট বের করে ফেলেছে ডি-টু। উঠছে। মানুষের জন্যে তৈরি যান। কন্ট্রোলরুমে ঢোকার পথটা মানুষের প্রবেশের জন্যে কায়দা করে বানানো হয়েছে, রোবটের জন্যে নয়। কাজেই কসরত করতে হলো ডি-টুকে।

'এই, ডি-টু!' চেঁচিয়ে উঠল সি-থ্রিপিও, 'করছ কি তুমি?'

এবারও কোনো জবাব দিল না ডি-টু। ধাতব দেহটাকে যতটা সম্ভব বাঁকিয়ে চুরিয়ে কোনোমতে গিয়ে ঢুকল কন্ট্রোলে।

'কথা কানে ঢুকছে না তোমার, ডি-টু?' রেগে গেল সি-থ্রিপিও, 'এমনিতে ধরা পড়ে গেলে, সম্রাটের লোকদের বোঝাতে পারব আমরা সাধারণ রোবট। কিন্তু যদি লাইফ বোটে দেখে ফেলে আমাদের, তো সর্বনাশ হবে। আমরা যে অসাধারণ, ঠিক বুঝে ফেলবে ওরা।'

'বীপ বীপ,' তারপর শিস দেয়ার মত তীক্ষ্ণ শব্দ করল ডি-টু। কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে বসে পড়েছে। অনিচ্ছুকভাবে সঙ্গীর দিকে একবার চেয়েই আবার প্যানেলের দিকে ফিরল।

রীতিমত অবাক হয়ে গেল সি-থ্রিপিও। বলছে কি ডি-টু!

'মিশন!' বলল সি-থ্রিপিও, 'কিসের মিশন? কোন্ মিশনের কথা বলছ? তুমি শেষ হয়ে গেছ, ডি-টু! তোমার কম্পিউটারে কোনো যুক্তিই আর ঠিক নেই। কাজ করছে না ইলেকট্রনিক ব্রেন। যাকগে, ওসব কথা বাদ দাও। আর ছোটাছুটি না করে চলো ভেডারের কাছে আত্মসমর্পণ করি।'

'বীপ,' ক্রুদ্ধ সংকেত জানাল ডি-টু।

'দেখো, মুখ সামলে কথা বলো!' ধমকে উঠল সি-থ্রিপিও, 'আমি নির্বোধ, না তুমি?'

'বীপ!'

'আবার গালাগাল! শরীরের মত ব্রেনটাও তোমার বেঢপ! একতাল চর্বি কোথাকার! বেঁটে বালতি...'

বিস্ফোরণের শব্দে চমকে থেমে গেল সি-থ্রিপিও। পেছনের দেয়ালের খানিকটা উড়ে গেল। সরু প্যাসেজ থেকে ধাতুর গুঁড়ো আর নীল ধোঁয়া এসে ঢুকল করিডোরে। আবার বিস্ফোরণ ঘটল। প্যাসেজের ওপাশের ঘরে আগুন জ্বলে উঠল। রবার আর অন্যান্য দাহ্য পদার্থের তৈরি সব জিনিস জ্বলছে। পালিশ করা চকচকে ধাতব শরীরে আগুনের আঁচ লাগল সি-থ্রিপিওর।

'বীপ-বীপ!'

'আসছি, আসছি,' অজানার হাতে নিজেকে সমর্পণের আগে মানুষ যা বলে, ইলেকট্রনিক ভাষায় সে-কথাই বিড়বিড় করে দ্রুত এগিয়ে গেল সি-থ্রিপিও। মানব আকৃতির হওয়ায় বোটে উঠতে ডি-টুর মত বেগ পেতে হলো না তাকে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ডি-টু। একটা সুইচ টিপতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল প্রবেশ পথের দরজা।

'এর জন্যে ভুগতে হবে,' বিড়বিড় করে বলল সি-থ্রিপিও। 'শুনছ আমার কথা, ভুগতে হবে!'

কিছু বলল না স্বল্পবাক ডি-টু। একের পর এক সুইচ টিপে চলেছে সে। আওয়াজটা বোটের ভেতরে তেমন অনুভূত হলো না, কিন্তু বাইরে বদ্ধ করিডোরে বিকট গর্জন উঠল। আরেকটা সুইচ টিপতেই মহাকাশযানের পেছনে একটা টানেল খুলে গেল। সেটা দিয়ে ভেসে বেরিয়ে এল লাইফ বোট। পরক্ষণে মহাকাশে ধেয়ে গেল কামানের গোলার মত।

হাল ধরে চুপচাপ বসে আছে সম্রাটের যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন। নির্বিকার। রেডিওর সুইচ 'অন' করা। হঠাৎ কথা বলে উঠল রেডিও। নড়েচড়ে বসল ক্যাপ্টেন। বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ করেছে, খবর এল। এই সময় একটু দূরে বসা গানারী অফিসারের ডাকে ফিরে তাকাল সে। বৃত্তাকার ভিউ স্ক্রীনের দিকে চোখ রেখে ডাকছে তাকে গানারী। উঠে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। ভিউ স্ক্রীনে ছোট বিন্দুর মত কি যেন একটা ছুটন্ত বস্তুকে দেখা যাচ্ছে।

'লাইফ বোট, স্যার,' বলল অফিসার। 'কি করব?' কম্পিউটার চালিত সাংঘাতিক শক্তিশালী কামানের সুইচের ওপর তার আঙুল।

কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না ক্যাপ্টেন। আরও এক সেকেন্ড দেখল ছুটন্ত বিন্দুটাকে। স্ক্রীনের পাশের আরও কিছু যন্ত্রপাতিতে চোখ বোলাল।

'নাহ্, কিছুই করতে হবে না, লেফটেন্যান্ট,' বলল ক্যাপ্টেন, 'দেখছেন না, কম্পিউটার কি বলছে? কোনো জীবিত প্রাণী নেই বোটে। হয়তো বোটের রিলিজ মেকানিজমে শর্ট সার্কিট হয়েছে, কিংবা ভুল সংকেত পাঠাচ্ছে কেউ। কামান দাগতে চাইছেন তো? খামোকা রে নষ্ট করে লাভ নেই।'

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। সংবাদ আসছে রেডিওতে। বিপ্লবীদের মহাকাশযান থেকে আসছে এই খবর। ধ্বংস হয়ে গেছে মহাকাশযানটা। চলার শক্তি হারিয়ে ভেসে আছে মহাকাশে। এসব খবর শুনতে শুনতে খুশি হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন।

একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে মহাকাশযানে। ভেঙেচুরে যানটাকে তছনছ করে দিচ্ছে সম্রাটের সৈন্যেরা। ধোঁয়া আর ধাতুর গুঁড়োয় ভরে গেছে শিপের ভেতর। থেকে থেকেই দেখা যাচ্ছে তীব্র নীল আলোর ঝিলিক, সেই সঙ্গে চাপা মেঘ গর্জনের মত শব্দ।

সম্রাটের সৈন্যদের ধাতব পোশাকে প্রতিফলিত হচ্ছে নীল আলো। প্যাসেজ, করিডোর আর কেবিনগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। হন্যে হয়ে খুঁজছে ভেডারের নির্দেশিত জিনিসটা। কিন্তু পাচ্ছে না। ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে ওরা।

একটা ছোট্ট কেবিনে এসে ঢুকল কয়েকজন সৈন্য। ঘরটা অন্ধকার। ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই সময় বাইরে বিস্ফোরণ ঘটল। নীল আলোয় এক ঝলকের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল অন্ধকার ঘর। এইটুকু সময়েই দেখে ফেলল ওকে একজন সৈন্য। ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে।

হেলমেটের চূড়ায় বসানো বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বালল সৈনিক। উঠে দাঁড়িয়েছে ঘরের কোণের মূর্তি। পরনে ঢিলে সাদা পোশাক। সৈনিকের দিকেই তাকিয়ে আছে। একজন মেয়েমানুষ। যুবতী।

হ্যাঁ, পরিষ্কার মিলে যাচ্ছে। টেপ ছাড়াও এই চেহারা খুঁজে বার করার নির্দেশ আছে ভেডারের। মুখোশের আড়ালে হাসছে সৈনিক। ভাগ্য ভাল তার। এবার ডার্ক লর্ডের সুনজরে পড়বে হয়তো।

ছোট্ট কনডেনসার মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে তুলে ধরল সৈনিক। মুখোশের মুখের কাছটায় ছোট্ট একটা ছিদ্র, তারের জাল দিয়ে ঢাকা। কথা বলার জন্যেই এই ব্যবস্থা। মাইক্রোফোনে কথা বলল সৈনিক, 'হ্যাঁ, লর্ড, স্যার, মেয়েটাকে পেয়েছি...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সৈনিক। ধাতু, হাড় আর মাংসের পিণ্ড হয়ে গেছে তার গলার ওপরে সমস্ত জিনিস। এনার্জি পিস্তল ধরা হাতটা আস্তে করে নামিয়ে নিল মেয়েটা।

আবার অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। এক সেকেন্ড পরই আবার জ্বলে উঠল আলো। প্রথম সৈনিকের পেছনে যে দাঁড়িয়ে ছিল, আলো জ্বলছে এখন তার মাথায়।

আবার পিস্তল তাক করল মেয়েটা। ফায়ার করল। প্রথম সৈনিকের অবস্থা হলো দ্বিতীয়জনেরও। আবার অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

তীব্র উজ্জ্বল সবুজ আলোর সরু রশ্মি জ্বলে উঠল অন্ধকার ফুঁড়ে। লাইট এনার্জিপোলের আঘাত এসে লাগল মেয়েটার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল যুবতী। হাত থেকে খসে পড়ে গেল পিস্তলটা। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল সে নিজেও। আবার আলো জ্বলল। চারটে। চারজন সৈনিক এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল যুবতীকে। একজনের কপালে একটা বিশেষ ব্যাজ। অফিসারের ব্যাজ। উবু হয়ে যুবতীকে পরীক্ষা করল অফিসার। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'কোনো ক্ষতি হয়নি। ভালই আছে। লর্ডকে খবর দাও...'

ছুটে বেরিয়ে গেল একজন সৈনিক।

ছোট্ট লাইফ বোটের খুদে ভিউ স্ক্রীন। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে সেদিকে সি-থ্রিপিও। দেখা যাচ্ছে গ্রহটাকে। বাইরে উজ্জ্বল হলুদ আলো। গ্রহের দেহে প্রতিফলিত আলো। ট্যাটুইনের দিকে ছুটে চলেছে বোট।

নব ঘুরিয়ে পেছনে ভিউ অ্যাডজাস্ট করল সি-থ্রিপিও। নাহ্, সম্রাটের যুদ্ধ জাহাজ থেকে তাড়া করে আসছে না কেউ। বহুদূরে ও দুটোকে ফেলে এসেছে তারা। আবার সামনে অ্যাডজাস্ট করল সে।

গ্রহের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে লাইফ বোট। জানালা দিয়ে খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে একটা নগরী। ভালই হয়েছে। নগরী মানেই সভ্য লোকের সমাবেশ। তাদের কাছে বুদ্ধিমান রোবটের কদর হবে, বুঝতে পারছে সি-থ্রিপিও। উফ্, গত কয়েকটা মাস কি অনিশ্চিত অবস্থার মাঝেই না কাটাতে হয়েছে তাকে!

নির্বিকারভাবে কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচগুলো নাড়াচাড়া আর টিপাটিপি করছে বামন ডি-টু। নিরাপদ বোধ করতে পারছে না সি-থ্রিপিও। হুঁশিয়ারি জানাচ্ছে তার ভেতরের কম্পিউটার। ঠিকমত ল্যান্ড করতে পারবে তো বেঁটেটা?

'কি মনে হয়? নামতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল সি-থ্রিপিও।

কথা বলল না ডি-টু। আপনমনে রোবটিক শিস দিচ্ছে সে।

এতে দুশ্চিন্তা মোটেও কমল না সি-থ্রিপিওর। আরও বাড়ল।

তিন

গ্রহের আদি ঔপনিবেশিকরা বলে ট্যাটুইনের বালি ঢাকা রোদ ঝলসানো সমতলের দিকে একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বাইনারী সিসটেমের দুই সূর্যের দিকে তাকালেও নাকি এতটা ক্ষতি হয় না। সোডিয়াম মেশানো বালিতে রোদ প্রতিফলিত হয়ে চোখে প্রতিসারিত হওয়ার ফল নাকি খুবই খারাপ। অথচ মারাত্মক এই বালিভূমিতেও প্রাণ আছে। কারণ, জীবন ধারনের প্রধান উপকরণের একটি–পানি আছে ট্যাটুইনে।

পানি আছে বটে, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। তাই পানির ব্যবস্থা করতে হয় আকাশ থেকে। স্বেচ্ছায় কি আর পানি দিতে চায় আকাশ? ধরে জোর করে আদায় করতে হয়। মরুভূমির একেকটা বিশেষ জায়গায় পানি জোগাড়ের জন্যে বিশেষ লোক আছে। এরা সবাই পানি ব্যবসায়ী।

রুক্ষ ভূমির উঁচু এক জায়গায় একটা অদ্ভুত মেশিন বসানো। নাম 'ভেপরেটর'। বালি আর পাথরের মাঝে কায়দা করে পোঁতা হয়েছে মেশিনটাকে। ক্রমাগত বালির ঘষা খেয়ে খেয়ে ওটার ধাতব দেহের অগুণতি জায়গায় ছড়ে গেছে। চকচক করছে ক্ষত জায়গার ধাতব চামড়া। তার পাশে বসে আছে আরেকটা জ্যান্ত মানুষ-যন্ত্র। ধাতব মেশিনটার মতই তারও চামড়া জায়গায় জায়গায় ক্ষয়ে গেছে সোডিয়াম বালির সংস্পর্শে থেকে থেকে।

'ভেপরেটর' বা বাষ্পীয়করণ যন্ত্রটার বয়েস দশ বছর। তার চালক, পাশে বসা মানুষটার বয়েস মেশিনের দ্বিগুণ। নাম, লিউক স্কাইওয়াকার। হতাশভাবে ভেপরেটরের পাশে বসে আছে লিউক। একটা ভালভ অ্যাডজাস্টার খারাপ হয়ে গেছে। কিছুতেই সারাতে পারছে না পার্টটাকে লিউক।

বিরক্ত হয়ে বসে থাকল সে কয়েক মিনিট। তারপর গজগজ করতে করতে আবার উঠল। বসে থাকলে চলবে না। সাংঘাতিক রুক্ষ এই পাথুরেভূমিতে জীবন বড় কঠিন। পুরানো পার্টটা দশমবারের মত আবার খুলল সে। ভালভ আর পিস্টন খুব বেশি খারাপ হয় এখানে। লুব্রিকেটিং অয়েল দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে ক্ষয়ে যায় পার্টসগুলোর গা। নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। একা মানুষ লিউক। মাঝে মধ্যে লুব্রিকেটর সময়মত ব্যবহার করে উঠতে পারে না। আর যন্ত্রটাও পুরানো হয়ে গেছে।

ভালভটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল লিউক। পুরানো পার্টস ঘেঁটে আরেকটা অপেক্ষাকৃত ভাল ভালভ বের করে জায়গামত লাগাল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। কিন্তু কোথায়? সেই আগের মতই নীরব রইল মেশিন। কাজ করছে না এই ভালভও। হাতের ভারি রেঞ্চ দিয়ে মেশিনের গায়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি মেরে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল রেঞ্চটা। ধপ করে আবার বসে পড়ল বালির ওপরেই।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল লিউক স্কাইওয়াকার। নামের সঙ্গে তাল রেখেই যেন লম্বা হয়েছে দেহটা। ভয়ংকর গরম বালির উপর দিয়ে বয়ে আসা তপ্ত হাওয়ায় উড়ছে তার রুক্ষ এলোমেলো চুল। পরনে চটের মত কাপড়ের টিউনিক।

কঠোর চোখে মেশিনটার দিকে তাকিয়ে রইল লিউক কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল আবার। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ওটা যন্ত্র। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ওটার ওপর রাগ করেও লাভ নেই কোনো।

এই সময় ভেপরেটরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি। ওটাও যন্ত্র, যন্ত্রমানব। রোবট। ট্রেডওয়েল মডেল। পুরানো, প্রায় বাতিল জিনিসকে রি কন্ডিশনড করে নেয়া হয়েছে। এককালে ছয়টা হাত ছিল রোবটটার, এখন তিনটে অবশিষ্ট আছে। সেগুলোও লিউকের পায়ের বুটজোড়ার চেয়ে বেশি ক্ষয়ে গেছে।

টলোমলো হাস্যকর ভঙ্গিতে হেঁটে এসে মেশিনটার কাছে দাঁড়াল রোবট। লিউকের দিকে একবার তাকিয়ে ফিরল আবার মেশিনটার দিকে। ভালভের ওপরের ঢাকনাটা খোলা। একটা ক্ষয়ে যাওয়া হাত বাড়িয়ে ভালভটা পরীক্ষা করায় মন দিল রোবট।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রোবটের দিকে তাকাল লিউক। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমিকে দেখল। তাকাল আকাশের দিকে। মেঘের চিহ্নও নেই কোথাও। এমনিতেই মেঘ থাকে না ট্যাটুইনের আকাশে। তার ওপর ভেপরেটর খারাপ। মেঘ টেনে আনবে কিসে? আরেকবার ভালভটা মেরামতের চেষ্টা করবে কিনা ভাবল সে। এই সময়ই চোখে পড়ল জিনিসটা।

আলোর ঝলকানি। কোমরের বেল্ট থেকে দূরবীনটা বের করে চোখে লাগাল লিউক। লাফ দিয়ে চোখের অনেক কাছে এসে গেল আকাশ। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারে না সে। পারে না কোনোদিনই। আসলে এই স্বল্পশক্তির দূরবীনটা পছন্দ নয় তার। ইস্‌, যদি একটা টেলিস্কোপ থাকত আমার–যতবার দূরবীন চোখে লাগায়, ভাবে লিউক।

এই মুহূর্তে আর বেশিক্ষণ হা-হুতাশ করার সুযোগ পেল না লিউক। টেলিস্কোপের কথা

ভুলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমরের বেল্টে ওটা বোলাতে বোলাতে বলল রোবটকে, 'মেশিনটা সারাও...'

লিউকের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও থেমে গেল রোবট। তার প্রতিটি জোড়া দিয়ে হালকা ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। বেশি ভাবলেই তার সার্কিটের তার জ্বলে যায়। ট্রেডওয়েল মডেলের রোবট, নিজে নিজে ভেবে কাজ করার ক্ষমতা নেই। এরা শুধু অ্যাসিস্ট করতে পারে মানুষকে।

বুঝল লিউক, ভুল আদেশ দিয়ে ফেলেছে। বেশি চিন্তা ঢুকেছে রোবটের ব্রেনে। ফলে গরম হয়ে সার্কিটে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছে লিউক, মেশিনটা তো খারাপ হয়েছেই, এবার রোবটটাও যাবে। দুটো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না তার। পরে ঠিক করে নেয়া যাবে ভেবে ছুটে গিয়ে ল্যান্ডস্পীডারে উঠে বসল।

স্টার্ট নিল ঠিকই স্পীডার, কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দটা ভাল লাগল না লিউকের। মসৃণ নয়। তার মানে এখনো গোলমাল আছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সারিয়েছে ইঞ্জিন। কিন্তু এখনো ঠিকমত কাজ করছে না রিপালসন ফ্লোটার। যা খুশি হোকগে, ভাবল লিউক, গাড়িটা চললেই হলো।

ফ্লোটারের পেছনে বালি ছিটকে উঠল। তরঙ্গময় সাগরে বোট চলার মতই উঁচু-নিচু বালির সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে চলল ল্যান্ডস্পীডার। ছুটে চলল দূরের অ্যাংকরহেড শহরের দিকে।

পেছনে পড়ে আছে ট্রেডওয়েল মডেলের রোবট। যন্ত্রমানবের দেহ থেকে এখন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভালমতই পুড়ছে ওটা। দাহ্য সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হচ্ছে। নির্মেঘ হলুদ আকাশে বহুদূর থেকেও দেখা যাবে ওই ধোঁয়া। মরা গরু দেখে যেমন বহুদূর থেকে ছুটে আসে শকুনের দল, তেমনি ছুটে আসবে রোবট সংগ্রহকারী প্রাণীরা। ট্যাটুইনে ধাতুখেকোদের অভাব নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে ওরা।

ল্যান্ডস্পীডার চালাতে চালাতে একবার পেছন ফিরে তাকাল লিউক। ঠিকই বুঝতে পারল, ফিরে এসে ওই পোড়া রোবটের চিহ্নও দেখতে পাবে না সে।

ধাতু আর পাথরের কাঠামোগুলো বাইনারী সূর্যের তীব্র কিরণে জ্বলে সাদা হয়ে গেছে। অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে অ্যাংকরহেডের কৃষিজীবী মানুষেরা। পুরু হলুদ ধুলোয় ঢাকা রাস্তাগুলো জনশূন্য। পাথরের তৈরি বাড়িগুলোর এখানে সেখানে ফাটল। তার ভেতরে গিজগিজ করছে স্যান্ডফ্লাই। একটা বাড়ির ছায়ায় শুয়ে আছে একটা কুকুর। স্পীডারটাকে দেখেই উঠে বসল। চেঁচাতে শুরু করল তারস্বরে। ধু-ধু বিস্তৃতিতে জীবনের একমাত্র চিহ্ন। না না, আরও আছে। ধীরপায়ে পথ চলছে এক বৃদ্ধা। প্রচণ্ড সূর্যরশ্মি থেকে বাঁচার জন্যে ধাতুর বিশেষ শালটা গায়ে জড়িয়েছে।

শব্দ শুনে চোখ পিটপিট করে আকাশের দিকে তাকাল বৃদ্ধা। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল শব্দ আকাশে নয়, মাটিতে। বাঁক ঘুরে প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে এল ল্যান্ডস্পীডার। মনে করেছিল পাশ কেটে যাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেল বৃদ্ধা। তার পাশ দিয়ে ভীমবেগে ধেয়ে গেল যানটা।

ভয়ংকর রেগে গিয়ে পেছন থেকে ঘুসি তুলে চেঁচাতে লাগল বৃদ্ধা, 'হারামখোর, হতভাগার দল! আজকালকার ছেলেছোকরাগুলো যেন কি! যত্তোসব...' গজগজ করতে লাগল সে।

বৃদ্ধার দিকে মোটেও খেয়াল নেই লিউকের। যত দ্রুত সম্ভব স্টেশনে পৌঁছাতে হবে তাকে।

কংক্রীটের তৈরি নিচু ধাঁচের কয়েকটা বাড়ির পেছনে গাড়ি থামাল লিউক। ঘরগুলোর ওপরে, চারপাশে অসংখ্য রড আর কুণ্ডলী পাকানো তার। ধুলোয় সাদা হয়ে

আছে। মোছা হয়নি কতকাল, কে জানে। অবশ্য মোছারও কোনো মানে হয় না। সাফসুতরো করে রেখে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার বালিতে ঢেকে যাবে।

স্টেশনের কন্ট্রোলরুমের দরজাটা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল লিউক, 'হাই...'

অপরিচ্ছন্ন কন্ট্রোল ডেস্কের ওপারে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে মেকানিকের পোশাক পরা রুক্ষ চেহারার এক যুবক। লিউকের মত তার চামড়া ক্ষয়ে যাওয়া কর্কশ নয়। রোদ থেকে চামড়া বাঁচানোর জন্যে নিয়মিত বিশেষ তেল মাখে সে। পাশে বসা একটা মেয়ে। ওর নাম ক্যাথি। তার চামড়াও তেল মাখানো।

লিউকের ডাকে সাড়া দিল না যুবক। আসলে খেয়ালই করেনি। আবার ডাকল লিউক, 'হাই...'

ঘাড় না ফিরিয়েই ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করল যুবক, 'কে যেন ডাকল...'

হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আড়ামোড়া ভাঙল ক্যাথি। একটা লম্বা হাই তুলে বলল, 'ওয়ারসি হয়তো। চেঁচানোই তো ওর কাজ।'

কম্পিউটারের সঙ্গে পুল গেম খেলছিল উইনডি, মাথা তুলল। তার আর মেকানিক ডিকের পরনে লিউকের মতই পোশাক। তফাৎ, তাদেরগুলো নতুন।

আরেকটা টেবিলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কম্পিউটারের সঙ্গে পুল গেম খেলছে আরেক যুবক। সুদর্শন। চুল ছোট করে ছাঁটা। চমৎকার ইউনিফর্ম পরনে। লিউক আর অন্য দু'জনের তুলনায় এই লোক সবদিক দিয়ে রীতিমত রাজপুত্র। এই পরিবেশে একেবারেই বেমানান। পেছনে যন্ত্রপাতি নিয়ে খুটুরখাটুর করছে একটা রোবট।

সুদর্শন যুবকের দিকে এতক্ষণে চোখ পড়ল লিউকের। 'আরে তুমি! বিগস্!'

নিজের নাম শুনে মাথা তুলল বিগস্। লিউকের দিকে তাকাল। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে, 'আরে লিউক যে!' এগিয়ে এল সে।

দ্রুত এগিয়ে গেল লিউক। মাঝরাস্তায় নাগাল পেল একে অন্যের। আলিঙ্গনে জড়াল। কয়েক সেকেন্ড পর ছাড়িয়ে নিল নিজেদের।

অবাক হয়ে বিগসের পোশাক দেখল লিউক। বলল, 'তুমি ফিরেছ, কই জানি না তো। কবে এলে?'

কণ্ঠস্বরে আত্মপ্রত্যয়ের আত্মতুষ্টি বিগসের, 'এই তো, খানিক আগে।'

নবাগত দু'জনকে দেখছে ডিক আর উইনডি।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে,' লিউকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার বিগস্, 'কাজ থেকে উঠে এসেছ। তুমি কাজ করছ...বিশ্বাসই করা যায় না। এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে।

হাসছে বিগস্। তার হাসিতে এক ধরনের সম্মোহন আছে, এড়ানো যায় না। অকারণেই হাসল ডিক আর উইনডি। হাসল লিউকও।

'বদলাওনি তুমি, বিগস্,' বলল লিউক। 'অ্যাকাডেমিও বদলাতে পারেনি তোমাকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন? কিছু হয়েছে? কমিশন পেয়েছ?'

বন্ধুর চোখ থেকে চোখ সরাল বিগস্। কিছু একটা লুকোতে চাইছে। বলল, 'তা পেয়েছি। গুডস্ শিপ অ্যান্ড এক্লিপটিক-এ চাকরিও পেয়েছি। ফার্স্ট মেট।'

পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্যে আবার হাসল বিগস্, কিছুটা গম্ভীর কিছুটা রসিকতার সুরে ঘরের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ফার্স্ট মেট বিগস্ ডার্ক লাইট আপনাদের কি সেবা করতে পারে বলুন?'

আবার হাসল সবাই, লিউক ছাড়া। তার দিকে তাকিয়ে বলল বিগস্, 'হ্যাঁ, কেন এসেছি জানিস? তোর মত নির্বোধ, যারা মাটির মায়া কাটাতে পারে না, তাদের দু'কথা শোনাতে এবং বিদায় জানাতে।'

'বিদায়...' হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে গেল লিউকের। অত ছুটোছুটি করে এল যেজন্য

সেটার কথাই ভুলে বসে আছে। বিগস্‌কে না দেখলে এমন হতো না। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। মহাকাশে যুদ্ধ হচ্ছে। দেখেই ছুটতে ছুটতে এসেছি।'

নিরাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা দোলাল ডিক, 'রোদে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, লিউক। বসো, ঠাণ্ডা হও, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি বলছি যুদ্ধ হচ্ছে!' জোর গলায় বলল লিউক। 'বিশ্বাস না হয়, দেখে এসো।'

লিউকের চোখের দিকে তাকিয়ে আর অবিশ্বাস করতে পারল না ডিক। উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে পা বাড়াল লিউক। সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

কোমরে ঝোলানো দূরবীনটা খুলে নিয়ে চোখে লাগাল। মহাকাশে সামান্য খোঁজাখুঁজি করেই পেয়ে গেল। 'আছে, ওইই যে...'

লিউকের হাত থেকে দূরবীনটা কেড়ে নিল বিগস্‌। চোখে লাগাল। নির্দেশিত দিকে তাকাতেই দেখল ও দুটো। রূপালি রঙ করা। মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল, 'বোকা। যুদ্ধ নয়। দুটো মহাকাশযান ঠিকই। কিন্তু মনে হচ্ছে ছোটটা থেকে বড়টায় মাল ওঠানো হবে। কিংবা বড়টা থেকে ছোটটায়। ট্যাটুইনে তো বড় আকারের শিপ নামার ফিল্ড নেই। আকাশেই দেয়া নেয়া চলছে হয়তো।'

'না। কিছুক্ষণ আগেই গোলাগুলি চলেছে। নিজের চোখে দেখেছি,' বলল বটে, কিন্তু গলায় আর তেমন জোর নেই লিউকের। মহাকাশ-বিদ্যায় অ্যাকাডেমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বন্ধুর সামনে ছোট মনে হচ্ছে নিজেকে।

উঠোনের রোদ থেকে শেডের তলায় এসে দাঁড়াল সবাই। বিগসের হাত থেকে দূরবীনটা কেড়ে নিল ক্যাথি। তাড়াহুড়োয় একটা পিলারের সঙ্গে বাড়ি লাগাল। ভুরু কুঁচকে তাকাল লিউক। ক্যাথির হাত থেকে আবার যন্ত্রটা কেড়ে নিল। ধাতব আবরণে কতটা চোট লেগেছে দেখতে লাগল উৎকণ্ঠিতভাবে।

ক্ষতি হয়নি যন্ত্রটার। গম্ভীর গলায় বলল লিউক, 'যন্ত্রপাতি সাবধানে নাড়াচাড়া করতে শেখো।'

'হাড়-কিপটের কাছে?' ক্যাথির গলায় বিদ্রূপ। মেয়েটাকে এমনিতেই সইতে পারে না লিউক। তীব্র চোখে তাকাল। চট করে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল ভারিক্কি চেহারার মেকানিক। হাসল।

শ্রাগ করল লিউক। মুখচোখ গম্ভীর।

'মেয়েদের ওপর চটে লাভ নেই,' হাসল ডিক। 'হ্যাঁ, যা বলছিলে। তোমার মাথায় একটা পোকা ঢুকেছে। যুদ্ধের পোকা। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই কেবল যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। কতবার বুঝিয়েছি, অনেক অনেক মহাকাশপথ দূরে ঘটেছে বিপ্লব। তাছাড়া ট্যাটুইন দখল করার কোনো ইচ্ছেই থাকার কথা নয় সম্রাটের। কি জন্যে করবে শুনি? বালি ছাড়া আর কি আছে এই গ্রহে? ফিফ্‌থ ক্লাস রোবট কোথাকার!'

যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে ডিক। লিউকের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সবাই। কেউ জোরে, কেউ মুচকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেশন ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল উইনডি। ক্যাথি আর ডিকও হেঁটে চলল।

বিগস্‌ ডাকল, 'চলো, লিউক। এখানে দাঁড়িয়ে গরমে সেদ্ধ হয়ে লাভ নেই।'

স্থির দৃষ্টিতে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে লিউক। বিগসের কথায় কান নেই বুঝে শ্রাগ করল বিগস্‌। তারপর অন্য তিনজনকে অনুসরণ করল।

দূরবীন চোখে লাগাল আবার লিউক। মহাকাশযান দুটোকে দেখতে লাগল। সে নিশ্চিত, গোলাগুলি হতে দেখেছে। হলুদ আকাশে রঙিন মরীচিকা দেখেনি। আর ধাতুর গায়ে বাইনারী সূর্যের আলোর প্রতিফলন তো হতেই পারে না।

একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বিপ্লবীদের মহাকাশযান। তারই একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দিনী। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। তাকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ভারি পোশাক পরা সম্রাটের অস্ত্র সজ্জিত পিশাচ বাহিনী।

'দাঁড়িয়ে গেলে কেন?' পেছন থেকে ধমক দিল অফিসার।

'এভাবে হাঁটতে অভ্যস্ত নই আমি?' দ্বিগুণ তেজে জবাব দিল যুবতী।

পেছন থেকে বর্বরের মত মেয়েটার পিঠে ধাক্কা মারল অফিসার। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনোমতে সামলে নিল মেয়েটা। ঘুরল। তীব্র চোখে তাকাল অফিসারের দিকে। শিরস্ত্রাণে ঢাকা মুখ। ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চাপা গলায় গর্জন করে উঠল যুবতী, 'হারামজাদা! জানিস কার গায়ে হাত তুলেছিস...'

হাত তুলল অফিসার। আবার ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু থেমে গেল মাঝ পথেই। স্তব্ধ হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল অন্য সৈনিকেরাও। ব্যাপার কি? ঘুরল যুবতী। আতংকের ছায়া নামল তার চেহারায়ও। মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই মিলিয়ে গেল আবার।

করিডোরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় দানব। ধাতব তারের জালে তৈরি মুখোশ পরা। যুবতীর মসৃণ গালের একটা পেশীতে কাঁপন ধরছে। কিন্তু কণ্ঠস্বর কাঁপল না একটুও, 'ডার্ক লর্ড! আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। এ রকম দুঃসাহস সাজে তোমাকেই। কিন্তু নির্বুদ্ধিতা? না, একেবারেই না। সিনেট তোমাকে ছাড়বে না। একজন সিনেটরের মিশন শিপ আক্রমণ করেছ তুমি। সিনেট যখন জানবে...'

'সিনেটর লেইয়া অরগানা,' হাল্কা গলায় বলল ভেডার। 'ইওর হাইনেস। আমাকে কথায় ভোলানোর চেষ্টা করবেন না। মিশনে চলেছেন, কি কোথায় চলেছেন, জানার দরকার নেই আমার। একটা বিশেষ সংরক্ষিত এলাকার ভেতর দিয়ে চলেছিলেন আপনি। বার বার জাহাজ থামানোর সংকেত দেয়া হয়েছিল আপনার ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু উপেক্ষা করেছে সে...'

অরগানার সামনে এসে দাঁড়াল ভেডার। তারের জালে ঢাকা মুখটা একটু নামিয়ে বলল, 'সিনেটর লেইয়া অরগানা, এটাও বড় কথা নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, কিছু রাষ্ট্রবিরোধী লোক বিশেষ বেতার সংকেত পাঠিয়েছে আপনার কাছে। লোকগুলোকে ধরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সব ক'জন আত্মহত্যা করেছে। কাজেই আপনার কাছে আসতেই হলো। স্বেচ্ছায় থামতে চাইছিলেন না তো, জোর করে থামাতে হলো। মাইন্ড করবেন না। তা, বেতার সংকেতগুলো কোথায়?'

ডার্ক লর্ডের দিকে তাকিয়ে কথার জবাব দিতে পারল না অরগানা। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি একজন সিনেটর। আমার সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধীদের সম্পর্কে...'

সি. আর. এ-এর জালে ঢাকা মুখটা আরও নামাল ভেডার। 'বুঝতে পারছেন নিশ্চই। কম্বাইন্ড রেভলিউশন অ্যাসোসিয়েশনের কিছু লোক যোগাযোগ করেছে আপনার সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনি।'

জবাব দিল না লেইয়া অরগানা।

অফিসারের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল ডার্ক লর্ড, 'একে নিয়ে যাও!'

পেছন থেকে ধাক্কা দিল অফিসার। ভেডারের গায়ে থুতু ছিটাল অরগানা। তারপর এগিয়ে চলল।

ধাতব দস্তানা ঢাকা হাতে ধাতব বর্ম থেকে থুতুটা মুছে ফেলল ভেডার। ঘুরে দাঁড়াল। একটা ফ্লোটিং টানেলের ভেতর দিয়ে বিপ্লবীদের যান থেকে যুদ্ধজাহাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অরগানাকে।

ভেডারের পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। তার কাঁধ আর কপালে বিশেষ ব্যাজ। কমান্ডার। ভেডারকে বলল, 'সিনেটর লেইয়া অরগানাকে এভাবে বন্দি করে

রেখে দেয়াটা কি উচিত হচ্ছে, স্যার? কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে সিনেটে ভীষণ গোলমাল হবে। সুযোগ পেয়ে যাবে বিপ্লবীরা। আমি বলছিলাম কি একে এখুনি হত্যা করে...'

'না!' বাধা দিয়ে বলল ভেডার। 'বিদ্রোহীদের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে হবে। এই মেয়েই একমাত্র বলতে পারবে, কোথায় ওটা। কাজেই ওকে জ্যান্ত রেখে ব্যবহার করতে হবে।'

'কিন্তু পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। প্রাণ দেবে, কিন্তু মুখ খুলবে না। কোনো বিপ্লবীকেই কথা বলাতে পারিনি আমরা এ পর্যন্ত!'

'তুমি অক্ষম, তাই বলে সবাই এ রকম নয়। আমি দেখি চেষ্টা করে,' গম্ভীর থমথমে গলা ভেডারের।

ঘুরে দাঁড়াল ডার্ক লর্ড। কমান্ডারের মুখোমুখি। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'চারদিকে ডিসট্রেস সিগনাল পাঠাও। সিনেটর লেইয়া অরগানার মহাকাশযান উল্কার সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে। বলবে রীডিং থেকে জেনেছ, ক্র্যাফট শীল্ড ভেঙে গেছে। ফলে ভেতরের পঁচানব্বই ভাগ বাতাস বেরিয়ে গেছে। সিনেটরের বাপ আর সিনেট সদস্যদের জানাও, মহাকাশযানের সবাই মৃত।'

অন্য প্রান্তের বাঁক ঘুরে কয়েকজন সৈন্য এসে ঢুকল। মার্চ করে এসে দাঁড়াল ভেডারের সামনে। স্যালুট করল।

'পেয়েছ?'

'না, লর্ড!' ভয়ে ভয়ে বলল দলপতি, 'শিপের স্টোরেজ ব্যাংকেও নেই কিছু। টেপ আছে প্রচুর। কিছু আনকোরা নতুন, বাকি সব ধোয়ামোছা। তবে...'

'তবে কি?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল ভেডার।

'একটা লাইফ বোট বেরিয়ে গেছে। বোটে অবশ্য কোনো মানুষ নেই।'

'টেপ মানুষ নয়। বোটে টেপগুলো বিশেষভাবে লুকিয়ে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। বোটের পেছনে লোক পাঠাও। গোপনে যেন যায়। লোকের চোখে পড়ে হৈ-চৈ হোক, চাই না আমি। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, লর্ড।'

'যাও। জলদি।'

সৈন্যদের নিয়ে চলে গেল দলপতি। কমান্ডারের দিকে ফিরল আবার ভেডার। 'ভেপরাইজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দাও এই সিনেটর শিপ। আর বোটের ভারও তোমার ওপর রইল। ওরা গেছে, যাক। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক করার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। আমি নিশ্চিত, বিদ্রোহীদের পাঠানো খবরগুলো টেপ করা হয়েছে, এবং সেই রেকর্ড মোছা হয়নি। বিশেষ পথে ওই খবর বিশেষ লোকের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ওগুলো খুঁজে পেলে, যেহেতু সিনেটর আমার হাতে, বিদ্রোহীদের দমন করতে বেগ পেতে হবে না। গুরুত্বটা বুঝেছ তো?'

'সব দায়িত্ব আমার,' দৃঢ় গলায় বলল কমান্ডার। এবং কথা দিয়েই বুঝল, ভুল হয়ে গেছে। কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে না পারলে কি শাস্তি দেবে ডার্ক লর্ড, জানা আছে তার।

ফ্লোটিং টানেলের দিকে এগিয়ে গেল ভেডার। কমান্ডার চলল পেছন পেছন।

'ভীষণ নির্জন!' বলল সি-থ্রিপিও ।

বালিতে নাক গেঁথে গেছে লাইফ বোটের। মানুষ হলে সঙ্গে সঙ্গেই মরে যেত, কিন্তু সি-থ্রিপিও আর ডি-টু বিশেষভাবে তৈরি রোবট। সহজে নষ্ট হবার জিনিস নয়। প্রচণ্ড ধকল সইবার মত করে সৃষ্টি হয়েছে উন্নতমানের এই মেশিন। ক্র্যাশ ল্যানডিং অর্থাৎ নাক গুঁজে পড়ে গিয়ে উইন্ডশীল্ড চুরচুর হয়ে গেছে বোটের। ওই ভাঙা পথে বেরিয়ে এসেছে দুই রোবট। ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখছে সি-থ্রিপিও। ডি-টু একেবারে নির্বিকার।

যতদূর চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। মাঝেমধ্যে দৃষ্টি সীমায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভীষণ রুক্ষ পাথরের পাহাড়। একদিকে বিশাল বিস্তৃত সমভূমি, মাঝে মধ্যে বালির

টিলাটক্করগুলো যেন দানবের হলদে দাঁত। দ্বৈত সূর্যের দহনে গনগনে গরম হয়ে আছে বালি। এই বালির সাগরের কোথায় শেষ আর কোথায় শুরু, বোঝা অসম্ভব।

অজায়গায় নেমে পড়েছে, ভাবল সি-থ্রিপিও। ভাঙা, অকেজো লাইফ বোটটার দিকে একবার তাকাল। রোবটশ্রাগ করল। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে। ওরা দু'জনেই উন্নত মানের জিনিস, ধকল সইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আজব এই বালির সাগরে উঁচুনিচু টিলাটক্করের মধ্যে দিয়ে চলার উপযোগী নয় মোটেও। তা ছাড়া ভীষণ গরমে ভেতরের কিছু দাহ্য কলকজা পুড়েই যাবে কিনা, কে জানে।

কম্পিউটারের মেমারি খুঁজে 'নিজেকে করুণা দেখানোর কথা' বের করল সি-থ্রিপিও, 'দুঃখই আমাদের নিয়তি। জীবনটাই বাজে...'

'বীপ বীপ।' *(ওসব বলে লাভ নেই।)*

'তোমার কাছে তো কোনো কথারই কোনো দাম নেই,' ধাতব চোয়াল বাঁকিয়ে বলল সি-থ্রিপিও। 'সে যাকগে। বিশ্রাম না নিলে ঠিক পড়ে যাব আমি। প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেতরের যন্ত্রপাতিতে চোট লেগেছে কিনা বুঝতে পারছি না।'

দমকা হাওয়া ধেয়ে এল হঠাৎ। বালির হাল্কা মেঘ উড়ছে।

'বীপ-বীপ।' *(দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।)*

'আমি হাঁটতে পারব না...' বলতে বলতে থেমে গেল সি-থ্রিপিও। চলতে শুরু করেছে ডি-টু।

আরেকবার রোবটশ্রাগ করে ডি-টুর পেছন পেছন চলল সি-থ্রিপিও। ডাকল, 'কোথায় যাচ্ছ, এই?'

'বীপ-বীপ...'

'আমি পারব না, বাবা। ওদিকে যাবই না। দেখছ না কেমন পাথুরে? বরং এই এদিকে চলো,' পেছনে দেখিয়ে বলল সি-থ্রিপিও, 'ওই পাথুরে জমিতে বসতি থাকতে পারে না।'

শিস দেয়ার মত শব্দ করল ডি-টু।

'খবরদার!' ধমকে উঠল সি-থ্রিপিও। 'আমার সঙ্গে ইলেকট্রনিক চালাকি খাটাবে না, বলে দিলাম! সোজা কথা, তোমার মত হাঁটা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'বীপ।'

'যাবেই, তাই না? ঠিক আছে, যাও। তোমার রাস্তায় তুমি, আমার রাস্তায় আমি। চব্বিশ ঘণ্টার আগেই বালিতে ডুবে যাবে, এই বলে দিলাম ফেলে দেয়া ধাতুর টুকরো কোথাকার! দূরের জিনিস দেখার বিন্দুমাত্র মুরোদ নেই, তার আবার বড় বড় কথা!'

জবাব না দিয়ে তিন পায়ে এগিয়ে চলল ডি-টু।

আরও খেপে গেল সি-থ্রিপিও। ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারল ডি-টুকে, 'এই ব্যাটা, বোকা বালতি, এই...'

ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ডি-টু। এক গড়ান দিয়েই আবার উঠে পড়ল। সি-থ্রিপিওর দিকে ফিরল। শিস দিল তীক্ষ্ণস্বরে।

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বলল সি-থ্রিপিও। 'পরে যেন আমাকে দোষ দিও না। আর সাহায্য তো চাইতেই পারবে না। কথা শুনছ না, সাহায্য চাইবেই বা কোন মুখে...'

হাতের ধাতব আঙুল দিয়ে একটা ইলেকট্রনিক চোখ থেকে ধুলো পরিষ্কার করল ডি-টু। তারপর বিচিত্র শব্দ করল। স্বগতোক্তি করার সময় বুড়ো মানুষ যেমন করে, অনেকটা তেমনি ঘোঁৎ আওয়াজ হলো। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে যেন কিছুই হয়নি চলতে শুরু করল সে।

একবার দ্বিধা করল সি-থ্রিপিও। তারপর কি ভেবে ডি-টুর নির্দেশিত দিকেই চলতে লাগল।

অদ্ভুত গুনগুন শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে ডি-টু। পেছন পেছন সি-থ্রিপিও। এবড়োখেবড়ো পাথুরে টিলাটক্কর কিংবা পুরু বালিতে চলতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না

তিনপেয়ে ডি-টুর। কিন্তু লম্বা রোবটটার ভারি কষ্ট হচ্ছে। মানুষের মত দুই পা ওর। পায়ের তলাও উঁচুনিচু জায়গায় চলার উপযোগী নয়। বারবার হোঁচট খাচ্ছে। চলার গতি তার অত্যন্ত ধীর।

কয়েক ঘন্টা পর। হাঁচড়েপাঁচড়ে কষ্টেসৃষ্টে একটা উঁচু টিবির ওপরে উঠে এল দুই রোবট। সি-থ্রিপিও আশা করেছিল এটাই শেষ টিবি, এর পরে বসতি পাওয়া যাবে। কিন্তু বৃথা। সামনে সীমাহীন ধু-ধু বালির প্রান্তর। আর পারছে না সে। ভয়ংকর গরমে তার ধাতব দেহ ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভেতরের তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র 'ওভারলোড' শো করছে কম্পিউটারকে। যে কোনো সময় কাজ বন্ধ করে দিতে পারে ভেতরের যন্ত্রপাতি।

টিবির নিচে ভাঙা কড়িবরগার মত পড়ে আছে কতগুলো অজানা পশুর হাড়। দেখে অস্বস্তিতে ভরে গেল সি-থ্রিপিওর মন। ভয়ে ভয়ে সামনের দিকে তাকাল সে। ধু-ধু প্রান্তরের দিগন্তে আরও অসংখ্য টিবি। টিবিগুলোর পেছনে বিশাল এক পাহাড়। বালি আর পাথর ছাড়া কিছুই নেই পাহাড়ে। রুক্ষ, ঊষর। দূরে বলে আর প্রচণ্ড উত্তাপের জন্যে ইলেকট্রনিক চোখ দিয়েও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না সি-থ্রিপিও।

ডি-টুর দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'বেঁটে বামন। বুদ্ধু বালতি। তোর জন্যেই এসব হলো। প্রথম থেকেই একগুঁয়েমি করছিস।'

একবার শিস দিয়ে নির্বিকারভাবে টিবি থেকে নামতে শুরু করল ডি-টু। কয়েক কদম এগিয়ে যান্ত্রিক ভঙ্গিতে পেছনে ঘাড় ঘোরাল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সি-থ্রিপিও। 'বীপ-বীপ।' *(ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও মরতে হবে। এসো।)*

বিড়বিড় করে আরেকটা গাল দিয়ে সি-থ্রিপিও চলতে শুরু করল। টিবি থেকে নেমে দুই পা এগোতেই একটা হাঁটুর জয়েন্টে কট্ করে আওয়াজ হলো সি-থ্রিপিওর। চমকে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল সে। জয়েন্টে বালি ঢুকছে। লুব্রিক্যান্ট শুকিয়ে গেলে একেবারেই অনড় হয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বালি পরিষ্কার করতে লাগল সে।

কিন্তু পরিষ্কার করেও তেমন লাভ হচ্ছে না। ভেতরের যন্ত্রপাতি ভীষণ গরম হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রাবল্যে ইলেকট্রনিক চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার। জয়েন্টগুলোর লুব্রিক্যান্টও শুকিয়ে এসেছে। হাত-পা আর আঙুল ঠিকমত নড়াতে পারছে না সে। পেছনে পড়ে থাকা বিশাল প্রাণীর কংকালের মতই তার ধাতব দেহটা পড়ে থাকবে মরুভূমিতে, ট্যাটুইনের দ্বৈত সূর্যের ধ্বংসকারী ক্ষমতার আরেক ভয়াবহ স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।

সি-থ্রিপিও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অনুমান করতে পেরেছে বোধহয় ডি-টু। অযথা বসে থেকে সময় নষ্ট না করে গুটিগুটি পায়ে এগোতে শুরু করল আবার সে।

ডি-টুকে বার দুই ডাকার চেষ্টা করল সি-থ্রিপিও। কিন্তু মাইক্রোফোন কাজ করছে না। চোখের দৃষ্টি আরও খারাপ হয়ে এসেছে। বালির বুক ভেদ করে কতগুলো ছায়া গজিয়েছে যেন! ভুল দেখছে? না তো! এখনও একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি চোখ। ঠিকই দেখতে পেল সে, কতগুলো বেঁটে ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। ওদের চকচকে শরীরে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। না না, কতগুলো জিনিস তো নয়। আস্ত একটা বিশাল জিনিস। চকচকে অংশগুলোতে রোদ প্রতিফলিত হওয়ায় দূর থেকে অনেকগুলো জিনিস বলে ভুল করেছে সি-থ্রিপিও।

আশার আলো জ্বলে উঠল তার মনে। দেহের অবশিষ্ট ক্ষমতা নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সি-থ্রিপিও। পাগলের মত হাত নাড়াতে লাগল। চেঁচাতে পারছে না, মাইক্রোফোনের কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হয়তো।

কিন্তু এগিয়ে আসছে, ওটা কি? ট্যাটুইনের রোবটখেকো? এই ভয়ংকর মরুর বুকে এই সময়ে মরতে আসবে কে আর?

স্টেশনের বাইরে শেডের ছায়ায় বসে গল্প করছে লিউক আর বিগস্। শেডের অন্যপ্রান্তে পাওয়ার রুম। ধাতব খুটখাট আওয়াজ আসছে ওদিক থেকে। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে হয়তো কোনো রোবট।

'তারপর কি হলো?' জিজ্ঞেস করল বিগস্।

'আর কি,' বলল লিউক। 'ইঞ্জিন বন্ধ করে স্কাইহপারের লেজের কাছে চলে এলাম। উফ্, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি! আরেকটু হলেই আগুন ধরে যেত। আংকেল ওয়েন তো পরে শুনে দারুণ বকাবকি। অনেকবারের মত আরেকবার সাবধান করেছে, ওই আকাশযান নিয়ে যেন আর না বেরোই। তুই থাকলে কি মজাই না হতো, বিগস্!'

'তা হতো। কিন্তু অত ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়, লিউক। জানি, এই এলাকার সেরা পাইলট তুই। কিন্তু স্কাইহপারকে অবহেলা করা মোটেও ঠিক না। অত ভয়ংকর বেগে ছুটতে ছুটতে গিরিপথে ঢুকেছিস। বাই চান্স যদি কোনো পাহাড়ের গায়ে ছোঁয়া লেগে যেত! এমনিতেই তো ওভারস্পীড দিয়ে ইঞ্জিন গরম করে ফেলেছিলি বলছিস...'

'আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস তুই, বিগস্? কয়েকটা অটোমেটিক শিপে কাজ করেই নিজেকে সবজান্তা ভাবছিস নাকি?'

'না, না, ভুল বুঝিস না, দোস্ত। আসলে হুঁশিয়ার করছি তোকে।'

'তুই ছাড়া আর কোনো বন্ধু নেই আমার, বিগস্,' প্রসঙ্গ পাল্টাল লিউক।

'জানি,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল বিগস্।

'বড্ড একলা লাগে এখানে। একেবারে ভাল লাগে না কোনোকিছু। আর কাজও একটা করছি বটে, পাহাড়গুলোর মতই রুক্ষ!'

চুপ করে আছে বিগস্। কি যেন ভাবছে। মনস্থির করে নিয়ে বলেই ফেলে, 'অনেকক্ষণ থেকেই একটা কথা তোকে বলব ভাবছি, লিউক। আমি জানি তুই ফাঁস করবি না।' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল সে।

'কি কথা? বল্, বলে ফেল্। আমাকে তো তুই চিনিসই। বলে ফেল্।

'দেশের পরিস্থিতির কথা। একেবারেই উচ্ছন্নে গেছে গ্রহানুপুঞ্জটা। সম্রাটের বাহিনীতে আছি বটে, কিন্তু গোপনে বিপ্লবীদের খুঁজছি। ওদের সঙ্গেই হাত মেলাব। দেশের স্বার্থে।'

অবাক হলো লিউক। কৌতুহলীও হয়ে উঠল। বন্ধুর দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল। যে হাসিখুশি যুবকটি নিজের ভাবনাও ভাবেনি কোনোদিন, তার মুখে আজ এতবড় কথা! এই প্রেরণা কে জোগাল তাকে?

'বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিবি তুই! ইয়ার্কি মারছিস?'

'আস্তে কথা বল,' উৎকণ্ঠিত ভাবে চারদিকে চোখ বোলাল বিগস্।

'সরি! কিন্তু দারুণ অবাক করেছিস আমাকে!'

'আমার এক বন্ধু আছে অ্যাকাডেমিতে। তার আবার আরেক বন্ধু থাকে বেস্টিন গ্রহে। ওর সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ আছে।'

'পাগল হোসনি তো? বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনোদিনই যোগাযোগ করতে পারবি না, অন্তত তুই। সাবধান, সম্রাটের স্পাইও হতে পারে তোর ওই বন্ধু। ফাঁদে পা দিয়ে আবার সর্বনাশ ঘটাসনে। বিপ্লবীদের খুঁজে পাওয়া যদি অতই সহজ হতো, সম্রাটের সেনাবাহিনী পাচ্ছে না কেন?

'তোর কথা ফেলা যায় না। কিন্তু আমার মন বলছে, ঠিক লাইনই ধরেছি।'

'পারলে ভাল। সম্রাটকে আমিও দুচোখে দেখতে পারি না। তার লোকেরা যা-ই প্রচার করুক, আমি জানি, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিপ্লবের আগুন। এই সাম্রাজ্য কত মহৎ ছিল একদিন। এখানকার অতীত গণতন্ত্রের কথা সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।'

'হাত মেলা, দোস্ত,' একটা হাত বাড়িয়ে দেয় বিগস্।

'অথচ এই হতচ্ছাড়া জায়গায় পড়ে থেকে কিচ্ছু করার নেই আমার,' জোরে মাটিতে লাথি মারল লিউক।

'অ্যাকাডেমিতে ঢুকলি না কেন? তোর দরখাস্তও তো মঞ্জুর হয়েছিল। আমার চেয়ে অনেক ভাল পাইলট তুই...'

'আমি পাইলট হলে অ্যাংকরহেডের বালি সরাতো কে?' ক্ষোভের সঙ্গে বলল লিউক। 'ওই শয়তান স্যান্ডপিপলের দল। ওদের উৎপাত থেকে চাচাকে বাঁচানোর তাগিদেই আবার দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়েছি। তুই তো জানিস না, ওরা ইদানীং শহরের ভেতরেও উৎপাত শুরু করেছে।'

'কিন্তু ওয়েন চাচা একটা ব্লাস্টার নিয়ে আর কতদিন মোকাবেলা করবেন এক কলোনী পিশাচের সঙ্গে?'

'করতেই হবে। ওদের ঠেকিয়ে রাখতে একটা ব্লাস্টার গান যথেষ্ট নয়, কিন্তু উপায় কি? খামারের জন্য অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছে চাচা। যন্ত্রপাতিগুলো ফেলে এখন কোথায় যাবেন, কি করবেন? না, বিগস্‌,' হতাশ ভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লিউক। 'চাচাকে ফেলে কোথাও যেতে পারছি না আমি আপাতত।'

'তোর জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার, লিউক। তা ছাড়া অকারণে খাটছেন ওয়েন চাচা। অন্যান্য অনেক কিছুর মত কলকারখানার খামারও ন্যাশনালাইজ করে নিচ্ছে সম্রাট। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে খামার তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তিনি, শীঘ্রি সব কেড়ে নেবে সরকার। আর অল্প কদিন পরেই তোদের খামারে তোদেরই গোলামি করতে হবে।'

'মনে হয় না। এই পাথুরে গ্রহ নিয়ে মাথা ঘামাবে না সম্রাট। অনেক বড় বড় কাজ বাকি আছে তার।'

'কিন্তু তার মত নিচুস্তরের চূড়ান্ত লোভী একটা মানুষ সবকিছুই করতে পারে। আমার মনে হয়, সময় থাকতে ওয়েন চাচার সবকিছু বেচে দেয়াই উচিত।'

দমকা বাতাস বইল। বালির ঘূর্ণি উঠল। স্টেশনের ঘরগুলোর দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেল বালির ঝড়, শোঁ শোঁ করে বয়ে গেল বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে।

'তোর সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছে করছে আমার, বিগস্‌,' ফিসফিস করে বলল লিউক।

'তাহলে চলে আয়। অ্যাকাডেমিতে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেব।'

'এখানে ক'দিন থাকবি?'

'কাল সকালেই চলে যাব।'

'আবার কবে আসবি?'

'হয়তো আর আসব না। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না তোর সঙ্গে।'

'হবে। কথা দিচ্ছি, গিরিখাতের মাঝ দিয়ে বেপরোয়া হপার চালাব না আর...' হাসছে লিউক।

'সে কথা নয়, দোস্ত,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল বিগস্‌, 'দেশের জন্যে কাজে নামতে যাচ্ছি। কখন মরে যাই, ঠিক আছে?'

'তুই যা। আমিও শীঘ্রি আসছি। অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতেই হবে আমাকে। কিন্তু সম্রাটের অ্যাকাডেমিতে নয় কিছুতেই। এখানেই খুঁজে বার করব বিপ্লবীদের,' উঠে দাঁড়াল লিউক। 'চলি তাহলে, দোস্ত?' একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

হাতটা ধরল বিগস্‌। 'গুড লাক!'

গুড লাক!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্পীডারের দিকে চলতে লাগল লিউক।

মরুগ্রহ ট্যাটুইন। আশ্চর্য গ্রহ। এর আশ্চর্য, রুক্ষ মরুভূমিতে রাতের বেলা কুয়াশা নামে। রাতের বেলা একটানা কুয়াশা ভিজিয়ে দেয় মরুপাহাড় আর বালির প্রান্তরকে।

বরফের দেশে ক্যাকটাস যেমন বেমানান, ধু-ধু মরুর দেশে তেমনি বেমানান কুয়াশা।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, ট্যাটুইনের বালির নিচে স্যান্ডস্টোনে পানি জমা হয়ে আছে। মাটি ঠাণ্ডা হলে বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বালি ভেদ করে বাষ্পের আকারে উঠে আসে ওপরের খোলা বাতাসে। মরু-রাতের বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডায় বাষ্প কুয়াশায় পরিণত হয়। আজব কাণ্ড!

দিনের ভয়ংকর রোদকে পরোয়া না করে একটানা হেঁটে এসেছে ডি-টু। রাত গভীর হয়েছে। আজব কুয়াশা নামছে। কিন্তু চলার বিরাম নেই তার। গুটিগুটি এগিয়েই চলেছে। সাবধানে পাহাড় টিলাটক্কর বেয়ে উঠছে নামছে।

একটা চৌকোণা বিশাল পাথরের ওপর উঠে এল ডি-টু। অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে এল নিস্তব্ধতার মাঝে। এক মুহূর্তের জন্যে থামল রোবট। কি ধরনের শব্দ ব্রেনকে জানাল কম্পিউটার। পাথরের সঙ্গে ধাতব কিছুর ঘষা খাওয়ার আওয়াজ। সতর্ক করে দিল ডি-টুকে ইলেকট্রনিক ব্রেন।

কয়েক সেকেন্ড স্থির দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করল ডি-টু। পায়ের ঠোকা লেগে একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ল নিচে। তারপরই আরেকটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। এই দ্বিতীয় পাথরটা ডি-টুর গায়ে লেগে পড়েনি। আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ডি-টু। ইলেকট্রনিক চোখ দিয়ে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল আশেপাশে। দ্রুত একটা বিশাল পাথরের আড়ালে সরে গেল একটা ছায়ামূর্তি। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ডি-টু। আধ মিনিট অপেক্ষার পরে দেখা গেল জিনিসটা। দুটো ছোট ছোট আলোকবিন্দু।

কিসের আলো বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকার ভেদ করে তীব্র আলো জ্বলে উঠল। তীব্র আলোকরশ্মি। রে গান থেকে ছোঁড়া হয়েছে। আরটু ডি-টুর ধাতব শরীরে আঘাত হানল রশ্মি। ভেতরের ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। শিথিল হয়ে এল তিন পা। ভারসাম্য হারাল। ধাতব শব্দ করে পাথরের বুকে গড়িয়ে পড়ল ছোট্ট রোবট। একসঙ্গে কতগুলো আলো জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল সাদা আলো।

বড় বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেশ কিছু মানবাকৃতি জীব। ভয়ংকর গতিবেগ। ইঁদুরের মত ক্ষিপ্রচঞ্চল। ডি-টুর চেয়ে উচ্চতা সামান্য বেশি। প্যারালাইসিসরে-র আঘাতে ধরাশায়ী রোবটটাকে ভাল করে দেখল ওরা। ওদের চলন-বলন, চাউনি দেখেই বোঝা যায়, সাংঘাতিক ভীতু জীবগুলো। কিসের ভয়ে যেন সারাক্ষণই আতংকিত হয়ে আছে। সারা গায়ে ওদের ধুলোর পুরু আবরণ। মাথা আর মুখ ঢাকা অদ্ভুত মুখোশে। যেখানে চোখ থাকার কথা সেখান থেকেই চক চক করছে বিচ্ছিরি হলদে লাল আলো। এই আলোকবিন্দুই দেখেছে ডি-টু। জীবগুলোর নাম জাওয়া।

ব্যাঙের মত ঘড়ঘড়ে গলায় অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে জাওয়ারা। মানুষের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে কথার।

উঁকিঝুঁকি মেরে একে একে আরও জাওয়া বেরিয়ে আসছে পাথরের আড়াল আবডাল থেকে। জমা হচ্ছে এসে এক জায়গায়। যেন এক রসালো খাদ্য এসে হাজির হয়েছে বুভুক্ষুদের হাতের কাছে। কয়েকজনে এগিয়ে এসে রোবটটাকে ধরে তুলল, তারপর বয়ে নিয়ে গেল একটা গুহায়।

বিশাল এক প্রাগৈতিহাসিক গুহা। প্রাগৈতিহাসিক এক দানব হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে গুহার মাঝখানে। না, না, জানোয়ার নয়, যদিও আকৃতিতে প্রথম দর্শনে তাই মনে হয়। ওটা এক ধরনের যান। স্যান্ডক্রলার। জাওয়াদের তৈরি বাহন। যানটার বাইরের ধাতব চামড়া বালিতে ক্ষয়ে গেছে। ছাল উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। গুহার একদিকের দেয়াল কেটে তাক বানানো হয়েছে। ওগুলোতে রাখা হয়েছে ছোট আকৃতির কিছু বালি যান।

স্যান্ডক্রলারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কথা বলছে কয়েকজন জাওয়া। শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না ডি-টু। এই ভাষা তার কম্পিউটারের কাছে অচেনা।

কথা বলতে বলতেই একজন তাকাল ডি-টুর দিকে। এগিয়ে এল। কোমরে ঝোলানো ছোট ধাতব বাক্স থেকে একটা চাকতি বের করে আটকে দিল ডি-টুর গায়ে। জাওয়াটা সরে দাঁড়াতেই গর্জন উঠল স্যান্ডক্রলারের ভেতর থেকে। একপাশ থেকে একটা বিশাল টিউবের মত বেরিয়ে এল। মুখটা এসে থামল ডি-টুর দেহের কয়েক ইঞ্চি দূরে। হুশ্‌শ্‌ করে জোর শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের প্রবল আকর্ষণে টিউবের ভেতরে ঢুকে গেল ডি-টু। আসলে ওটা এক ধরনের সাকশান টিউব।

ডি-টু স্যান্ডক্রলারের ভেতর ঢুকে যেতেই একে একে যানের ভেতর ঢুকল জাওয়ারা। ছুটোছুটি করে চালের বস্তায় ইঁদুর ঢুকল যেন।

স্যান্ডক্রলারের ভেতরের একটা কেবিনে নিয়ে গেল ডি-টুকে সাকশান টিউব। ভাঙা যন্ত্র, লোহার টুকরো, নানা সাইজের রোবট রাখার গুদাম এটা। দুয়েকটা রোবট নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ডি-টু কেবিনে ঢুকতেই একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আরে ডি-টু, তুমি!'

সি-থ্রিপিও। উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে মানুষের মত বেঁটে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল সে। ডি-টু বুঝতে পারল, ভেতরের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই উদ্ধার পেয়েছে সি-থ্রিপিও। দেখল ডি-টু, বন্ধুর গায়েও তার গায়ের মতই একটা চাকতি আটকে দিয়েছে জাওয়ারা।

কেবিনের বাইরে বিশাল ইঞ্জিনের গুম গুম শোনা গেল। শব্দ হলো বিশাল গিয়ারের। কিন্তু মসৃণ নয়। বুঝল ডি-টু, সি-থ্রিপিও-ও...ঠিকমত তেল দেয়া হয় না ইঞ্জিনে।

ট্যাটুইন-রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে প্রচণ্ড গর্জাচ্ছে স্যান্ডক্রলার। ধীরে ধীরে গড়াতে শুরু করল বিশাল যানটা।

চার

বিশাল টেবিল ঘিরে বসেছে আলোচনাসভা। সম্রাটের আটজন সিনেটরের চেহারা বার্নিশ করা কাঠের টেবিলটার মতই চকচকে, তেমনি কঠিন তাদের স্বভাব। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েসী অফিসার জেনারেল ট্যাগ। বুদ্ধিমান, বিশেষ করে কুটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ লোক সম্রাটের বাহিনীতে কমই আছে। আর এইজন্যেই এত অল্প বয়সে জেনারেল হতে পেরেছে সে। কোনরকম নীচ কাজ করতে বাধে না তার। সৈনিকেরা যমের মত ভয় করে। পরনে পরিষ্কার, নিখুঁত পোশাক, কিন্তু কেন যেন মনে হয় ওকে ছুঁলে হাতে ময়লা লাগবে।

'বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে এবার,' গম্ভীর গলায় বলল ট্যাগ, 'ডার্ক লর্ডকে সি ইন সি করে দিয়েছেন সম্রাট। এবং ওর জন্যেই সর্বনাশ হবে আমাদের। ব্যাটল-স্টেশন পুরোদমে কাজ শুরু না করলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে যে কোনো সময়। দলে ভারি হচ্ছে বিদ্রোহীরা। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করে ফেলেছে। মহাকাশযানগুলো ওদের প্রথম শ্রেণীর, পাইলটেরা নিপুণ, দক্ষ। ওদের প্রেরণা-সাংঘাতিক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আদর্শ। কতটা বিপজ্জনক ওরা, অনুমান করতে পারছো?'

'জেনারেল ট্যাগ,' কথা বলল একজন বয়স্ক অফিসার। সারামুখে বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ক্ষতচিহ্ন। কয়েকটা ক্ষত এত গভীর, প্লাস্টিক সার্জারিতেও ঢাকা পড়েনি। নাম রোনোডি। 'বিদ্রোহীরা তোমার মহাকাশবাহিনীর জন্যে ক্ষতিকর, মানছি, কিন্তু ব্যাটল-স্টেশনের জন্যে নয়। আমার মনে হয় ডার্ক লর্ড ঠিকই করছেন। সম্রাট জেনেশুনেই তাঁকে জায়গামত বসিয়েছেন। তাড়া খাওয়া শেয়াল কোনোদিন জোট বেঁধে বাঘের রাজত্ব আক্রমণ করতে পারে না।'

'এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল কম, জেনারেল রোনোডি,' খনকনে গলায় বলল ট্যাগ, 'ব্যাটল স্টেশনটা বানানো একেবারেই অযৌক্তিক। আসলে ডার্থ ভেডারের সাহায্যে নিজের ক্ষমতা আর নাম বাড়ানোর জন্যে এ কাজ করিয়েছেন গভর্নর টারকিন।

ওদিকে সময় সুযোগ দুইই পাচ্ছে বিপ্লবীরা, শক্তি বাড়াচ্ছে...।'

আচমকা দরজা খুলে যাওয়ায় থেমে গেল ট্যাগ। ভেতরে ঢুকল দু'জন লোক। একজন রোগাটে, চৌকোণা মুখ। চুলগুলো ঝাঁটার মত। মুখটা দেখলেই ভয়ংকর পিরানহা মাছের কথা মনে পড়ে যায়। পুরো নাম গ্র্যানড মফ টারকিন, সম্রাটের অধীন সমস্ত গ্রহগুলোর গভর্নর। তার পাশে দাঁড়ানো ডার্ক লর্ডের বিশাল দেহের তুলনায় টারকিনকে নিতান্তই ক্ষুদে দেখাচ্ছে।

এতক্ষণ মুখে খই ফুটলেও টারকিনকে দেখে একেবারে চুপ মেরে গেল জেনারেল ট্যাগ। ধীরেসুস্থে হেঁটে এসে কনফারেন্স টেবিলের একদিকের প্রান্তে বসল টারকিন। সরাসরি ট্যাগের চোখের দিকে তাকাল। এক সেকেন্ড। তারপরই চোখ ফিরিয়ে নিল।

টারকিন তাকে অবহেলা করছে, সইতে পারছে না ট্যাগ। কিন্তু বলতেও পারছে না কিছু। গর্ভনরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্য ডার্থ ভেডার। ওই দানবটাকে ভয় পায় না, এমন মানুষ গ্রহানুপুঞ্জে বিরল।

টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলোর মুখের দিকে একবার করে তাকাল টারকিন। ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির রেখা। ক্ষুরের মত ধারালো।

'হ্যাঁ, যে জন্যে এই মিটিং ডেকেছি,' কথা বলল টারকিন। 'সিনেট। সিনেট ভেঙে দিয়েছেন সম্রাট। বিপথে চলে যাওয়া এই সিনেটের কোনো দরকার নেই আমাদের। গণতন্ত্র নামের ভুয়া গালভরা কথায় পেট ভরবে না কারো।'

সদস্য এবং অন্যান্যরা অবাক, ডার্ক লর্ড ছাড়া। সংবাদটা তার জানা।

'অসম্ভব!' বলল জেনারেল ট্যাগ। 'সিনেট ছাড়া কিসের মাধ্যমে আমলাদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখবেন সম্রাট?'

'সিনেটের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা পদ্ধতি বিলোপ করা হয়নি,' গম্ভীর গলা টারকিনের। 'জরুরী সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সিনেটের ক্ষমতার সাময়িক অবসান ঘটানো হলো মাত্র। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকরা নিজ নিজ সীমানায় এককভাবে শাসন করবে, এবং এজন্যে কারো কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না। গ্রহগুলো তাঁর নিজের আওতাধীন থাকলেই সম্রাট খুশি।'

'বিদ্রোহীদের কি হবে? ওদের দমনের কি পরিকল্পনা?'

'ওদের বাধা দেয়ার জন্যেই এই ব্যাটল-স্টেশন তৈরি হয়েছে।'

'কিন্তু এটা ধ্বংস করে দেয়া তো ওদের পক্ষে সহজ। সেক্ষেত্রে?'

'অত সহজ জিনিস নয় এই স্টেশনটা। ঠিক কোন্ জায়গায় আঘাত হানলে ধ্বংস হবে এটা, আগে জানতে হবে বিপ্লবীদের। তার মানে স্টেশনের হৃৎপিণ্ডের খবর জানতে হবে। বাছাই করা লোক দিয়ে প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছে ওখানে।'

'ওদের লোক ব্যাটল-স্টেশনে নেই, কি করে নিশ্চিত হলেন?'

'খামোখা বাজে বকছেন, জেনারেল...' চটে উঠল ডার্থ ভেডার। হাত তুলে বাধা দিয়ে ওকে থামাল টারকিন। একমাত্র সেই ডার্ক লর্ডকে আদেশ দেবার ক্ষমতা রাখে।

'যদি বিশ্বাসঘাতক কেউ থাকে,' ট্যাগকে বলল টারকিন, 'এবং খবরও পাচার করে সঙ্গীদের কাছে, তো ক্ষতি নেই। কারণ আগে স্টেশনে ঢুকতে হবে ওদের। এবং সেটা ওদের জন্যে আত্মহত্যার সামিল। স্টেশনের খোলসে পা দিলেই মরতে হবে। মহাবিশ্বের মহাশক্তিশালী স্টেশন এটা। কজন দুস্কৃতকারী ছুঁচো এর ত্রিসীমানায় আসারও সাহস পাবে না।'

'তার চেয়েও অনেক শক্তিশালী শক্তি আছে আমাদের হাতে,' বলল ভেডার। 'মানুষের অন্তর্লীন শক্তি, যাকে 'ফোর্স' বলি আমি।'

'ফোর্স!' ট্যাগের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

তীব্র চোখে ট্যাগের দিকে তাকাল ভেডার। জালের মুখোশের আড়ালে তার চোখ দুটো দেখতে পেল না জেনারেল।

হাতের ইঙ্গিতে দরজায় দাঁড়ানো একজন সৈনিককে ডাকল টারকিন। লোকটা কাছে এসে দাঁড়ালে আস্তে করে কি বলল। চলে গেল লোকটা।

ম্যাজিশিয়ানো কায়দায় আমাকে অন্তত ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করো না, ভেডার। তোমার ম্যাজিক দিয়ে তো আজও বিপ্লবীদের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে পারলে না। অত বড়াই কেন? ভাবলেই হাসি পায়...' হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ট্যাগ। বিস্ফারিত হয়ে গেল দুই চোখ। নীল হয়ে উঠেছে গলা। দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরল সে। হাঁসফাঁস করছে।

'মানুষের অন্তর্লীন শক্তি, যাকে "ফোর্স" বলি আমি, একে অবজ্ঞা করবে কেউ, পছন্দ করি না একেবারে, কবিতার মত করে বলল ভেডার। হাসি হাসি কণ্ঠ।

বেরিয়ে যাওয়া সৈনিকটা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে ধাতুর ট্রে। তাতে মদের পাত্র। এগিয়ে এসে একটা পাত্র গভর্নরের হাতে তুলে দিল লোকটা।

ধাতব গেলাসে এক চুমুক দিল টারকিন। ভেডারের দিকে চেয়ে বলল, 'হয়েছে। ওকে ছেড়ে দাও।'

গলায় হাত ডলছে ট্যাগ।

গেলাসে আরেক চুমুক দিল টারকিন। তারপর বলল, 'বললাম তো হয়েছে! ছাড়, ছেড়ে দাও ওকে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি একদম পছন্দ করি না আমি।'

গলা থেকে হাত সরিয়ে নিল ট্যাগ। অবসন্নের মত চেয়ারে হেলান দিল। আতংকিত চোখে তাকিয়ে আছে ভেডারের দিকে।

'হ্যাঁ, তোমাকে বলছি, জেনারেল ট্যাগ,' বলল টারকিন, 'বিপ্লবীদের মূল ঘাঁটি খুঁজে বের করার দায়িত্ব তোমার। জানতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে ভেডারকে জানাবে। বেয়াড়া কাউকে দমন করতে ওর জুড়ি নেই।' ভেডারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি শুনছ নিশ্চয় আমার কথা?'

'প্রতিটি শব্দ। তা গোলামি যখন করছি, সম্রাট মহোদয়ের ইচ্ছে তো পূরণ করতেই হবে।' ভেডারের কণ্ঠে কেমন যেন বিদ্রূপ।

টেবিল ঘিরে বসে থাকা সবারই খারাপ লাগল ভেডারের বলার ধরনটা। কিন্তু খানিক আগে ট্যাগের যে পরিণতি দেখেছে, তাতে মুখ খুলতে সাহস করল না কেউ।

আধো আলো আঁধারী। বাতাসে পোড়া মবিল আর কাঁচা ডিজেলের গন্ধ। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ধাতুর টুকরো। অসহ্য এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করছে রোবট সি-থ্রিপিও।

গতি বাড়ছে স্যান্ডক্রলারের। এবড়োখেবড়ো পথে চলছে নিশ্চয়। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। সেই সঙ্গে চাপা গুম গুম আওয়াজ। অবিরাম চেঁচাচ্ছে কয়েকটা রোবট। ওদের বিচ্ছিরি চিৎকার শুনতে চায় না সি-থ্রিপিও। শ্রবণ-যন্ত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে যতটা সম্ভব সরে বসেছে সে। ধাতুর টুকরো কিংবা অন্য রোবটের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার আদৌ ইচ্ছে নেই তার।

কিন্তু ধাক্কা খাওয়া থেকে বাঁচতে পারল না সি-থ্রিপিও। আচমকা প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনিতে স্যান্ডক্রলারের মেঝেতে ছিটকে পড়ল সে। রোবট আর্তনাদ করে উঠে বলল, 'এই হতচ্ছাড়া কাণ্ডের কি আর শেষ হবে না!'

কেউ কোনো জবাব দিল না। নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত সবাই।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েই আরেক জোর ধাক্কায় আবার ছিটকে পড়ল সি-থ্রিপিও। বিড় বিড় করে কয়েকটা রোবট গাল দিল। বুঝতে পারছে, এভাবে বার বার ছিটকে পড়লে শিগগিরই ভেঙে যাবে সে। তাই আর ওঠার চেষ্টা করল না। এই সময়ই থেমে গেল স্যান্ডক্রলার।

বিচিত্র শব্দে কিছু ইলেকট্রনিক আওয়াজ তুলল কয়েকটা নিচুশ্রেণীর রোবট। নিজের অবস্থান আর পরিণতি সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছে।

কারা তাকে বন্দি করেছে, কয়েকটা স্থানীয় রোবটের কাছে জেনে নিল সি-থ্রিপিও। মানুষ আকৃতির ওই জীবগুলোর নাম, জাওয়া। দামী ধাতু আর উদ্ধারযোগ্য মেশিন ইত্যাদির খোঁজে ট্যাটুইনের বিশাল মরু অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় ওরা, স্যান্ডক্রলার নিয়ে। দেখতে ওরা ঠিক কেমন, জানে না কোনো রোবটই। সারাক্ষণই বিশেষ আবরণে নিজেদের দেহ আবৃত করে রাখে জাওয়ারা, মুখে মুখোশ পরে। বাইরে থেকে অনেকটা মানুষের মত দেখতে, এটাই শুধু জানে রোবটেরা। তবে সবারই ধারণা, ভীষণ কুৎসিত হবে ওই প্রাণীগুলো। কারণ, আচার-আচরণ ওদের নিতান্তই অসহ্য।

শুনলো সি-থ্রিপিও। তারপর এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ডি-টুকে ঠেলা দিল। একবারেই সাড়া দিল বেঁটে রোবট। সামনের দিকের আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠল তার। 'বীপ-বীপ!'

'ওঠো, উঠে পড়ো বেঁটে মিয়া,' মানুষের স্বর নকল করে বলল সি-থ্রিপিও। 'কোথায় এসেছি আমরা, দেখ। সর্বনাশ হতে চলেছে আমাদের, আমার যা ধারণা। হয়তো, জাওয়া ব্যাটারা আমাদের গলিয়েই ফেলবে! পরিস্থিতিটা অসহ্য! ওঠো, উঠে পড়ো।'

এই সময় ঝন ঝন শব্দে স্যান্ডক্রলারের একদিকের প্যানেল সরে গেল। তীব্র আলো আছড়ে পড়ল কেবিনের ভেতরে। ট্যাটুইনের ভোরে সূর্যরা উঠে পড়েছে। তীব্র হলুদ আলো ছড়ানোর পালা শুরু হয়েছে তাদের।

ইলেকট্রনিক চোখ ঝলসে গেল সি-থ্রিপিওর। ক্ষতি হতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

খোলা প্যানেল দিয়ে কেবিনে এসে ঢুকল কয়েকজন জাওয়া। তাদের ধাতুর আবরণের ওপর ন্যাকড়া জড়ানো। হাতে এক ধরনের অদ্ভুত যন্ত্র।

যন্ত্র দিয়ে একে একে রোবটগুলোকে বিশেষ কায়দায় খোঁচা মারতে লাগল জাওয়ারা। কয়েকটা যন্ত্রমানব একেবারেই বিকল হয়ে গেছে। খোঁচাখুঁচিতে বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। নিশ্চল ধাতব দেহগুলোকে এক কোণে ঠেলে দিচ্ছে বেঁটে প্রাণীগুলো। যে রোবটগুলো এখনো কার্যক্রম কিংবা সামান্য সেরে নিলেই কাজ করতে পারবে, বেছে বেছে ওগুলোকে এক সারিতে দাঁড় করানো হলো। ডি-টু আর সি-থ্রিপিও অবশ্যই থাকল এই সারিতে।

তীব্র আলো থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে আগের মতই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে সি-থ্রিপিও। পালাবার কথা মনে আসছে না তার। তার চিন্তা, কি করে জাওয়াদের ফাঁকি দেয়া যায়। যদি জেনে যায় বেঁটে প্রাণীগুলো, সি-থ্রিপিও অতি উন্নতমানের রোবট, তো সঙ্গে সঙ্গে তার মগজের বিশেষ বিশেষ অংশ গলিয়ে দেয়া হবে। কারণ, রোবট নিয়ে কাজ করছে যখন জাওয়ারা, তারা নিশ্চয় জানে বেশি বুদ্ধিমান রোবটকে বশ মানানো কঠিন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের স্রষ্টা ছাড়া আর কাউকে মানে না এই রোবটেরা।

সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচিয়ে কোনোমতে জাওয়াদের দিকে তাকাল সি-থ্রিপিও। ওদের হাবভাব বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখোশের আবরণে ঢাকা মুখ, কিছুই ঠাহর করতে পারল না সে। বাইরে, ছোট ছোট কিছু বাষ্পীয়করণ যন্ত্র দেখতে পেল সি-থ্রিপিও। যন্ত্রগুলোর ওপাশে বিশাল এক যন্ত্রদানব আকাশের দিকে যেন হাঁ করে আছে। ছোট বড় যন্ত্রগুলো আসলে কি, কিছুই বুঝতে পারল না সে।

কথা শুনলো এই সময় সি-থ্রিপিও। কে যেন কথা বলছে। মানুষ! খুশি হয়ে উঠল সি-থ্রিপিওর মন। মানুষ আছে যখন, তাকে গলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুবই কম। গলানো ধাতুর চেয়ে বুদ্ধিমান রোবটের দাম মানুষের কাছে অনেক বেশি, জানা আছে তার।

নীরব ইলেকট্রনিক ভাষায় রোবটদের সঙ্গে কথা বলল সি-থ্রিপিও। সবাইকে উদ্দেশ্য

করে বলল, 'খারাপ কিছু হবে না। মানুষেরা রোবটদের পছন্দ করে। ওরা যদি আমাদের দেখতে পায়, জাওয়া ব্যাটাদের কবল থেকে অবশ্যই বাঁচাবো।'

উত্তরে ডি-টু বলল, 'চারপ!' *(যা খুশি কর্‌কগে!)*

অন্য কোনো রোবট কথা বলল না।

আজব যন্ত্র হাতে ছুটোছুটি করছে এখন জাওয়ারা। জ্যান্ত রোবটগুলোর ক্ষত আর জখম মেরামতের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কয়েকজন। একটা রোবটের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, সেটা জোড়া লাগানোর চেষ্টা চলছে। কেউ কেউ রোবটের ধাতব চামড়ার টোল সমান করার কাজে ব্যস্ত।

সি-থ্রিপিওর দিকে এগিয়ে এল দুটো জাওয়া। মুখোশের ওপর ঘিনঘিনে পোকামাকড়ে বোঝাই। ভ্রূক্ষেপও নেই জাওয়াদের। ওই কীটগুলো যেন নিজেদের শরীরের অংশ বিশেষ। জাওয়াদের দিকে মনোযোগ থাকায় বাইরে একটা ঢিবি পেরিয়ে আসা লোক দু'জনকে দেখতে পেল না সি-থ্রিপিও। পাশে থেকে ডি-টুর নীরব ইলেকট্রনিক ইঙ্গিতে ফিরে তাকাল সে।

দু'জন মানুষের একজন গম্ভীর ভারিক্কি চেহারার। দীর্ঘদিন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত। মাথায় জট পাকানো ধূসর চুল, পৃথিবীর আধুনিক জিপসীদের মত। ধুলি-ধূসরিত পোশাক হাত-মুখ-জুতো। বলিষ্ঠ শরীরে শক্তি আছে। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায়, মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে।

চাচার কুস্তিগীরের মত প্রকাণ্ড শরীরের পেছনে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে লিউক। তার চেহারাও হাসি-খুশি নয়। তবে তাকে দেখে ক্লান্ত মনে হয় না, বরং বিষণ্নতাই প্রকট হয়ে উঠেছে চলনে বলনে চেহারায়। এমনিতেই খুব বেশি ভাবে লিউক, এখনো ভাবছে। ভাবছে তার বন্ধু বিগসের কথা। ভাবছে, এই মুহূর্তে নীলাভ মহাকাশযানে চড়ে হলুদ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে বিগস্। বিপদ আর ভয়ের রাজত্ব বেয়ে চলেছে কোনো অজানার দিকে। এই মরুভূমিতে পড়ে থাকলে নিজের ভবিষ্যৎ কি হবে, ভাবছে লিউক।

স্যান্ডক্রলারের কাছ থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়াল চাচা-ভাতিজা। হাত তুলে দু'জন জাওয়াকে ডাকল ওয়েন চাচা। ওরা এগিয়ে এলে অদ্ভুত ভাষায় কথা শুরু করল চাচা–জাওয়াদের ভাষা। পাশে দাঁড়িয়ে উদাস ভঙ্গিতে শুনছে লিউক।

কথা বলে জাওয়াদের সঙ্গে এগিয়ে গেল ওয়েন চাচা। সারি থেকে মোট পাঁচটা রোবট বাছলো। ওগুলো পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে লিউকের সঙ্গে আলোচনা চালাল। সব কথাই রোবট সম্পর্কিত। কিন্তু ওর কথায় মন দিতে পারল না লিউক।

কোন রোবটটা ভাল, পাকা ব্যবসায়ীর মত বোঝাচ্ছে ওয়েন চাচাকে জাওয়াদের দলপতি। কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করছে না ওয়েন চাচা। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোকে চেনে সে। মাথা নেড়ে বলল, 'ওসব ফালতু বকর বকর বাদ দিয়ে আসল কথা বল্ তো এবার...'

মেয়েকণ্ঠের ডাক শোনা গেল, 'লিউক, ও লিউক!'

ফিরে তাকাল লিউক। ঢিবি পেরিয়ে হেঁটে আসছে তার চাচীমা। মোটাসোটা মহিলা। চাচীমাকে দেখলে কেন যেন চড়ুই পাখির কথা মনে পড়ে যায় লিউকের।

'কি বলছ?' ডেকে জিজ্ঞেস করল লিউক।

'তোর চাচাকে বল, ভাষাবিদ রোবট কিনলে যেন দেখে নেয় রোবটটা বোক্কি ভাষা জানে কিনা।'

'বাছাবাছির সময় নেই। তবে, ঠিক আছে, চাচাকে মনে করিয়ে দেব।'

'মনে করাকরি নয়, এখুনি বলগে। আমার তাড়া আছে। বাগানে পানি দিতে হবে নইলে আমিই বাছতাম।' যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত আবার চলে গেল মহিলা।

ছোট্ট একটা রোবটকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে ওয়েন চাচা। কৃষিকাজে সাহায্য করতে পারবে তাকে এই রোবট। আকারে অনেকটা আরটু ডি-টুর মতই, কিন্তু অতিরিক্ত কয়েকটা হাত আছে। ইলেকট্রনিক ক্ষমতা অবশ্য ডি-টুর চেয়ে তার কম।

মিনিটখানেক রোবটটাকে পরীক্ষা করে রায় দিল ওয়েন চাচা, 'ঠিক আছে।' রোবটের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'এই, বেরিয়ে এসো। এসো আমার সঙ্গে।'

টলোমলো পা ফেলে সারি থেকে বেরিয়ে এল রোবটটা। সরে তাকে ওয়েন চাচার কাছে যাবার জায়গা করে দিল জাওয়া দলপতি।

রোবটটাকে নিয়ে সারির এক প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল ওয়েন চাচা। লম্বা, মানুষ-সমান সি-থ্রিপিওর দিকে চোখ পড়েছে।

সি-থ্রিপিওর সামনে এসে দাঁড়াল ওয়েন চাচা। রোবটের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জিজ্ঞেস করল, 'কাজ করতে পারবে? কাস্টমস আর প্রোটোকল সম্পর্কে জানো কিছু?'

অহংকারী মানুষের মত ধাতব চোয়াল নড়ালো সি-থ্রিপিও। কি যে বলেন, স্যার! ওটাই তো আমার প্রাথমিক কাজ।'

'অথচ প্রোটোকল জানা রোবটের দরকার নেই আমার।'

অবাক হলো সি-থ্রিপিও। মুখে বলল, 'আপনাকে দোষ দেয়া যায় না, স্যার। এই এখানে, মরুভুমিতে প্রোটোকল রোবট কিইবা কাজে আসবে। কিন্তু আমি অন্যান্য কাজও জানি, স্যার। মোটামুটি সর্বকর্মবিশারদ বলতে পারেন আমাকে।'

'ভেপরাইজার চালানোর জন্যে একটা রোবট দরকার আমার। তাছাড়া যদি সে ভাষাবিদ হয় তো কথাই নেই।'

'আমাকে পুরোপুরি ভাষাবিদ বলতে পারবেন না, তবে বেশ কিছু ভাষা জানি আমি। আপনাদের ভেপরাইজার মেশিনটা ঠিক কেমন জানি না, তবে এই ধরনের অন্যান্য যন্ত্র চালানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

এগিয়ে এসে চাচার কানের কাছে ফিস ফিস করে কি বলল লিউক। মাথা নাড়ল ওয়েন চাচা। সি-থ্রিপিওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বোক্কি ভাষা জানো?'

'ওটা তো আমার সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ...'

'শাট্ আপ্!' ধমকে উঠল ওয়েন চাচা। 'বড় বেশি কথা বলো তুমি! কথা কম বলতে পারো না?'

ওয়েন চাচার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জাওয়া দলপতি। তার দিকে তাকিয়ে বলল চাচা, 'এটাকেও নিলাম আমি। লিউকের দিকে ফিরে বলল, 'রোবট দুটোকে গ্যারেজে নিয়ে রাখগে।'

'কিন্তু স্টেশনে যেতে হবে যে আমাকে,' আমতা আমতা করে বলল লিউক। 'পাওয়ার কনভার্টারটা আনার কথা ছিল...'

'কথা তুমিও বড় বেশি বলো!' গম্ভীর হয়ে গেল ওয়েন চাচা। 'আর মিছে কথা তো আছেই। তুমি স্টেশনে কিজন্যে যেতে চাইছো, বুঝি না মনে করেছ? আসলে তোমার ওই বাজে অলস বন্ধুগুলোর সঙ্গে আড্ডা না মারলে খাবার হজম হয় না তোমার। যাও, অযথা সময় নষ্ট না করে যা বলছি করো। ওগুলোকে পরিষ্কার করো, জোড়ায় তেল দাওগে। সন্ধ্যার আগেই কাজ শেষ করতে হবে কিন্তু।'

চাচার সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ হবে না, জানে লিউক। হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করে পেছনে ফিরল। তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে কৃষিকাজে অভ্যস্ত রোবটটা। সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো, রোবট,' বলেই রোবটের সারির দিকে তাকাল লিউক। অবাক হলো।

সারি থেকে বেরিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল বেঁটে আরেকটা রোবট। তার নাম ডি-টু, জানার কথা নয় লিউকের। সবে এক কদম এগিয়েছে ডি-টু তাড়াতাড়ি তার কাছাকাছি দাঁড়ানো জাওয়াটা ছুটে এল রোবটের ধাতব প্লেটে আটকানো ধাতব চাকতিটার সঙ্গে সংযুক্ত কন্ট্রোল সিসটেম চালু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে গেল ডি-টু।

কৌতূহল হলো লিউকের। কি যেন বলতে যাচ্ছিল সি-থ্রিপিও। কিন্তু আবার কি ভেবে থেমে গেল।

ডি-টুকে দেখছে লিউক। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখার কথাও ভাবল একবার। কিন্তু বেঁটে রোবটটার চেহারা আর ধুলিধুসরিত শরীরের দিকে তাকিয়ে চিন্তাটা নাচকই করে দিল। কৃষিকাজ বিশারদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলো।'

ধমকটা বোধ হয় সইতে পারল না কৃষিকাজ বিশারদ। প্রেশার লাগল তার ইলেকট্রনিক ব্রেনে। পিং করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে ছিটকে পড়ল যন্ত্রমানবের ধাতব খুলি। মাথার ভেতরের অসংখ্য তার ইত্যাদি ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। ঝুলতে লাগল রোবটের ঘাড়ে, কাঁধে।

চেঁচিয়ে উঠল লিউক, 'বাবা, এটার সারভোমোটর সেন্ট্রাল মেকানিজম খারাপ। জোরে কথাই সইতে পারে না...'

ঝুঁকে তার আর ছোট ছোট যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করতে লাগল লিউক। চাট্ চাট্ করে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ছুটল। তাড়াতাড়ি রোবটের কাছ থেকে সরে এল সে। জ্বলে উঠল ইনস্যুলেশন আর সারকিটের ধারক। মরুর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল পোড়া গন্ধ। যন্ত্রমানবের যান্ত্রিক মৃত্যুর গন্ধ।

নার্ভাস হয়ে গেছে জাওয়ারা। কটমট করে ওদের দিকে তাকাল ওয়েন চাচা। 'আমাকে ফাঁকি দেয়া হচ্ছিল, না? যত্তোসব ভাঙাচোরা জিনিস নিয়ে এসেছ আমার কাছে বিক্রি করতে?'

দুর্বোধ্য ভাষায় সঙ্গীদের কি আদেশ দিল জাওয়া দলপতি। আস্তে আস্তে পিছু হটে গিয়ে দাঁড়াল স্যান্ডক্রলারের কাছে।

সতর্ক হয়ে গেল জাওয়ারা। স্থির দাঁড়িয়ে গেল যার যার জায়গায়।'

সমানে গালাগাল করে চলেছে ওয়েন চাচা। মাঝে মধ্যে জবাব দিয়ে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে জাওয়া দলপতি। দুটো রোবটের দাম চুকিয়ে দিয়েছে ওয়েন চাচা। পুড়ে যাওয়া রোবটটার মূল্য ফিরিয়ে দিতে বলছে। কিন্তু উল্টোপাল্টা কথা বলছে দলপতি। উত্তেজনা বাড়ছে।

উত্তেজনার মাঝে পায়ে পায়ে ডি-টুর কাছে এগিয়ে গেল সি-থ্রিপিও। ফিসফিস করে কি বলল বন্ধুকে। নীরব ভাষায় জবাব দিল ডি-টু। পায়ে পায়ে লিউকের কাছে ফিরে এল আবার সি-থ্রিপিও। মনিবের কাঁধে আস্তে করে টোকা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

লিউক তার দিকে ফিরতেই আস্তে করে বলল সি-থ্রিপিও, ঝগড়াঝাঁটির দরকার কি? ওই বেঁটে রোবটটাকে নিয়ে নিন।'

আবার ডি-টুর দিকে তাকাল লিউক। দ্বিধা করছে।

'দ্বিধার কিছু নেই'. বলল সি-থ্রিপিও। 'নিয়ে নিন ওটাকে। আরটু ইউনিট। কতটা ভাল অবস্থায় আছে ওটা, জানোয়ার গুলো জানে না। সারা গায়ে ওর ধুলো দেখে আসল জিনিস চিনতে ভুল করবেন না।'

মনস্থির করে নিল লিউক। ওয়েনের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'চাচা!'

'কি?'

'খামোকা ঝামেলা করে লাভ নেই। ওই আরটু ইউনিটটা দিয়ে দিতে বলো ওদের। অকেজো রোবটটার দাম ফিরিয়ে নেবার দরকার নেই।'

পেশাদারী চোখে ডি-টুর দিকে তাকাল ওয়েন। তারপর একবার লিউক, পরে সি-থ্রিপিওর দিকে তাকাল। ঘাড় কাত করে ইঙ্গিত করল সি-থ্রিপিও।

'ঠিক আছে, ঝগড়ার দরকার নেই, দলপতিকে বলল ওয়েন চাচা। 'ওই রোবটটা নিয়ে নিচ্ছি আমরা।' জাওয়ারা ভীতু, মানুষকে ভয় করে ঠিকই। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের ভয়ের কিছু নেই। বিপদ দেখলেই চটপট স্যান্ডক্রলারের উঠে চম্পট দেবে। যাবার আগে হয়তো বিশাল যানের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে ভেপরাইজার আর ফার্মহাউসটা। সবই তলিয়ে ভাবছে ওয়েন চাচা।

জাওয়া দলপতিও ভাবছে, মানুষের সঙ্গে ঝামেলা করে লাভ নেই। বিপদ বাড়বে ছাড়া কমবে না তাতে। কিন্তু তবু আরও কিছুক্ষণ তর্ক করল সে, তর্কের খাতিরেই। তারপর হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে যান ওটা। কিন্তু ঠকালেন আমাকে মনে রাখবেন।'

ডি-টুর বুক থেকে চাকতিটা খুলে নিল একজন জাওয়া। নড়বড় করতে করতে লিউকের কাছে এসে দাঁড়াল বেঁটে রোবট।

স্যান্ডক্রলার নিয়ে চলে গেল জাওয়ারা। রোবট দুটোকে নিয়ে ফিরল লিউক। গ্যারেজের দিকে রওনা দিল।

লিউকের পাশাপাশি হাঁটছে দুই যন্ত্রমানব। নীরব ভাষায় বলল সি-থ্রিপিও, 'তোমার জন্যে যা করলাম আজ, ভুলে যেও না যেন। তোমার জন্যে অত ঝুঁকি নিই আমি, আর তুমি না কিনা শুধু শুধু আমার ঝামেলাই বাড়াও...'

একটা প্যাসেজ পেরিয়ে এল তিনজনে। বালি নেই প্যাসেজে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্যান্ডক্লিনারের সাহায্যে ধুলি সাফ করে ফেলে একটা বিশেষ রোবট। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্যেই তাকে কিনেছে ওয়েন চাচা।

প্যাসেজ পেরিয়ে গ্যারেজের এসে ঢুকল লিউক। তার সঙ্গে সঙ্গে দুটো সদ্যকেনা রোবট।

নরম আলো গ্যারেজে। সি-থ্রিপিওর ইলেকট্রনিক চোখ আরাম পেল। দ্বৈত সূর্যের তীব্র আলোয় ঝলসে যাচ্ছিল তার চোখ এতক্ষণ। গ্যারেজের মেঝেতে যন্ত্রপাতি আর বিভিন্ন পার্টস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। একদিকে দেয়াল ঘেঁষে বসানো বিশাল এক ড্রাম। তাতে তরল পদার্থ। সি-থ্রিপিওর পরিচিত এক ধরনের গন্ধ আসছে ওই তরল পদার্থ থেকে। বার বার কুঁচকে যাচ্ছে তার ঘ্রাণযন্ত্র।

রোবটের প্রতিক্রিয়া দেখে হাসছে লিউক। তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি দেখলে যেমন করে, লুব্রিক্যান্ট অয়েলের গামলা দেখে একই অবস্থা হয়েছে সি-থ্রিপিওর।

রোবটের দিকে তাকিয়ে বলল লিউক, 'বুঝতেই পারছো, ওতে লুব্রিক্যান্ট রয়েছে। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, অন্তত এক হপ্তা ওই ড্রামে তোমার ডুবে থাকা উচিত। কিন্তু তাতে তো আমাদের পোষাবে না। জরুরী কাজ আছে। আজকের দিনটা অবশ্য সময় দেয়া গেল তোমাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আরামসে গোসল করে নাও ওতে,' বলে ডি-টুর দিকে মন দিল লিউক।

একটা ঝাড়ন নিয়ে আলতো করে ডি-টুর গায়ের ধুলো ঝাড়লো লিউক। তারপর যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে একটা স্ক্রুড্রাইভার বের করে আনলো। ডি-টুর পিঠের কাছে একটা

প্যানেল খুলল। উঁকি মেরে দেখল ভেতরটা। হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট চৌকোণা বাক্স বের করে আনলো। কয়েকটা তারের সংযোগ বাক্সের ওখানে ওখানে। সাবধানে, তারগুলো যেন ছিঁড়ে না যায় এমনিভাবে পরীক্ষা করে দেখল বাক্সে রাখা ব্যাটারী। বলল, 'এখনো কি করে চলছ তুমি, আশ্চর্য! ব্যাটারী তো একেবারে ফুরিয়ে গেছে। আরও আগেই রি চার্জ করা দরকার ছিল।'

বড় একটা পাওয়ার ইউনিটের কাছে ডি-টুকে নিয়ে গেল লিউক। ব্যাটারীর সঙ্গে চার্জারের কানেকশন করল। বেঁটে রোবটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিরল সি-থ্রিপিওর দিকে। তেলভরা প্রকাণ্ড ড্রামে আস্তে আস্তে ডুব দিচ্ছে সি-থ্রিপিও।

দুই রোবটকে উদ্দেশ্য করে বলল লিউক, 'তোমরা থাক এখানে। আবার ঝামেলা বাধিও না যেন। আমি যাচ্ছি, মেলা কাজ আছে ওদিকে।' ঘুরে দাঁড়াল সে। অন্যান্য অনেকবারের মত আরেকবার চোখ পড়ল হ্যাংগারে রাখা স্কাইহপারের দিকে। ছোট্ট আকাশযান।

বিগসের কথা মনে পড়ে গেল আবার লিউকের। আহা ও এখন নিশ্চয় দুস্তর মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে স্কাইহপারের ভাঙা ডানাটায় হাত বোলাতে লাগল লিউক। সরু গিরিবর্তের ভেতর উড়তে গিয়ে আঘাত পেয়েছে যানটা। আসলে সত্যি কথাটা কাউকে বলতে পারেনি সে, এমন কি বন্ধু বিগস্‌কেও না। লজ্জায়। গিরিবর্তে ঢুকে সেদিন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলছিল লিউক। গিরিবর্তের একদিকের চূড়োকে শত্রুপক্ষের কাল্পনিক যুদ্ধযান কল্পনা করে আক্রমণ করেছে। আর ছেলেমানুষি করতে গিয়েই এই বিপত্তি।

স্কাইহপারের ডানায় হাত বোলাতে বোলাতে আচমকা রেগে গেল লিউক। হাতের স্ক্রু ড্রাইভারটা ছুঁড়ে মারল একদিকে। চেচিয়ে উঠল, 'অসহ্য! ঠিকই বলেছে বিগস্‌। কোনোদিন এই গ্রহ ছেড়ে যেতে পারব না আমি। বিগস্‌ আমার চেয়ে খারাপ পাইলট হয়েও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। আর আমি হতভাগা কিনা এখানে পচে মরছি। শালার জেলখানা আর কাকে বলে!'

'আমি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে পারি, স্যার! দাঁড়িয়ে বলল সি-থ্রিপিও। ফিরল লিউক। গ্যারেজের নরম আলোয় রোবটের গায়ের ব্রোঞ্চ চকচক করছে। সাফ হয়ে গেছে ধুলোবালি।

'কি সাহায্য করবে তুমি?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল লিউক।

'আপনি মহাকাশে উড়তে চাইছেন তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। আমাকে টেলিপোর্ট করে অন্য গ্রহে পাঠিয়ে দিতে পারবে?'

'না, স্যার, অত ক্ষমতা আমার নেই। ট্রানসঅ্যাটমিক ফিজিকসের গূঢ় তত্ত্ব জানা নেই আমার।'

'তাহলে কি সাহায্য করবে? জানো এখন কোথায় আছ?' মহাবিশ্বের দূরতম, প্রান্তের এক মরুগ্রহে।'

'অনুমান করেছি, লিউক, স্যার।'

'স্যার বলার দরকার নেই। শুধু লিউক হলেই চলবে। তা গ্রহটার নাম জানো না নিশ্চয়? আরে নাম, ট্যাটুইন।'

'ধন্যবাদ, লিউক। আমার নাম সি সি-থ্রিপিও। মানুষ আর রোবটের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালমতই জানা আছে আমার। ওই যে, ওই বেঁটেটো, আমার বন্ধু। আরটু ডি-টু।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' খুশি খুশি গলায় বলল লিউক।

ইলেকট্রনিক ইঙ্গিত করল এই সময় ডি-টু। এগিয়ে গেল লিউক। বোঝার চেষ্টা করল, বেঁটে রোবটটা কি বলছে। বাক্সটা দেখালো ডি-টু। পরীক্ষা করে বুঝল লিউক কুইক চার্জারে দ্রুত চার্জ হয়ে গেছে ব্যাটারী। কানেকশন খুলে দিল সে। একটা ক্লিপ দিয়ে বাক্সটা ডি-টুর দেহে এক জায়গায় সাময়িকভাবে আটকে নিয়ে ভেতরের তার পরিষ্কারে মন দিল।

ক্রোমিয়ামের একটা শলা দিয়ে পরিষ্কার করছে আর সি-থ্রিপিওর সঙ্গে কথা বলছে লিউক। 'ভেতরের কারবনে এমন সব স্কোর, আমার অপরিচিত। মনে হয়, অস্বাভাবিক কিছু দেখেছো তোমরা?'

'হ্যাঁ লিউক,' বলল সি-থ্রিপিও। 'আমরা যে এখনো টিকে আছি, এটাই আশ্চর্য! বিপ্লব...'

'বিপ্লব? বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলছ না তো?' হাত থেমে গেল লিউকের।

'তাই বলছি। বিপ্লবী জাহাজে ছিলাম বলেই এখানে আসতে হয়েছে আমাদের। আসলে শরণার্থী আমরা।'

'শরণার্থী!' আপনমনেই বলল লিউক, 'তার মানে সত্যিই দুটো জাহাজের মধ্যে যুদ্ধ হতে দেখেছি গতকাল!' সি-থ্রিপিওর দিকে ফিরে অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেলল, কটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছ তোমরা? কোন্ পর্যায়ে আছে বিপ্লব? বিপ্লবের গুরুত্ব সম্রাটের কাছে কেমন? কোন মহাকাশযান ধ্বংস হতে দেখেছ তোমরা?'

'ভুলে যাচ্ছ লিউক, আমরা খুব বেশি উচ্চমানের রোবট নই। তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিমান আমরা। যুদ্ধে নির্দোষ দর্শক। বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ আমরা বেশ কয়েকটা দেখেছি। যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলে পরিষ্কার করে কিছু বলা কঠিন। বহুভাষাবিদ ইনটারপ্রিন্ট হলেও গল্প বলা, বা ঘটনার বিশদ বিবরণ দেয়া, কিংবা ঘটনার ওপর রঙ চড়িয়ে বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। অনুবাদক হিসেবে আমি শুধু আক্ষরিক অনুবাদই করতে পারি।'

আশাহত হলো লিউক। আবার ডি-টুর ভেতর পরিষ্কারের মন দিল। ঘসাঘসি করে ময়লা সাফ করে আরও ভেতরে নজর দিতেই অদ্ভুত একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। ছোট একটা ধাতব কিছু দুটো কনভুইটের মাঝখানে শক্ত হয়ে আটকে আছে। দু'একবার খোঁচাখুঁচি করেই বুঝল লিউক ওটা খুলতে অন্য যন্ত্রের দরকার। উঠে গিয়ে পছন্দমত যন্ত্রটা নিয়ে এসে আবার কাজে লাগল সে।

'বেশ শক্ত হয়ে এঁটেছে দেখছি!' কাজ করতে করতেই বলল লিউক। 'এই সি-থ্রিপিও, কোনো মালবাহী জাহাজে ছিলে নাকি তোমরা?'

সি-থ্রিপিও কোনো জবাব দেবার আগেই কট্ করে একটা শব্দ হলো। খুলে এল জিনিসটা। পরক্ষণেই একটা তীক্ষ্ণ শব্দে চমকে উঠল লিউক।

আরটু ডি-টুর বুকের কাছে কয়েক বর্গ ইঞ্চি জায়গার ধাতব চামড়া সরে গেছে। বেরিয়ে এসেছে বিশেষ জাতের টেলিভিশনের পর্দা। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

অবাক হয়ে টেলিভিশনের দিকে তাকাল লিউক। ছবি ফুটছে। অনিন্দ্য সুন্দরী এক যুবতীর ছবি। ছবিটা তেমন স্পষ্ট নয়। তাড়াহুড়োয় রেকর্ডিং করা হয়েছে। গ্যারেজের গদ্যময় পরিবেশে অপরিচিত রঙের খেলা। হাঁ করে যুবতীর ছবির দিকে তাকিয়ে আছে লিউক। শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন।

কথা বলল যুবতী। বুঝল লিউক, ছবি আর কথার টেপটা ডি-টুর শরীরের ভেতরেই কোথাও লুকানো আছে।

যুবতী বলল, 'ওবি ওয়ান কেনবি, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা এখন।'

আজব কথা তো! চোখ পিটপিট করে হলোগ্রাম দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল লিউক, 'ডি-টু, ঘটনাটা কি?'

সামান্য নড়লো ডি-টু। কেঁপে উঠল ছবি। 'বীপ-বীপ!'

কথা বলতে জানে না বেঁটে রোবট, ইলেকট্রনিক কোডে বোঝায়, বুঝল লিউক। কোডটা সে জানে না। তাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সি-থ্রিপিওর দিকে তাকাল।

'ও বলছে, তুমি কি বলছ, বুঝতে পারছে না,' জানাল সি-থ্রিপিও।

'বেশ। ওকে জিজ্ঞেস করো, মেয়েটা কে? এই হলোগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে কি করে? এবং কেন?'

লিউকের প্রশ্নগুলো ডি-টু করল সি-থ্রিপিও।

'বীপ-বীপ। টোঁ-ওঁ-শওঁ-ওঁ! শ্ স্ স্ !' এমনি সব বিচিত্র শব্দে প্রশ্নের উত্তর দিল ডি-টু।

সি-থ্রিপিও শুনলো, তারপর লিউককে বুঝিয়ে দিল, 'ও বলছে, এমন কিছু নয় এসব। আসলে তার ভেতরের যন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে না। টেপটায় পুরানো তথ্য। আগেই মোছা উচিত ছিল। কিন্তু মোছা হয়নি।'

'ওকে বলো, পুরানো আর নতুন নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। মেয়েটা কে?'

ডি-টু জানাল, 'আমি জানি না। খুব সম্ভব এবারকার মহাকাশ যাত্রার একজন প্যাসেঞ্জার ছিল। তবে অভিজাত এবং সম্মানিত কেউ। আমাদের ক্যাপ্টেন ওর...'

অসমাপ্ত রেকর্ডিং বলে মনে হলো লিউকের।

ডি-টুর দিকে হাত বাড়াল লিউক। দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল ডি-টু। অবাক কাণ্ড তো! তীব্র হুইসেলের মত আওয়াজ করে উঠল বেঁটে রোবটটা।

'এই, এসব কি হচ্ছে, ডি-টু?' ধমকে উঠল সি-থ্রিপিও। 'আমাদের উপকার করতে চায় লিউক। তাছাড়া এখন থেকে ও আমাদের প্রভু। উল্টোপাল্টা কাজ করে তার বিরাগভাজন হয়ো না।'

বেশ কিছু বিচিত্র শব্দ করল ডি-টু।

অনুবাদ করে বলল সি-থ্রিপিও, 'লিউক, ডি-টু বলছে, সে জনৈক ও বি ওয়ান কেনবির অধীন। রেকর্ডিঙের যে অংশ আমরা শুনছি, সেটা শুধু কেনবিকে শোনানোর জন্যে। আসলে ও কি বলছে না বলছে, আমিও বুঝতে পারছি না। ওর ব্রেনটাই মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে। তোমার আগে আমাদের মালিক ছিল মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন। তার আগে ডি-টুর অন্য কোনো মালিক ছিল, কই শুনিনি তো! যুক্তিবাহী সার্কিটগুলোই খারাপ হয়ে গেছে ওর!'

ভাবছে লিউক। আচমকা সি-থ্রিপিওর দিকে তাকিয়ে বলল, জিজ্ঞেস কর তো ওকে, ও বেন কেনবির কথা বলছে কিনা?'

'এই নামের কাউকে চেনো নাকি তুমি?'

'ওবি ওয়ান কেনবি নামে কাউকে চিনি না। তবে বুড়ো বেন কেনবি থাকে পশ্চিমের ড্যুন সাগরের তীরে কোথায় যেন। সবাই নাম শুনেছে তার। এই এলাকার চাষিরা বলে, বেন নাকি ম্যাজিক জানে। মাঝে মধ্যে কি সব জিনিস কেনাবেচা করতে আসে আমাদের এই অঞ্চলে। কিন্তু বেনের কোনো রোবট ছিল...নাহ্, আমিও শুনিনি। আর ওই কেনবিকে তো মোটেও পছন্দ করে না ওয়েন চাচা। আর, আর ওই মেয়েটা...নিশ্চয় নামজাদা কেউ। কথা শুনে মনে হচ্ছে, বিপদে পড়েছে। হয়তো কেনবিকে যে সংবাদটা জানাতে চাইছে তার গুরুত্ব অনেক। পুরোটা শোনা দরকার...'

আবার ডি-টুর দিকে হাত বাড়াল লিউক। যেন ভয় পেয়ে আবার পিছিয়ে গেল ডি-টু। তীব্র ইলেকট্রনিক শব্দ করছে।

'ও বলছে,' বলল সি-থ্রিপিও, 'একটা সেপারেটর বোল্ট এখন নিয়ন্ত্রণ করছে তাকে। তার স্বাধীন ইচ্ছেকে বাধা দিচ্ছে। ওটা সরিয়ে নিলেই সমস্ত রেকর্ডটা শোনাতে পারবে সে।'

প্রয়োজনীয় কয়েকটা যন্ত্র বেছে আনলো লিউক। জোর করে চেপে ধরল ডি-টুকে। তারপর বিশেষ সারকিটের নিয়ন্ত্রণকারী বোল্টটা সরাতে পারতে বলল, 'তোমার ভেতরে কি কথা রেকর্ড করা আছে, বুঝতে পারছি না। তাছাড়া বুড়ো বেনকে কেন দরকার, তা তো মাথায়ই ঢুকছে না!'

বোল্টটা খুলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটার ছবি। আলো আর জ্বলছে না টেলিভিশনের পর্দায়। প্যানেলটা সরে এসে আবার খাপে খাপে বসে গেল। ঢেকে দিল পর্দা।

'এবার পুরো রেকর্ডিং ওকে শোনাতে বলো, সি-থ্রিপিও,' বলল লিউক।

আদেশ পালন করল সি-থ্রিপিও।

'বীপ।'

'কি বলছ তুমি, ডি-টু!' রেগে গেল সি-থ্রিপিও, 'মালিকের আদেশ মানবে না তুমি?'

'বীপ।'

'বিশেষ সার্কিটে গোলমাল দেখা দিয়েছে তোমার! রেকর্ড করা কথা শোনাতে পারছো না!'

গ্যারেজের বাইরে করিডোর থেকে চাচী ডাকল এই সময়, 'লিউক, খেতে এসো।'

'আসছি।'

সি-থ্রিপিওর কাছে স্বর নামিয়ে বলল লিউক, 'ওর পেট থেকে কথা বার করতে পার কিনা দেখ। আমি আসছি। দেরি হবে না।'

লিউক চলে যেতেই বেঁটে সঙ্গীর দিকে ঘুরল সি-থ্রিপিও। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই বোকা বালতি, ডি-টু। খামোকাই বাঁচিয়েছি তোমাকে! এখনো বলছি, সময় থাকতে পুরো রেকর্ডিংটা শোনাবে লিউককে। নইলে তোমার কোমল যন্ত্রগুলোতে খোঁচা মারবে ও। রেগে গেলে নিশ্চয় সাবধানে খোঁচাবে না আর। ধ্বংস হয়ে যেতে পার তখন।'

'বীপ।'

'তোমার মাথা!' চেঁচিয়ে উঠল সি-থ্রিপিও, 'আমি বলছি, তোমার বারোটা বাজাবে এবার লিউক। আহারে, আমার বালতি! তাকে পছন্দ করতে বয়েই গেছে মানুষের!'

বীপ।

'চুপ, চোঙা কোথাকার! তোকে পছন্দ করতে ভারি বয়েই গেছে আমার!

পাঁচ

ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে নীল পানীয় গ্লাসে ঢালতে ঢালতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিসেস ওয়েন। খাবার সময় আজকাল চাচা ভাতিজার কথা কাটাকাটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। চাচী লিউকের চরিত্র জানে। ছেলেটা চঞ্চল, ফার্মের কাজে একেবারেই উৎসাহ নেই। এটাই বুঝতে চায় না ওয়েন। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই তার ভাতিজার প্রতি। দু'জনের মাঝে মিসেস দেয়ালের মত না দাঁড়ালে বহু আগেই যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটে যেত।

মিসেস ওয়েন ঘরে ঢুকতেই গলার স্বর কিছুটা কোমল হয়ে গেল চাচা-ভাতিজার। ডাইনিং টেবিলের দিকে একবার তাকাল চাচী। প্রতিটি প্লেটের তলায় কনডেনসার ইউনিট। খাবার গরম রাখছে।

'...ওই আরটু রোবটটাকে চুরি করে এনেছে জাওয়ারা,' বলছে লিউক, 'হলপ করে বলতে পারি।'

'কুড়িয়ে ছাড়া কবে কোন্ জিনিস এনেছে জাওয়ারা, শুনি?' বলল চাচা, 'সাংঘাতিক ভীতু ওরা, নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। চুরি করে ধরা পড়লে মার খাবে, এই ভয়ে চুরি কখনোই করতে পারে না ওরা। কিন্তু তোমার মাথায় এমন ধারণা ঢুকল কি করে?'

'আর টু বলেছে, ওবি-ওয়ান-কেনবি নামে কে একজনের সম্পত্তি সে।'

চমকে উঠল ওয়েন। দুধ খাচ্ছিল, গলায় ঠেকে গিয়ে বেদম কেশে উঠল।

ওয়েনকে সামলে নেবার সময় দিল লিউক। তারপর আবার বলল, 'আমার ধারণা বুড়ো বেন কেনবির কথা বলছে সে।'

ওয়েন ভাবছে। বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে। ফেলে আসা দিনের একটা নাম। অশান্তিই ডেকে আনে শুধু ওই নাম।

'বুড়ো বেনের কথাই বলেছে, না চাচা?' প্রশ্ন করল লিউক।

'ওই বুড়োটার নাম উচ্চারণ করবে না!' প্রায় ধমকে উঠল ওয়েন।

চাচার এই অহেতুক রাগের কারণ খুঁজে পেল না লিউক। অবাক চোখে তাকাল।

'ওয়েন...' বলতে গিয়েও বাধা পেয়ে থেমে গেল চাচীমা।

'এসব ব্যাপারে নাক গলিও না, বেরু,' বলল ওয়েন। 'কেনবির কথা আগেও তোমাকে বলেছি। ব্যাটা ম্যাজিশিয়ানের মাথায় গোলমাল আছে। একটা অশুভ ব্যক্তিত্ব। ও বেঁটে রোবটের সঙ্গে বুড়োর কোনো যোগাযোগ থাকুক, আমি চাই না। লিউক, কালই রোবটটাকে নিয়ে অ্যাংকরহেডে যাবে। ওর স্মৃতি মুছিয়ে আনবে। নগদ টাকা দিয়ে ওটাকে কিনেছি, এখন ও আমাদের সম্পত্তি।'

'কিন্তু ওবি ওয়ান যদি রোবটের খোঁজে আসে?' জানতে চায় লিউক।

'আসবে না। কারণ মারা গেছে ও। তোমার বাবার সঙ্গে একই ভাবে মৃত্যু ঘটেছে তার।'

'তার মানে সত্যিই ওই নামের ছিল কেউ! ওই লোক আমার বাবাকেও চিনতো!' চাচাকে নয়, নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল লিউক।

'ভুলে যাও ওসব কথা!' ধমকে উঠল ওয়েন। 'রোবট দুটো কি করে আগামীকালের মধ্যে রেডি করবে ভাবো। জানোই তো, ও দুটো কিনতে আমার জমা টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। ফসল বোনার সময় হয়েছে বলেই শুধু কিনলাম।'

'রোবট দুটোকে কাজ শিখিয়ে তৈরি করে নিতে পারলে আগামী বছর অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে পারব আমি,' আশান্বিত চোখে চাচার দিকে তাকাল ওয়েন।

'সেটা তখন দেখা যাবে...'

'এখন তো যথেষ্ট রোবট আছে আমাদের। সবকটাই ভাল জিনিস।'

'তা আছে। কিন্তু মানুষের কাজ রোবটকে দিয়ে হয় না। তাছাড়া টাকা কামাবার সুযোগ, সত্যি বলতে কি, এই প্রথম পেলাম আমরা। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। না, লিউক,' এদিক ওদিক মাথা দোলাল ওয়েন, 'এখন ফসল ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা তোমার মাথায় থাকা উচিত নয়।'

'তার মানে কোনদিনই অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে পারব না...'

'কেন পারবে না?' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ওয়েন। লিউককে চটিয়ে দিতে চায় না। 'আগে এদিকের কাজ শেষ হয়ে যাক, তারপর নিজে গিয়ে দিয়ে আসব আমি তোমাকে।'

গম্ভীর হয়ে রইল লিউক।

'কত আর সময় লাগবে?' বোঝায় ওয়েন। 'আর দুই বছরেই দাঁড়িয়ে যাবে এই ফার্ম। নিশ্চিন্তে যেতে পারবে তখন তুমি।'

'বিগস্ যখন অ্যাকাডেমিতে গেল, সেবারও ঠিক এই কথাই বলেছিলে তুমি...' চেয়ারটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল লিউক। দুপদাপ পা ফেলে দরজার দিকে চলল।

'কোথায় যাচ্ছিস, এই লিউক!' পেছন থেকে ডাকল চাচী, 'খাওয়া ফেলে যেতে নেই, বাবা, আয়!'

কিন্তু ফিরল না লিউক। কোনো কথাও বলল না। সবেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মুখ গোমড়া করে স্বামীর দিকে তাকাল চাচী। চামচে করে খাবার তুলে নিচ্ছে ওয়েন। চোখ খাবারের প্লেটে।

'চিরদিনই এখানে আটকে রাখবে ওকে?' চটে গেছে চাচী, 'পারবে বলে মনে হয়?'

'আমি তো অ্যাকাডেমিতে যেতে মানা করিনি ওকে। আর মাত্র দুটো বছর...'

'এই নিয়ে কতদু'বছর পার হলো?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, বেরু...'

'আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। একেকজন মানুষের একেকটা ধাত থাকে। চাষের কাজ করার জন্যে এই ছেলের জন্ম হয়নি। সাংঘাতিক শক্তিশালী কিছু একটা লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে। অনেকটা নিজের বাবার মত স্বভাব ওর।'

চিন্তিত ভাবে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল ওয়েন। ওপথেই বেরিয়েছে লিউক।

'আমার ভয়টা ওখানেই। আসলে ভাইয়ের মত নষ্ট হতে দিতে চাই না আমি ওকে।' ফিস ফিস করে বলল ওয়েন। যেন বাইরের কারো কানে যাবার ভয় করছে।

দ্বৈত সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখছে লিউক। আস্তে আস্তে একই সঙ্গে বালির পাহাড়ের ওপারে ডুবে গেল দুটো সূর্য। বালিতে চিকচিক করছে সোনালি, আগুন লাল আর কমলা রঙের মিশ্রণ। আর খানিক পরেই এই উজ্জ্বল রঙ ঢেকে দেবে রাতের অন্ধকার। এই ধু ধু বালির বুকেই ফসল ফলাতে হবে তাদের। উষর মরুতে আর কদিন পরেই জেগে উঠবে সবুজ ফসলের ক্ষেত, এই মুহূর্তে দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

ফসল ফলার ভাবনাটা কিন্তু কোনো উত্তেজনাই জাগাতে পারল না লিউকের মনে, যেমন তার চাচার মনে জাগায়। নিজের ভেতরে শুধু এক বিশাল নিস্পৃহ শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছে না লিউক। প্রচুর টাকা হাতে আসার কল্পনা বিন্দুমাত্র রোমাঞ্চিত করে না তাকে। টাকা দিয়ে কি করবে সে? অ্যাংকরহেডে? কিংবা অন্য কোনো গ্রহে? তার বয়েসী যুবকের জন্যে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই। কিন্তু তার বাবাও ছিল একটু অস্বাভাবিক, সে নিজেও হয়েছে তাই।

আঁধার নামছে। রাতের হিম নামছে বালির বুকে। উঠে পড়ল লিউক। ট্রাউজারের পেছন থেকে ধুলো ঝাড়লো। তারপর ফিরে চলল গ্যারেজে। রোবটদুটোকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারলে হয়তো অনেকখানি কেটে যেত বিষন্নতা।

গ্যারেজের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে চেয়েই স্থির হয়ে গেল লিউক। পরিষ্কার আলোয় ভাল করে দেখল ঘরের ভেতর। কিছু নেই। নেই রোবট দুটো।

দ্রুত এগিয়ে গেল লিউক। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্টে ঝোলানো কন্ট্রোল বক্সের সুইচ টিপে ডাকল রোবট দুটোকে।

প্রথমেই ডি-টুকে ডাকল লিউক। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। কয়েকবার ডেকেও জবাব না পেয়ে সি-থ্রিপিওকে ডাকল। একবার ডাকতেই স্কাইহপারের হ্যাঙ্গারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল লম্বা রোবটটা।

'ওখানে লুকিয়েছিলে কেন? ডি-টু কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লিউক।

'প্লীজ স্যার দোষ আমার না,' অনুনয় বিনয় করতে লাগল সি-থ্রিপিও। ভুলে গেছে লিউককে নাম ধরে ডাকার কথা। 'আমাকে অকেজো করে দেবেন না। ডি-টুকে বার বার নিষেধ করেছি আমি। কিন্তু আমার কথা শোনেনিও। ওর ব্রেন সার্কিট খারাপ হয়ে গেছে হয়তো। ও বলেছে, কোনো মহান উদ্দেশ্যে নাকি চলেছে। রোবটরা মানসিক অসুখে ভোগে, শুনিনি কখনো।'

'মানে?'

'ডি-টু পালিয়েছে, স্যার, এটাই আসল কথা,' ও আবোল-তাবোল বলছে ভেবে না আবার মগজ খুলে ফেলে, ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল সি-থ্রিপিও।

'হুঁম্ ম্!' এদিক ওদিক গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল লিউক। 'দোষ আমারই। বোল্টটা খোলা উচিত হয়নি। কায়দা করে আমার কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছিল ডি-টু।'

রোবট পালিয়েছে শুনলে চাচার মুখের অবস্থা কি হবে, অনুমান করতে পারছে লিউক। ওদের জমা টাকা সব খরচ করে রোবট দুটো কেনা হয়েছে। গ্যারেজ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল লিউক। খুঁজতে হবে। কিন্তু পালালো কেন ডি-টু?

লিউকের পেছন পেছন এল সি-থ্রিপিও। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। কিন্তু কিছুই দেখার উপায় নেই। অন্ধকার। ফিল্ড গ্লাস-কাম-দূরবীনটা চোখে ঠেকালো লিউক। ধূসর হয়ে এল অন্ধকার। আতিপাতি করে খুঁজছে সে। কিন্তু বৃথা।

'ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ ওই আরটু ইউনিট,' বলল সি-থ্রিপিও।

নিজেকে ঝেড়ে গাল দিল লিউক। বিড় বিড় করে বলল, 'গাধার মত ওর বোল্ট খুলতে গিয়েছিলাম। গাল দিয়ে ভূত ভাগাবে আমার চাচা।'

সি-থ্রিপিও ভাবছে, কোথায় যেতে পারে ডি-টু? জাওয়াদের চেহারা তার ইলেকট্রনিক মনের পর্দায় ভেসে উঠল। বলল, 'ওকে ধরে আনা যায় না, স্যার?'

ধূসর অন্ধকারে দেখতে দেখতে বলল লিউক, 'এই অন্ধকারে অসম্ভব! তাছাড়া ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কাজ। না না, জাওয়াদের ভয় পাই না আমি...কিন্তু স্যান্ডপিপল...নাহ্, অন্ধকারে না। সকালে চেষ্টা করতে হবে।'

এই সময় ডাক শোনা গেল ওয়েন চাচার, 'লিউক রোবটগুলোকে সাফ করেছিস? আলো নিভিয়ে দিচ্ছি কিন্তু।'

'দাও, চাচা। আমি আসছি একটু পর।'

ধূসর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে লিউক।

'বোকাটা সত্যিই বিপদে ফেলবে এবার আমাকে,' আবার বিড় বিড় করল সে।

'হ্যাঁ, স্যার, কাউকে ঝামেলায় ফেলতে বালতিটার জুড়ি নেই,' সায় দিল সি-থ্রিপিও।

ভোর। পরিত্যক্ত লাইফ বোটের জানালা দিয়ে মসৃণ সাদা ধাতব মুখোশে ঢাকা একটা মুখ উঁকি দিল। ক্লান্তস্বরে ফিসফিস করে বলল লোকটা–সম্রাটের বাহিনীর একজন সৈনিক, 'নাহ্, কিচ্ছু নেই! টেপের তো চিহ্নও নেই! এতে করে কোনো মানুষ নামার সংকেত দিচ্ছে না কম্পিউটার।'

অস্ত্র হাতে বালিতে দাঁড়িয়ে আছে কিছু সৈনিক। তাদের অফিসার বলল, 'তেমন ক্ষতি হয়নি বোটের। অটোমেটিক প্রক্রিয়ায় এভাবে নামা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সন্দেহ করছি, যান্ত্রিক গোলযোগে মহাকাশযান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বোটটা। তাহলে তো অতটা অক্ষত থাকার কথা নয়।'

আচমকা ঝুঁকে পায়ের কাছে পড়ে থাকা চকচকে একটা জিনিস তুলে নিলো একজন সৈনিক। চোখের সামনে তুলে দেখল, সম্ভবত রোবটের গায়ে আঁটা ছিল ওটা। নাম্বার প্লেট। রোবটের গায়ে লাগানোর জন্যেই তৈরি।'

ছোঁ মেরে সৈনিকের হাত থেকে চাকতিটা নিয়ে নিল অফিসার। দেখল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে সৈনিকেরা।

দিগন্তের পাহাড়টার দিকে তাকাল অফিসাররা। ভাবছে।

বৃষ্টির মত ছিটকে পড়ছে নুড়িপাথর। ধুলোর মেঘ উড়ছে। তীব্র গতিতে মরুভূমিতে ছুটছে ল্যান্ডস্পীডার। ড্রাইভ করছে সি-থ্রিপিও। তার পাশে বসেছে লিউক।

ছোট্ট টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখছে লিউক। হঠাৎই যেন লাফ দিয়ে পর্দায় ফুটল ছবিটা। বেঁটেখাটো!

'স্পীড বাড়াও, আরও,' সি-থ্রিপিওকে আদেশ দিল লিউক।

ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল। পেছনে ঘন হলো ধুলোর মেঘ।

দু'জনের কেউই জানল না, এইমাত্র পেরিয়ে আসা বালির ঢিবির আড়াল থেকে তাদের ওপর নজর রাখছে ভয়ংকর দুটো প্রাণী।

স্যান্ডপিপলদের ভাল করে আজ পর্যন্ত দেখেনি ট্যাটুইনের কোনো মানুষ। তাই ওরা প্রাণী না যন্ত্র, সঠিক ধারণা নেই কারও।

ট্যাটুইনের কেউ কেউ মনে করে, জাওয়াদের সঙ্গে স্যান্ডপিপলদের যথেষ্ট মিল আছে। দুটো জাতই দ্বৈত সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে বাঁচতে সর্বাঙ্গে বিশেষ কাপড় জড়ায়। স্যান্ডপিপলরা সারা শরীরে ব্যান্ডেজের মত করে কাপড় জড়িয়ে নেয়। এর ফলে অনেক বেশি বীভৎস আর ভয়ংকর মনে হয় তাদের।

জাওয়ারা ভীতু। কিন্তু স্যান্ডপিপলেরা দুর্দান্ত সাহসী। বিশালদেহী, শক্তিশালী, আক্রমণে অভ্যস্ত। ট্যাটুইনের মানুষদের ভাগ্য ভাল, ভয়ানক প্রাণীগুলো সংখ্যায় কম। তবু ওরা কায়দা পেলেই আক্রমণ করে বসে মানুষদের, নির্দ্বিধায় খুন করে। মানুষেরাও ওদের দেখলে কোনোরকম চিন্তা ভাবনার ধার না ধেরে সোজা রশ্মি হাঁকায়। মাঝে মধ্যে মানুষের বসতিতে এসেও হানা দেয় স্যান্ডপিপলেরা। অ্যাংকরহেড আর তার পাশেপাশেই ইদানীং আনাগোনা বেড়েছে তাদের।

ঢিবির পাশ দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল ল্যান্ডস্পীডারটা। ভেতরে মানুষ দেখেই দ্রুত রে গান তুলে তাক করল একজন স্যান্ডপিপল। কিন্তু আরেকজন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল গানের নল।

রাগতদৃষ্টিতে দ্বিতীয়জনের দিকে তাকাল প্রথম জন। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলল। সে ভাষায় স্বরবর্ণের বিশেষ অভাব, চটে উঠে বলল, 'সরালি কেন?'

'দেখিই না কি করে ব্যাটা! ওর ওপর নজর রাখলে হয়তো আরও শিকারের সন্ধান পাব।'

কথা কাটাকাটি থামিয়ে স্পীডারটার দিকে তাকিয়ে রইল দু'জন। পাহাড়ী খাঁড়ির কাছে চলে গেছে যানটা। আর দেরি করলে অনুসরণ করা যাবে না। উঠে পড়ল ওরা।

ওদের পেছনে চুপচাপ অপেক্ষা করছে বিদঘুটে চেহারার বিশাল দুটো প্রাণী। দেখতে অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মত। চকচকে উজ্জ্বল লাল দুই চোখ। লম্বা পুরু

লোমে ঢাকা শরীর। মাথায় চারটে করে মারাত্মক তীক্ষ্ণ শিং। ট্যাটুইনবাসীরা এদেরকে বলে ব্যানথা।

একজন স্যান্ডপিপল অদ্ভুত শব্দ করে ডাকল। বিশাল লম্বা গলা ঘুরিয়ে তাকাল একটা ব্যানথা। চেঁচিয়ে আবার কি বলল স্যান্ডপিপল। বিচ্ছিরি, রোমখাড়া করা একটা চিৎকার করে ফিরল ব্যানথাটা। এগিয়ে আসতে লাগল। অন্যটাও রওনা দিয়েছে তার পিছু পিছু।

অদ্ভুত দুই বাহনের পিঠে চেপে বসল আজব দুই সওয়ার। নির্দেশ দিল।

কুৎসিত থপ থপ, সড় সড় আওয়াজ তুলে ছুটল ব্যানথা দুটো।

তীক্ষ্ণ শিসের মত একটা শব্দ ভেসে এল মরুর আগুন হাওয়ায় ভর করে। চমকে থেমে গেল ব্যানথা দুটো। বিশাল শরীর নিয়ে দ্রুত ছুটন্ত জীবগুলোর এভাবে আচমকা ব্রেক কষে থেমে যাওয়ার ব্যাপারটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

উৎকর্ণ হয়ে বাতাসে কান পেতে আছে দুই স্যান্ডপিপল। শব্দটা পছন্দ হয়নি তাদের, হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট স্থির হয়ে রইল ব্যানথা এবং স্যান্ডপিপল। আর কোনো সন্দেহজনক শব্দ না শুনতে পেয়ে আবার বাহনকে চলার হুকুম দিল সওয়ারীরা।

যে করেই হোক, ল্যান্ডস্পীডারের মানুষটাকে ধরতে হবে।

পাহাড়ের ওপারে, পাহাড়ের পাদদেশে পাওয়া গেল ডি-টুকে। ধীরে ধীরে হাঁটছে।

হাতে রে রাইফেলটা বের করে নিয়েছিল লিউক। পাহাড়ের এদিকটা বিপজ্জনক। স্যান্ডপিপলদের আনাগোনা এদিকে বেশি, জানা আছে তার।

ডি-টুকে দেখে কোলের ওপর রাইফেলটা রাখলো লিউক। 'ওই যে, ডি-টু! ওর পাশে নিয়ে স্পীডার থামাও।'

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো সি-থ্রিপিও। থেমে গেল ডি-টু। জানালা দিয়ে গলা বার করে জিজ্ঞেস করল লম্বা রোবট 'এই, এই ডি-টু, পালিয়েছো কেন?'

'বীপ-বীপ।'

'আমি জানতে চাই, তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?' ধমকে উঠল সি-থ্রিপিও।

'বীপ, বীপ...'

'তোমার মাথা! মাস্টার লিউক এখন আমাদের প্রভু। ওবি ওয়ান কেনবির কথা শুনতে চাই না। কোথা থেকে জোগাড় করেছ এক নাটকীয় হলোগ্রাম! যত্তোসব! গুরুদায়িত্বপূর্ণ মিশন! হুঁহ্হ্! তোমার ভাগ্য ভাল, এখনো তোমাকে ব্লাস্টার মেরে উড়িয়ে দেয়নি লিউক।'

'ঠিক আছে, চুপ কর সি-থ্রিপিও,' সি-থ্রিপিওর মেজাজ দেখে অবাক হলো লিউক। 'ওকে পাওয়া গেছে যখন, বকাঝকা করে লাভ কি? চলো ফিরে যাই। চাচা কিছু জেনে যাবার আগেই ফিরতে হবে।'

'এই বালতিকে এমনি এমনি গ্যারেজে ফিরিয়ে নিতে গেলে আবার ঝামেলা বাধাবে। তারচে একে নিষ্ক্রিয় করে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। দাও নিষ্ক্রিয় করে,' ডি-টুকে ফিরে পেয়ে আবার আগের 'তুমি ব্যবহারে ' ফিরে এসেছে সি-থ্রিপিও।

'থাক, লাগবে না।'

থেমে ছিল, আচমকা তিন পায়ে লাফিয়ে উঠল ডি-টু। 'বীপ-বীপ! টোঁ-ও-ও-! ক্রাঁ-আ-আ-আ!'

'ব্যাপার কি!' ডি-টুর অদ্ভুত ব্যবহারে ঘাবড়ে গেছে লিউক।

'ডি-টু জানাচ্ছে,' অনুবাদ করে দিল সি-থ্রিপিও, 'দক্ষিন-পুব দিক থেকে কিছু অচেনা প্রাণী এগিয়ে আসছে।'

কোনো ফন্দি আঁটছে না তো ডি-টু, ভাবল লিউক। তাদের নজর অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে? নাকি...ওদের কথা মনে হতেই চমকে উঠল লিউক। কোলের ওপর রাখা রাইফেলটা দ্রুত তুলে নিল হাতে। তাকাল ডি-টুর নির্দেশিত দিকে। নেই কিছু।

রাইফেলটা আবার কোলের ওপর রেখে দূরবীনটা তুলে নিল। চোখে ঠেকাতেই লাফ দিয়ে কাছে এসে গেল দুটো। না, না, দুটো নয়, চারটে। দুটো আজব ডাইনোসর। আর বিচ্ছিরি বাহনের পিঠে দুই কিম্ভুত সওয়ারী। ওরা স্যান্ডপিপল না হয়ে যায় না! ডাইনোসর দুটোর নাম জানে লিউক। একটা হার্টবীট মিস করে ফেলল তার হৃৎপিন্ড।

এগিয়ে আসছে স্যান্ডপিপলেরা।

ইলেকট্রনিক চোখে সি-থ্রিপিওও দেখতে পেয়েছে ব্যানথা দুটোকে। 'আতংক' সংকেত দিল তার ভেতরের কম্পিউটার। ব্যাস, আতংকিত হয়ে পড়ল রোবটটা। স্পীডার চালানোর কথা ভুলে গেল। কি করবে না করবে বুঝে উঠতে পারল না। 'নেমে পড়' নির্দেশ দিল কম্পিউটার। লাফিয়ে নেমে এল সি-থ্রিপিও। ছুটল। উঁচুনিচু পাহাড় বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় তার, কিন্তু তবু ধাতব পায়ে ভর করে আলগা পাথরে বার বার পিছলে পড়তে পড়তে ছুটল সে।

লাফিয়ে স্পীডারের ড্রাইভিং সীটে চলে এল লিউক। পেছন ফিরে তাকাল। এখন খালি চোখেও দেখা যাচ্ছে ব্যানথা দুটোকে। সেদিকে চেয়েই অভ্যাসমত স্টার্টারে আঙুল ঠেকালো লিউক। চমকে পরক্ষণেই ফিরে তাকাল। গেছে! বোধ হয় স্পীডার স্টার্ট দিতে গিয়েছিল সি-থ্রিপিও। কিন্তু তার পর কম্পিউটারে অন্য নির্দেশ পেয়ে নেমে গেছে। তাড়াহুড়োয় বাটন ভেঙে ফেলেছে। ধাতব আঙুলে খোঁচা লেগেই অমন অবস্থা হয়েছে বাটনটার।

ওদিকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে ব্যানথা। নেমে পালানোর চেষ্টা বৃথা। কিন্তু তবু বসে থেকে মরার চেয়ে কিছু করা অন্তত ভাল। ওই ভয়ংকর ব্যানথার বিরুদ্ধে রে রাইফেল কোনো কাজে আসবে না।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল লিউক। ছুটল পাহাড়ের চূড়ার দিকে। কোথায় যেন শুনেছে সে, পাহাড়ে চড়তে অভ্যস্ত নয় ব্যানথারা। ওরা উটের মত সমতল বালির জীব।

হড়হড়ে বালি আর আলগা পাথরে পিছলে পড়তে পড়তে ছুটছে লিউক। তার পা ধাতব নয়। তাই সি-থ্রিপিওর চেয়ে গতি তার অনেক বেশি। কিন্তু কতক্ষণ কুলাতে পারবে?

আচমকা একটা বিচিত্র ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে ফিরে তাকাল লিউক। পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাড়িয়েছে ব্যানথা দুটো। লাফিয়ে নেমে এসেছে দুই সওয়ারী। বিচ্ছিরি। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ জড়ানো। স্যান্ডপিপলই।

ছুটল আবার লিউক। কুঠার হাতে গর্জন করে ছুটল স্যান্ডপিপলরাও পিছু পিছু। পা অবশ হয়ে আসছে লিউকের। কিন্তু তবু ছোটা বন্ধ করল না সে। আচমকা একটা বেশ বড় পাথরে হোঁচট খেল। পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। হাত থেকে ছুটে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল রাইফেল। আলগা পাথরে পিছলে গড়িয়ে দ্রুত নিচে নেমে চলল সেও। কিসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বন্ধ হলো গড়ানো।

কিসে ঠেকলো দেখেই মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজলো লিউক। একজন স্যান্ডপিপলের পায়ে এসে ঠেকেছে সে। আনন্দমেশানো ক্রুদ্ধ গর্জন করেই কুঠার তুলল স্যান্ডপিপল। কিন্তু

তার আগেই শুয়ে শুয়ে ভারি একটা পাথর তুলে নিয়েছে লিউক। মড়ার মত শুয়ে শুয়ে মরবে না সে। কিছু অন্তত একটা করে মরতে চায়।

কঠিন পাথরে এসে প্রচণ্ড ঘা খেল ধাতব ফলা। ছিটকে পড়ল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। দুটো ভাগ হয়ে গেল পাথরটা। এই ঘা খুলিতে লাগল মাখনের ভেতর ছুরি চালানোর মত দেবে যেত কুঠারের ফলা।

পাথরে কুঠারের ঘা লাগার সঙ্গে সঙ্গে লাথি চালিয়েছে লিউক। হাঁটুর তলায় ঘা খেয়ে ব্যালান্স হারাল স্যান্ডপিপল। কাত হয়ে গেল। আলগা পাথর সাহায্য করল লিউককে। পড়ে গেল পিপলটা।

এই সুযোগে উঠে পড়ল লিউক। দ্বিতীয় পিপলটা এগিয়ে আসছে। কয়েক পা পিছিয়ে এল লিউক। পাথরে পিছলে আবার পড়ে গেল। ধীর পায়ে তার ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে পিপল। দুপায়ের ফাঁকে লিউকের কোমর। কুঠার তুলছে। আর রক্ষা নেই। চোখ মুদল লিউক। ঠিক এই সময় আবার শোনা গেল সেই বিচিত্র শিসের শব্দ। এবার আরও তীক্ষ্ণ আরও কাছে থেকে।

কুঠারের ঘা পড়ছে না কেন এখনো! অবাক হয়ে চোখ খুলল লিউক। কুঠারটা মাথার ওপরে তুলে তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ব্যান্ডেজ বাঁধা দানবটা। কিন্তু দৃষ্টি অন্যখানে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গিরিবর্তের দিকে।

হুহু হাওয়া বইছে গিরিবর্তে। সেই বাতাসে ভর করে পশ্চিম থেকে ভেসে এল হঠাৎ এক অদ্ভুত গর্জন। রক্ত পানি হয়ে যায় সে ডাক শুনলে। গিরিবর্তের দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল সেই শব্দ।

বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করল না আর স্যান্ডপিপলটা। কুঠারটা নামিয়ে নিয়েই আবার দে ছুট। প্রথম পিপলটা ছুটছে তার আগে আগে। এ আবার কোন্ জানোয়ার?

আজ মরতেই হবে, ভাবল লিউক। স্যান্ডপিপলেরা যে দানবের গর্জন শুনেই প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে, সে যে সে জীব নয়, ধারণা করতে কষ্ট হলো না তার।

গর্জনটা শুনেই উসখুস করছিল ব্যানথা দুটো। আরোহীরা তাদের পিঠে সওয়ার হতেই ছুটল।

আবার শোনা গেল বিচিত্র গর্জন, আবার। ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে প্রাণীটা। উঠে বসেছে লিউক। তাকিয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আসলে। মৃত্যুর!

ছয়

পাহাড়ের একটা গুহার ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছিল ছোট রোবট আরটু ডি-টু। বেরোয়নি আর। বিচিত্র গর্জন তারও কানে গেছে। কিন্তু ভয় পেল না সে। বরং বিস্মিত হলো। এ কি সংকেত দিচ্ছে তাকে কম্পিউটার।

লিউকের মতই অপেক্ষা করছে ডি-টুও। অবশেষে দেখা গেল প্রাণীটাকে। পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু গর্জন শুনে যা মনে হয়েছিল তেমন বীভৎস কিছু তো নয় প্রাণীটা! কম্পিউটার ঠিক নির্দেশই দিয়েছে তাহলে! নাকি তার যুক্তিবাহী সার্কিটগুলোতে গোলমাল হয়েছে? ভুলভাল সংবাদ দিচ্ছে? পাহাড়ের পাদদেশে তো দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ? বৃদ্ধ মানুষ!

পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষই। পরনে ঢিলে আলখেল্লা। কোমরের বেল্টে ঝোলানো স্ট্র্যাপে বাঁধা কয়েকটা বিচিত্র যন্ত্রপাতি। না, ভয়ংকর কিছু তো

ও নয়। ওকে তাড়া করেও আসছে না কেউ। ওর চেহারা দেখে বরং খুশি খুশিই লাগছে। ওই লোক এমন গর্জন করে কি করে?

এগিয়ে আসছে লোকটা। আলখেল্লার ওপর এত বালি জমেছে, রঙ বোঝাই মুস্কিল। মুখের চামড়া কুঁচকানো। প্রচুর বয়সের বলিরেখা কপালে। লম্বা দাড়ি নেমে এসেছে একেবারে নাভির কাছে। চেহারায় মরুর দুঃসহ উত্তাপের চিহ্নই শুধু নয়, আঁকা আছে প্রচণ্ড শীত আর দারুণ বর্ষার অভিজ্ঞতা। ঈগলের ঠোঁটের মত নাক। কোঁচকানো ক্ষতচিহ্ন আঁকা দুই গালের মাঝখানে নাকটা যেন এক পাহাড়। পাহাড়ের দুই পাশে দুটো অতল জলের হ্রদ। চোখ। ধুলোবালি আর দাড়ির আড়ালে হাসছে মানুষটা। চিনলো একে ডি-টুর ভেতরের কম্পিউটার।

ধীরে ধীরে গুহা থেকে বেরিয়ে এল ডি-টু। ধাতব পায়ের ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ল একটা আলগা পাথর। শব্দ শুনে চোখ তুলে চাইলেন বৃদ্ধ। থামলেন। হাসলেন। ডাকলেন, 'এই যে ছোট বন্ধু। কে তুমি?'

বুড়োর স্বরে প্রচ্ছন্ন সরলতা। পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব। ওই লোক সাধারণ কেউ নয়।

'বীপ।' ধীরে ধীরে নামতে লাগল ডি-টু।

ওপরের দিকে চেয়ে এই সময় লিউককে দেখতে পেলেন বৃদ্ধ। হাসলেন আবার। ডাকলেন, 'তুমি ওখানে বসে আছো কেন, মাই সন? কাম হিয়ার।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লিউক। ধকলটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মাথা ঘুরছে। পড়েই গেল। গড়াতে গড়াতে এসে থামল একেবারে বৃদ্ধের পায়ের কাছে। উবু হয়ে বসলেন বৃদ্ধ।

আস্তে করে চোখ মেললো লিউক। হাসলেন বৃদ্ধ। অপূর্ব সুন্দর আর ছোঁয়াচে হাসি।

বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে হাসল লিউক। ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ভীষণ কাহিল লাগছে।

বাধা দিলেন বৃদ্ধ। 'তাড়াহুড়ো করো না, মাই সন। খুব ধকল গেছে আজ তোমার।'

'আপনি, আপনি কে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লিউক।

'আমি?' হাসলেন বৃদ্ধ। কথায় কথায় হাসেন। 'আমি ওবি ওয়ান কেনবি। বেন কেনবি ডাকে লোকে। আর তুমি?'

'আমি লিউক।'

'কিন্তু এই ডাজল্যান্ডের মরুভূমিতে? এভাবে এদিকে চলাফেরা করা মোটেও উচিত নয়। ভয়ংকর জাত ওই স্যান্ডপিপলেরা। ব্যানথার গর্জন সময়তো আমার কানে না গেলে তো আজই প্রাণটা খোয়াতে।'

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ডি-টু। ওকে দেখিয়ে বলল লিউক, 'এই ছোট্ট রোবটটা পালিয়ে এসেছে। তাকে খুঁজতেই এসেছি,' একটু থেমে বলল, 'ওর মুখেই ওবি ওয়ান কেনবি নামটা প্রথম শুনেছি। বেন কেনবি অবশ্য চাচার মুখে অনেক আগেই শুনেছি। ডি-টু, মানে এই রোবটটা বলে আপনি নাকি ওর মালিক?'

ভুরু কুঁচকে রোবটটার দিকে তাকালেন কেনবি।

'চাচা বলে, ওবি ওয়ান কেনবি নাকি মারা গেছে। আবার বলল লিউক।

'না, মরেনি এখনও,' হাসছেন কেনবি।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ওবি ওয়ান পাল্টে বেন হলেন কি করে? তাছাড়া ওই রোবট...'

'তোমার জন্মেরও আগে ওই নামে পরিচিত ছিলাম আমি। কিন্তু কোনো সময়েই আরটু

ইউনিট রোবটের মালিক ছিলাম বলে তো মনে পড়ে না।' ডি-টুর দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন, 'সে দেখবো পরে। এখন ওঠো, চলো যাই। দু'জন ছিল বলে পালিয়েছে। দলে ভারি হয়ে ফিরে আসতে পারে আবার স্যান্ডপিপলেরা। সত্যিই ওরা ভয়ংকর।

'কোথায় যাবেন? কি করে?'

'আপাতত আমার আস্তানায়ই যাওয়া যাক। আর যাব তোমার স্পীডারে করে।'

'স্পীডারের সেলফ স্টার্টার বাটন শেষ।'

'চলোই না দেখি আগে।'

দুহাত মুখের সামনে বিশেষভাবে জড়ো করে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়লেন কেনবি। পার্থিব সে গর্জনে চমকে উঠল লিউক। এই বুড়ো মানুষটা এভাবে গর্জায় কি করে!

' স্যান্ডপিপলেরা জাওয়া ব্যাটাদের মত কাপুরুষ নয়, বললেন কেনবি, 'কিন্তু এই হাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে তফাতে থাকবে ওরা।'

গর্জনটা ভয় পাওয়ার মতই। কিন্তু শুধু গর্জনে এত ভয় পাবে স্যান্ডপিপলদের মত প্রাণী! ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লাগল লিউকের কাছে।

ল্যান্ডস্পীডারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লিউক আর কেনবি। পেছন পেছন হেঁটে এল ডি-টু। আর পালাবার চেষ্টা করছে না।

ভাঙা বাটনটা দেখলেন কেনবি। তারপর কোমরে ঝোলানো টুলবক্স থেকে একটা বিশেষ ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার জাতীয় জিনিস বের করে ফলার মাথা বাটরের ভাঙা মাথায় লাগালেন। চাবি খুলে চাপ দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন।

ড্রাইভিং সীটে বসেছেন কেনবি। পাশে লিউক। ডি-টুকে ওঠার জন্যে ডাকলেন কেনবি।

'বীপ-বীপ,' বলে পাহাড়ের চূড়ার দিকে দেখালো ছোট্ট রোবট।

কি বোঝাতে চাইছে ডি-টু? হঠাৎ মনে পড়ে গেল লিউকের, সি-থ্রিপিও গায়েব। নেমে এল সে গাড়ি থেকে। ডি-টুর নির্দেশিত দিকে চলল। পাহাড়ের ওপাশে পাদদেশে পাওয়া গেল সি-থ্রিপিওকে। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে।

একটা ধাতব হাত ভেঙে গেছে সি-থ্রিপিওর। স্তব্ধ। মোটর বন্ধ হয়ে গেছে। ধরে চিত করল ওকে লিউক। পিঠের কাছে একটা প্লেট সরিয়ে ভেতরে তাকাল। কয়েকটা সুইচ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই আচমকা গুন গুন শব্দ উঠল। কোন্ সুইচটায় চাপ দেয়ার শব্দ হয়েছে খেয়াল রেখেছে লিউক। ওই সুইচটা বার কয়েক ওঠানামা করাতেই ভারি হলো গুন গুন। কাজ শুরু করে দিয়েছে ফটোরিসেপ্টর। রোবট ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল সি-থ্রিপিও।

'এখান থেকে পালাতে হবে, স্যার,' সক্রিয় হয়েই প্রথম কথা বলল রোবট,'জলদি! ভয়ানক বিপদ!'

'কি বলছো?'

'ঠিকই বলছি, পালান!'

সার্কিটে গোলমাল দেখা দিয়েছে, ভাবল লিউক। রোবটটাকে তুলে ধরে হাঁটতে সাহায্য করল। হাতটা ভেঙে যাওয়া ছাড়া মোটামুটি ঠিকই আছে সি-থ্রিপিও। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।

গুহামুখটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কারণ আছে। পাথররঙের ধাতব প্লেট দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ থাকে সব সময়। কাজ করে ফটো ইলেকট্রনিক সিসটেমে।

কোমরের কন্ট্রোল বক্সের একটা বিশেষ সুইচ টিপলেন কেনবি। নিঃশব্দে খুলে গেল গুহার দরজা। লিউক আর দুটো রোবটকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

চমৎকার আরামদায়ক গুহা। এয়ারকুল্‌ড। আসবাব পত্র তেমন নেই। সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য যন্ত্রপাতি। কেনবি আসলে যন্ত্রের ম্যাজিশিয়ান, বুঝল লিউক।

লিউককে ঠাণ্ডা পানীয় সরবরাহ করলেন কেনবি। ঢক ঢক করে তরল পদার্থটুকু খেয়ে ফেলল লিউক। অনেকখানি ঝরঝরে মনে হলো শরীর।

দু'জনে দুটো রোবটকে নিয়ে পড়ল। সি-থ্রিপিওর ভাঙা হাত জোড়া লাগাতে বসল লিউক। ডি-টুর বুকের প্যানেল খুলছেন কেনবি।

প্যানেলটা খুলে ভেতরটা দেখলেন কেনবি। তারপর বললেন, 'ছোট্ট বন্ধু, বল তো কি খবর এনেছো আমার জন্যে?'

টেলিভিশনের সামনের প্যানেল সরে গেল। আলো জ্বলছে টিউবে। ছবি ফুটল। অনিন্দ্যসুন্দর সেই যুবতীর ছবি। সি-থ্রিপিওর হাত মেরামত রেখে কেনবির কাছে এসে দাঁড়াল লিউক।

কথা বলল যুবতী। চমৎকার মিষ্টি গলা। 'জেনারেল ওবি ওয়ান কেনবি, জনগণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সংহত বিপ্লবীগোষ্ঠী এবং অ্যালডেরান গ্রহানুপুঞ্জের আদি শাসকদের তরফ থেকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। অ্যালডেরান গ্রহানুপুঞ্জের আদি এবং বর্তমান প্রশাসক বেইল অরগানা আমার বাবা। তাঁর নির্দেশে আপনার সঙ্গে এই যোগাযোগের প্রচেষ্টা।

'জেনারেল কেনবি, প্রাচীন গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ক্লোনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আপনি। আমার বাবা অনুরোধ জানাচ্ছেন, বিপ্লবীগোষ্ঠীর বর্তমান চূড়ান্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। অ্যালডেরানে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করুন। প্লীজ, যেতেই হবে আপনাকে।

'জেনারেল কেনবি, বাবার আদেশে আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের জন্য বেরিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমার মিশন ব্যর্থ হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছি মহাশূন্যে। এই পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছি। এই আরটু ডি-টু রোবটের স্নায়ুর অন্তরালে লুকিয়ে আছে বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য। তথ্যগুলো ফিরে পাওয়ার কায়দা জানেন আমার বাবা। কাজেই, জেনারেল, এটাকে নিরাপদে অ্যালডেরানে বাবার কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন, প্লীজ।

'জেনারেল কেনবি, আপনি আমার শেষ ভরসা। সম্রাটের লোকেরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে, বুঝতে পারছি। মারাও যেতে পারি, কে জানে! মরতে রাজি আছি, কিন্তু টরচার করে আমার কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ওই আরটু রোবট ওদের হাতে গেলে হয়তো তথ্যটা জেনে যাবে ওরা। সেক্ষেত্রে কোনদিনই আর এই গ্রহানুপুঞ্জে গণতন্ত্রের নাম উচ্চারিত হবে না।

'জেনারেল ওবি ওয়ান কেনবি, দোহাই আপনার, আমাদের নিরাশ করবেন না...'

স্তব্ধ হয়ে গেল টেলিভিশন। মেসেজ শেষ। লিউক স্তম্ভিত। বেন কেনবির দিকে ইলেকট্রনিক চোখ মেলে চেয়ে আছে ডি-টু। আস্তে আস্তে পাইপ টানছেন কেনবি। ভাবছেন।

'ক্লোন মহাযুদ্ধ!' বলল লিউক, 'আপনি ওই যুদ্ধে জেনারেল ছিলেন? কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা।'

'তুমি জানলে কি করে?' ভুরু কুঁচকে লিউকের দিকে তাকালেন জেনারেল।

'আমার বাবা ছিলেন ওই যুদ্ধে। একটা মহাকাশযানের পাইলট...'

'জেনারেল স্কাইওয়াকার না তো?'

'হ্যাঁ, তিনিই...'

'এই জন্যেই তোমার চেহারাটা চেনা চেনা লাগছিল। কিন্তু কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছিলাম না। একেবারে বাপের মত হয়েছো!'

কিছু বলল না লিউক। মৃদু হাসল শুধু।

'দুর্দান্ত জেডি নাইট ছিল তোমার বাবা। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমিও একজন জেডি নাইট...'

'কিন্তু মহাকাশযানের পাইলট একজন জেডি নাইট!'

'তোমাকে ভুলভাল বুঝিয়েছে তোমার চাচা। ওয়েনের কাছেই তো থাকো তুমি?'

মাথা ঝাঁকালো লিউক।

'তোমার চাচা আর বাবার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। তোমার বাবার চিন্তাধারা, জীবনদর্শন তোমাকে প্রভাবিত করুক, চায় না ওই ঘরকুনো লোকটা। তোমার চাচার ধারণা, ট্যাটুইন ছেড়ে বিপ্লবে জড়িয়ে পড়াটা কিছুতেই উচিত হয়নি তোমার বাবার। কিন্তু চাষের কাজে মোটেও আনন্দ পেত না জেনারেল স্কাইওয়াকার। সেকালের সেরা পাইলট ছিল ওই অসাধারণ প্রতিভাবান জেডি নাইট। বন্ধু হলেও তাকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তোমার কথাও শুনেছি আমি। এই পাহাড়ি গুহায় পড়ে থাকলেও লোকালয়ের সমস্ত খবরই আসে আমার কাছে। স্কাইহপার অ্যাক্সিডেন্ট করেছ তুমি। বাপের মত ভাল পাইলট নাকি তুমিও। অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে আর যাই করা যাক, পাইলট হওয়া যায় না। এটা কষ্ট করে শিখতে হয়। হাঁসকেও সাঁতার শিখতে হয়।'

'হাঁস কাকে বলে?'

'আমাদের এখান থেকে বহু দূরের একটা গ্রহের পাখি। সে কথা যাক। তোমার বাবার সঙ্গে তোমার অনেক মিল আছে। আশান্বিত হয়ে উঠছি আমি,' এগিয়ে গিয়ে পাথরের গায়ে বসানো একটা দেরাজ খুললেন কেনবি। অদ্ভুত একটা জিনিস বের করে আবার এসে দাঁড়ালেন লিউকের কাছে।

'এই জিনিসটা দেখো,' বাড়িয়ে দিলেন কেনবি।

ছোট্ট একটা হাতলের মত জিনিস। অনেকগুলো সুইচ বসানো তাতে। মাথায় হাতের তালুর সাইজের একটা ধাতুর চাকতি। তাতে রত্নের মত কতগুলো জিনিস বসানো। তলার দিকে কায়দা করে বসানো ছোট্ট একটা ব্যাটারী। আয়নার মত চকচক করছে ধাতব চাকতিটা। হাতলের নিচের দিকে মুঠো করে ধরার জায়গায় একটা রঙিন সুইচ।

'তোমার বাবার লাইট সেবর,' হাসলেন জেনারেল কেনবি। 'জেডি নাইটদের অস্ত্র। এর রশ্মির আঘাতে পাথর ভেঙে নিমেষে খান খান হয়ে যায়। জনগণতন্ত্রের শান্তি অক্ষুন্ন রাখাই ছিল জেডিদের প্রধান কাজ। তারা ছিল অ্যালডেরানের সব চাইতে শক্তিশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তি।'

'কিভাবে মারা গেছেন বাবা?' জিজ্ঞেস করল লিউক।

'ডার্থ ভেডার। আমার সবচেয়ে তরুণ ছাত্র। সেই এক অসতর্ক মুহূর্তে হত্যা করেছে তোমার বাবাকে। আয়ত্ত করে নিয়েছে মানুষের অন্তর্লীন শক্তি "ফোর্স"। যোগ দিয়েছে সম্রাটের দলে।' এই প্রথম উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেনবি। পায়চারি করতে লাগলেন অস্থির ভাবে।

'আমিই আন্তরিকভাবে ট্রেনিং দিয়েছিলাম ভেডারকে। এভাবে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, বুঝতে পারিনি। "ফোর্স" সৎ বা অসৎ, দুই ভাবেই ব্যবহার করা যায়। অসৎ পথটাই বেছে নিয়েছে ভেডার। ক্ষমতালোভী সম্রাটের দলে যোগ দিয়ে দুর্জয় হয়ে উঠেছে। জেডি নাইটদের বেশির ভাগই আজ নিহত। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বেঁচে

আছে, তারাও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এরাও সবাই বৃদ্ধ। কাজেই ভেডারকে বাধা দেবার কেউ নেই। বড় বেশি ভাল ছিল জেডি নাইটেরা। লোকের প্রতি বিশ্বাস ছিল তাদের অপরিসীম। জনগণতন্ত্রের স্থায়িত্বের ব্যাপারে তাদের আস্থা যুক্তির সীমা ছাড়িয়েছিল। তারা ভুলেই গিয়েছিল, মানুষের শরীর সুস্থ থাকলেও মস্তিষ্ক অসুস্থ আর দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এই সুযোগটাই নিয়েছে প্যালপেটিন। দলে টেনে নিয়েছে ভেডারকে। কিন্তু ভেডারের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। অন্তর্লীন শক্তিকে দীর্ঘদিন অসৎ পথে ব্যবহার করা যায় না। ধ্বংস তার অনিবার্য।' গুহার ভেতরে গমগম করল জেনারেলের কণ্ঠস্বর। থমথমে হয়ে গেছে চেহারা। এই লোকটাই অমন মিষ্টি করে হাসতে পারে, এই মুহূর্তে দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

'জেনারেল,' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল লিউক, 'ফোর্স জিনিসটা ঠিক কি, বুঝিয়ে বলবেন?'

'ডোন্ট মাইন্ড, মাই বয়,' হাসলেন জেনারেল। 'উত্তেজিত হয়ে পড়লে, কার সঙ্গে কথা বলছি, ভুলেই যাই। তোমার সঙ্গে আরও সহজ করে কথা বলা উচিত ছিল। "ফোর্স" কি, সহজে সেটা বোঝানো যাবে না। জীবিত প্রাণী মাত্রই নিজের চারপাশে একধরনের এনার্জি ফিল্ড সৃষ্টি করতে পারে। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কিছু নেই। প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে এমন কি বর্তমানেও কিছু মানুষ এই এনার্জি সম্পর্কে পূর্ণ সজ্ঞান। একেক দেশে এদের একেক রকম নাম। কেউ বলে সাধু, কেউ বলে, ফকির কেউ বা অন্যকিছু।' লিউকের দিকে সরাসরি তাকালেন জেনারেল, 'আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে এই শক্তি, ক্ষমতা বা ফোর্স। এর প্রভাবেই আমাদের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তিটাকে আয়ত্ত করার কায়দা শিখেছিল জেডি নাইটেরা। শক্তিশালী হয়েছিল একে ব্যবহার করে। লিউক, ইচ্ছে করলে এই ফোর্সের ব্যবহার শিখতে পারো তুমি। আমি শেখাবো। আমি আশা করছি, তোমার বাবার গুণাগুণ কিছু অন্তত তোমার ভেতরে আছে।'

কথা বলল না লিউক।

'এই ফোর্স আয়ত্ত করে আমার সঙ্গে অ্যালডোরান গ্রহে যেতে হবে তোমাকে।'

'অ্যালডোরান! তা তো সম্ভব নয়। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে এখন। নইলে সাংঘাতিক অসুবিধে হবে চাচার। তবে জেনারেল, ইচ্ছে করলে এই ছোট্ট রোবটটা রেখে দিতে পারেন। চাচাকে বুঝিয়ে বলব।'

'কিন্তু তোমাকে যে আমার প্রয়োজন, লিউক। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে একা ম্যানেজ করা আর এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেসেটা তো শুনলে।'

'কিন্তু এখুনি এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া কি উচিত হবে আমার? যথেষ্ট কাজ আছে এদিকে। উষর মরুকে রসালো করতে হবে। ফসল ফলাতে হবে। চাচা একা সামলে উঠতে পারবেন না।'

'শুনে মনে হচ্ছে, লিউক নয়, ওয়েন কথা বলছে।'

'যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু আমি অসহায়।'

চাপা হাসি হাসলেন জেনারেল। তিনি জানেন, লিউকের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। জেনারেল স্কাইওয়াকার কি করে মারা গেছেন, শোনার পর থেকেই তোলপাড় চলছে লিউকের মনে। এর সঙ্গে লেজুড় হিসেবে রয়েছে হলোগ্রামের মেসেজ। যোগ হয়েছে রূপসী সিনেটের লেইয়া অরগানার বিপন্ন মুখের ছবি, আকুল আকুতি। এসব কাজ করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই লিউকের অন্তর্লীন শক্তির ওপর। কেনবি বললেন, 'লিউক, একজন মানুষের বেদনা সব মানুষের বেদনা হওয়া উচিত। অন্তত একজন সৎলোক তাই ভাবে।

অবিচারের প্রশ্নে দূরত্বের কোনো গুরুত্ব নেই। সময় থাকতেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কর্তব্য। নইলে যারা শুভ কিছু করতে চায় তাদেরও গ্রাস করবে অশুভরা।'

'প্লীজ, জেনারেল, আমাকে অনুরোধে করবেন না। আপনি বুঝতে পারছেন না, সত্যিই আমি অসহায়। চাচা যতো যাই হোন, আমার বাপের ভাই। তাকে বেকায়দায় ফেলে কোথাও যাওয়া চলবে না আমার,' জেনারেলের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না লিউক। 'জেনারেল কেনবি, চাইলে স্পীডারে করে আপনাকে অ্যাংকরহেড পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি আমি। সেখান থেকে মস এইসলী বা অন্য যেখানে যেতে চান, যাবার ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।'

'ঠিক আছে, চলো যাই। ইতিমধ্যে মনস্থির করে নেবার সময় পাবে, সত্যিই কি করতে চাও তুমি।'

কালো রঙ করা ধাতব উঁচু দেয়ালের ওপর বসানো একই রঙের ধাতব ছাদ। অল্প পাওয়ারের একটা বৈদ্যুতিক আলো ঝুলছে ছাদ থেকে। আলো এতই কম, নিচে মেঝে পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে না। সেলটা তৈরিই করা হয়েছে যথেষ্ট মাথা খাটিয়ে, যেন বন্দি নিজের অসহায়ত্ব অনুমান করতে পারে।

ইলেকট্রনিক শব্দ শুনে তাকাল বন্দিনী। ধাতব দরজাটা নড়ছে। ছয় ইঞ্চি পুরু দরজা। সম্রাটের সৈনিকদের যেন ভয়, পাতলা হলে ভেঙে বেরিয়ে যাবে যুবতী, তাই এই সেলে রেখেছে। দরজাটা পুরো খুলে যেতে দেখল বন্দিনী, বাইরে সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসি পেল যুবতীর। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল সিনেটর লেইয়া অরগানা।

কিন্তু হাসি হাসি ভাবটা বেশিক্ষণ থাকল না অরগানার। দৃষ্টিপথে এসে হাজির হয়েছে কালো বর্ম পরা অতিকায় এক দানব। মুখে জালের মুখোশ। ডার্ক লর্ড ডার্থ ভেডার। কিন্তু তাকে দেখে নয়, অবাক হয়েছে লেইয়া পেছনের হালকা পাতলা রোগা লোকটাকে দেখে। অতিকায় দানবের পাশে একেবারে বামন দেখাচ্ছে গভর্নর টারকিনকে।

লেইয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল টারকিন। ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তারপর ভেডারের দিকে। পেছন দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করল ভেডার। সারি থেকে বেরিয়ে চলে গেল চারজন সৈনিক।

কয়েক সেকেন্ড পরই মৌমাছির গুঞ্জনের মত উঁচু পর্যায়ের একটা গুঞ্জন উঠল। অতিকায় একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র দেখা দিল সেলের দরজায়। দেখেই আঁতকে উঠল লেইয়া। শ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে।

বিশেষ কায়দায় তৈরি স্ট্যান্ড থেকে ঝুলছে এক প্রকাণ্ড ধাতব গোলক। গোলকের জায়গায় জায়গায় বসানো হয়েছে অনেকগুলো ধাতব হাত। প্রত্যেকটা হাতে একেক ধরনের একটা করে সূক্ষ্ম আজব যন্ত্র।

অতিকায় গোলকটার দিকে আতংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেইয়া। ওটা একটা টর্চার মেশিন। সম্রাটের সেনাবাহিনী, বিশেষ করে ডার্ক লর্ডের আবিষ্কার এটা। কিন্তু সেনাবাহিনীর যন্ত্রবিদরা এমন একটা কুৎসিত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম, ভাবেনি লেইয়া। যন্ত্রটা এক ধরনের অতি উন্নতমানের রোবট কম্পিউটার। এর ব্রেন আছে। সেই ব্রেনে স্মৃতি আছে। আর এই স্মৃতিতে ধরা আছে মানবজাতির জানা অত্যাচারের প্রতিটি প্রক্রিয়া। উপরন্ত মানবেতর কিছু প্রাণীর অত্যাচারের প্রক্রিয়াও ধারা আছে এর স্মৃতিতে। ধরা আছে শুধু নিষ্ঠুরতা। কাজেই বন্দির আর্তনাদে বিন্দুমাত্র কাঁপবে না যন্ত্রদানবের মন।

পাশাপাশি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ডার্থ ভেডার আর গভর্নর টারকিন। দুঃস্বপ্নের মত ভয়ংকর যন্ত্রটা দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখার সুযোগ দিচ্ছে ওরা সুন্দরী সিনেটরকে। যদিও জানে ওরা, শুধু যন্ত্রটাকে দেখলেই ভেঙে পড়বেন না বিপ্লবী নেত্রী। কিন্তু স্নায়ুর জোর কমাতে মানসিক ভয় দেখানোর দরকার আছে।

নীরবতা ভাঙল প্রথম টারকিন। যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'সিনেটর অরগানা, প্রিন্সেস অরগানা, দয়া করে এবার বলুন তো, বিপ্লবীদের মূল ঘাঁটি কোথায়?'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে লেইয়া।

সেলের দিকে ফুটখানেক এগিয়ে গেল গোল-রোবট। বীভৎস ভঙ্গিতে নাড়ল হাতগুলো। কিলবিল করে উঠল যেন মাকড়সার পা। অদ্ভুত গুঞ্জন উঠল। থামল।

'খামোখা সময় নষ্ট করছেন, সিনেটর। বলুন, বলে ফেলুন যা জানতে চাইছি।'

গভর্নরের দিকে থু থু ছিটাল লেইয়া।

ঘুরে দাঁড়াল গভর্নর। ঘুরে দাঁড়াল ভেডার। দু'জনে মার্চ করার মত হেঁটে সরে গেল দূরে।

সারি বেঁধে ঘুরে দাঁড়াল সৈনিকেরা। মার্চ করে তারাও সরে গেল।

সেলের পুরু দেয়ালের ওপাশ থেকে আর্তনাদ শোনা যাবে না। সাউন্ড প্রুফ সেলের দরজা বন্ধ করে দিলে ভেতরের কোনো শব্দই বাইরে বেরোয় না। কিন্তু তবু যদি সামান্যতম বীভৎস শব্দও বেরিয়ে যায়, শুনলে কষ্ট হবে, এই জন্যেই সরে গেল সৈনিকেরা।

গুঞ্জন তুলে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মূর্তিমান যন্ত্র-পিশাচ। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। কিন্তু দরজাটা পুরো বন্ধ হবার আগেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল সেলের ভেতর থেকে। দরজাটা খাপে খাপে লেগে যাওয়ার মাঝপথেই কাটা পড়ে গেল সেই চিৎকার।

সাত

'দক্ষিণ পশ্চিমে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, 'চোখ থেকে দূরবীনটা সরিয়ে বললেন জেনারেল কেনবি।

ল্যান্ডস্পীডারের মুখ ঘোরাল লিউক। খানিক পরেই দেখা গেল গিরিবর্তের ওপারে পুড়ছে কিছু। জ্বলনের শেষ পর্যায়। আগুন কমে এসেছে। ধোঁয়া বেড়েছে।

আরও এগোল স্পীডার। ধ্বংসাবশেষ কাছে গিয়ে দেখা গেল জিনিসগুলোকে। দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে কয়েকটা পড়া রোবট। ওগুলোর পাশেই পোড়া আধপোড়া অবস্থায় মরে পড়ে আছে জাওয়ারা। ভেঙে দুমড়ে দেয়া হয়েছে তাদের স্যান্ডক্রলার। পুড়ছে ওটাও।

'স্যান্ডপিপলেরা শেষ করল না তো ওদের?' বলল লিউক। 'দেখছেন জেনারেল, স্যান্ডপিপলদের পায়ের ছাপের মতই মনে হচ্ছে। এ কি, একটা কুঠারও তো পড়ে আছে! আর ওই যে দেখছেন, ব্যানথার পায়ের ছাপ!'

স্পীডার থেকে নেমে গিয়ে ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করতে লাগলেন জেনারেল কেনবি।

'না, লিউক,' গম্ভীরভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন জেনারেল। 'ওগুলো সাজানো ব্যাপার! বিচক্ষণ কেউ বোঝাতে চেয়েছে ওগুলো স্যান্ডপিপলের কাজ। দীর্ঘদিন আছি এই মরু অঞ্চলে। ভালমতই জাওয়া আর স্যান্ডপিপলদের চিনি আমি। ওরা কিভাবে আসে যায়, চলাফেরা করে, খুন করে, আক্রমণ করে, সব আমার নখদর্পণে। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো, স্যান্ডপিপলেরা আদিম মানুষের মত কুঠার ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে।

কিন্তু ওই স্যান্ডক্রলারের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্র ঘটিয়েছে ঘটনাটা। আর স্যান্ডপিপল কেন, পুরো ট্যাটুইনেই এমন অস্ত্র কারও নেই। এত পরিকল্পিত ধ্বংসক্ষমতা নেই। এটা ট্রেইনড কোনো দলের কাজ। এবং একটা ব্যাপারেই সন্দেহ করছি আমি। সম্রাটের সেনাবাহিনী।'

জাওয়াদের দোমড়ানো মোচড়ানো লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল লিউক, 'কিন্তু সম্রাটের সেনাবাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত কতগুলো প্রাণীকে মারতে যাবে কেন?'

'আমারও প্রশ্ন, কেন মারতে যাবে? আচ্ছা দাঁড়াও, দাঁড়াও...এই আরটু রোবটটা কোত্থেকে এল? কোথায় পেয়েছ ওকে?'

'জাওয়ারা বিক্রি করেছে সি-থ্রিপিও আর ডি-টু, দুটো রেবাটকেই। ন্যায্য মুল্য দিয়ে কিনে নিয়েছে ওয়েন চাচা।'

'সেজন্যেই খুন হয়েছে জাওয়ারা। ডি-টুর পেছনে ধাওয়া করে এসেছে সম্রাটের লোক। খেয়াল করছে রোবটটার। নির্দ্বিধায় খুন করছে। কিন্তু জাওয়ারা বলে দেয়নি তো, রোবট দুটোকে তোমার চাচা কিনেছে...' থেমে গেলেন জেনারেল আচমকা।

স্পীডারে গিয়ার দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে লিউক।

'লিউক...' পেছন থেকে ডাকলেন জেনারেল, 'পাগলামি করো না! সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছো...'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? পাহাড়ের বাঁকের কাছে চলে গেছে ল্যান্ডস্পীডার। মাটিতে যেন উড়ে চলেছে গাড়িটা। ইঞ্জিনের তীব্র গর্জনে হারিয়ে গেল জেনারেলের উৎকণ্ঠিত সাবধানবানী।

অদৃশ্য হয়ে গেছে ল্যান্ডস্পীডার। জাওয়াদের পোড়া লাশ থেকে এখনও ধোঁয়া উড়ছে। স্যান্ডক্রলার পুড়ছে। মাংসপোড়া অসহ্য গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে মরুর উত্তপ্ত বাতাস। আকাশ থেকে এখানে, এই ধুলির সাগরে আগুন ছড়াচ্ছে দ্বৈত সূর্য। নরকের দোরগোড়ায় যেন দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল ওবি ওয়ান কেনবি, জেডি নাইট।

ধোঁয়া উড়ছে ফার্মহাউস থেকেও। পাক খেয়ে খেয়ে হলুদ আকাশে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বাড়ির কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল লিউক। ক্লাচে চাপ দিতে মনে ছিল না। ঝাঁকুনি খেয়ে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তার। দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে এল স্পীডার থেকে। ছুটল।

অজস্র গর্ত মাটিতে। প্রতিটি গর্ত থেকে হালকা ধোঁয়া উড়ছে। এইখানেই মানুষ হয়েছে লিউক। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও যেখান ছিল পাকা ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সেখানে এখন কয়েকটা আগ্নেয় গহ্বর ছাড়া কিছু নেই।

কাছে যাবার চেষ্টা করল লিউক, কিন্তু পরক্ষণেই যেন চড় খেয়ে পিছিয়ে এল। প্রচণ্ড উত্তাপ। কেশে উঠল সে। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

চোখ বন্ধ করল লিউক। খুলল। চোখ জ্বলছে। হাত দিয়ে পানি মুছল। ধোঁয়ার ওপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করল। আবছামত দেখা যাচ্ছে গ্যারেজটা। পুড়ছে।

আবার চোখ বন্ধ করল লিউক। আগুনের মত উত্তপ্ত পোড়া মাটির ওপর দিয়েই ছুটল। চাচা-চাচির কি অবস্থা দেখতে চায়।

গ্যারেজের কাছে পৌঁছে গেল লিউক। গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। অ্যাসিড ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। হাত দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'চাচা-আ-আ-আ! চাচি-ই-ই-ইই! কোথায় তোমরা আ-আ!'

সাড়া নেই। আবার ছুটল লিউক। গ্যারেজের জ্বলন্ত দেয়ালের পাশ ঘেঁষে। ফোস্কা পড়ে গেছে পায়ের তালুতে, জুতোর সোল আগুনের মত গরম। গায়ের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু খেয়াল নেই লিউকের। চাচা-চাচিকে খুঁজতে ব্যস্ত।

ওদের দু'জনকে পেল লিউক। গ্যারেজের পেছনে খোলা জায়গায়। চিৎ হয়ে পড়ে আছে বালিতে। আধবোজা চোখ চেয়ে আছে হলুদ আকাশের দিকে। কিন্তু আকাশ দেখছে না আর। চামড়া পুড়ে গিয়ে ভেতরের লাল হলুদ মাংস বেরিয়ে পড়েছে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল লিউক।

মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঢেকে রেখেছে মস্ত ঘরের মস্ত দেয়ালের মস্ত পর্দাটা। সুইচ টিপতেই পর্দাটা সরে গেল একপাশে মস্ত এক টেলিভিশনের পর্দা দেখা গেল। আবার সুইচ টিপতেই লাফ দিয়ে ফুটল মহাকাশ। দশ লাখ নক্ষত্র ও গ্রহ দেখা যাচ্ছে। নব ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হলো। একেবারে বিলোপ হয়ে গেল নক্ষত্রগুলো। পরিষ্কার হয়ে ফুটল কয়েকটা গ্রহ। অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রহগুলোও। একটাই ছবি থাকল। বিচিত্র এক মহাকাশযান ওটা, নাকি কৃত্রিম গ্রহ?

টেলিভিশন মঞ্চে পর্দার দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল গভর্নর টারকিন। সামনে, নিচে সারি সারি সীটের তিনটেতে বসে আছে ডার্থ ভেডার, অ্যাডমিরাল মোটটি এবং জেনারেল ট্যাগ। সব কজনের চেহারা থমথমে গম্ভীর।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে গভর্নর মঞ্চ থেকে।

'চেকআউটে দেখা যাচ্ছে, ব্যাটল স্টেশনের প্রতিটি সিসটেম ঠিকঠাক কাজ করছে। কোন্‌খান থেকে প্রথম শুরু করব?' জানতে চাইল অ্যাডমিরাল।

যেন শুনতেই পায়নি কথাটা ডার্ক লর্ড। নিজেকেই যেন বলছে, 'বিপ্লবী সিনেটরের সহ্যক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর। চূড়ান্ত অত্যাচারেও ভাঙা গেল না। একজন মহিলার কাছে হেরে গেলাম!'

'তোমার পদ্ধতিগুলো আমার পছন্দ নয় মোটেও,' বলল টারকিন। অ্যাডমিরালের প্রশ্নটা চাপা পড়ে গেল যেন।

'কিন্তু অত্যাচারে কাজ হয়,' বলল ডার্ক লর্ড। 'অবশ্য যদি অন্য কোনো বিকল্প উপায় ভেবে থাকেন তো আলাদা কথা...'

চিন্তিত দেখাচ্ছে টারকিনকে। অন্যমনস্ক যেন, এমনিভাবে বলল, 'অত্যাচারের কাউকে নরম করা না গেলে তার সবচেয়ে প্রিয় লোকটাকে পেটাতে হয়...'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' ধাতব শিরস্ত্রাণের তলায় ডার্ক লর্ডের মগজে যে একটা আলোড়ন খেলে গেছে তা তার কণ্ঠ শুনেই বোঝা যায়।

ভেডারের কথার কোনো জবাব দিল না টারকিন। অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল। 'হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল, যা জানতে চাইছিলেন। আপনার ব্যাটল স্টেশনের প্ল্যানার কম্পিউটারদের বলুন, অ্যালডেরান আক্রমণের জন্যে যেন তৈরি হয়ে যায়। যেন প্ল্যান রেডি করে ফেলে।'

পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ সইতে না পেরে নাকেমুখে রুমাল বেঁধেছেন জেনারেল কেনবি। ঘ্রাণযন্ত্র আছে দুই রোবটের, কিন্তু নাক কোঁচকাচ্ছে না ওরা।

সি-থ্রিপিওকে নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন কেনবি। তাঁর পিছু পিছু এগিয়ে এল রোবটটা। একটা লাশের পায়ের দিকে তুলে ধরলেন জেনারেল। মাথার দিকে ধরল সি-থ্রিপিও। তুলে নিয়ে গেল জ্বলন্ত স্যান্ডক্রলারের কাছে। ছুঁড়ে ফেলে দিল লাশটা আগুনের মাঝে। তারপর ফিরে গিয়ে আর একটা লাশ নিয়ে এল। ছুঁড়ে ফেলল প্রথমটার মতই। ফিরে গেল আরেকটা লাশের জন্যে।

যেখানে ছিল ওখানে ফেলে রাখলে পোড়া লাশগুলোকে খেয়ে শেষ করতো মাংসাশী প্রাণীরা। কিন্তু প্রাচীন কিছু মূল্যবোধ এখনও আছে জেনারেলের মাঝে। আধুনিক ট্যাটুইনবাসী মানুষের কাছে এটা দুর্বোধ্য। কিছু কারও লাশ ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে আজেবাজে প্রাণীরা, ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকেছে জেনারেলের কাছে।

শেষ লাশটা আগুনে ফেলা হতেই ইঞ্জিনের গর্জন কানে এল। গিরিবর্তের দিকে তাকালেন জেনারেল। বাঁক পেরিয়ে এগিয়ে আসছে ল্যান্ডস্পীডার। হ্যাঁ, লিউকেরটাই।

কেনবির পাশে এসে থামল স্পীডার। ইঞ্জিন থামিয়ে পাইলটের সীটে নিশ্চল বসে রইল লিউক। চোখ দুটো লাল টকটকে। পাতা ভারি।

'দুঃখ কোরো না, লিউক,' দেখেই বুঝতে পেরেছেন জেনারেল, কি ঘটেছে। 'এ বরং ভালই হয়েছে। তুমি ওখানে থাকলে তুমিও মরতে। প্রতিশোধ নেয়া আর হতো না। তোমার বাপকে খুন করেছে ওরা। পুড়িয়ে মারল তোমার চাচা-চাচিকে। এখনও চুপ করে থাকবে তুমি?'

জেনারেলের দিকে তাকাল লিউক। ধক ধক করে জ্বলছে দুই চোখ। জেনারেল স্কাইওয়াকারের প্রতিচ্ছবি দেখলেন জেনারেল। বুঝলেন, সময় হয়েছে। পা পড়েছে গোক্ষুরের লেজে। ফণা তুলছে সাপ। এখন ওকে ছোবল শেখাতে হবে। ওর দাঁতে বিষ ঢুকিয়ে দিতে হবে।

'জেনারেল,' জেনারেল স্কাইওয়াকারের গলা শুনলেন যেন কেনবি, 'আপনাকে মস এইসলীর স্পেস পোর্টে নিয়ে যাব আমি। সেখান থেকে অ্যালডেরানে যাব। জেডি নাইট হবো। আয়ত্ত করব 'ফোর্স'। এবং তারপর,' ডান হাতটা মুঠো হয়ে গেছে লিউকের, 'হ্যাঁ, তারপর প্রতিশোধ নেব!'

স্পীডারে উঠে বসলেন জেনারেল। কাঁধে হাত রাখলেন লিউকের। বললেন, 'আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব, লিউক। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো। চলো, রওনা হয়ে পড়ি।'

'হ্যাঁ, চলুন,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল লিউক। রোবট দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাঁ করে রইলে কেন? উঠে পড়ো। জলদি।'

ছুটল ল্যান্ডস্পীডার। যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। ডার্ক লর্ড জানে না, জেডি নাইটদের নবজন্ম হতে চলেছে।

ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটছে ল্যান্ডস্পীডার। ওই মেঘের অন্তরালে চাপা পড়ে গেল লিউক স্কাইওয়াকারের অতীত জীবন। জাওয়া আর স্যান্ডপিপলদের দেশ ছেড়ে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে এক তরুণ ভাবি জেডি নাইট।

পাহাড়ের পাদদেশে স্পীডার থামাল লিউক। আরও নিচে অনেকটা খাড়ির মত জায়গায় স্যান্ডস্টেশন। তার নিচে রোদেজ্বলা সমভূমিতে নিচু মানের কংক্রীট, পাথর আর প্লাস্টিকের তৈরি বাড়িঘর। মাঝের পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের চারদিকে চাকার স্পোকের মত ছড়ানো। এখানে এই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একেবারে ছোট্ট মনে হচ্ছে শহরটা, আসলে কিন্তু অত ছোট নয়। বেশির ভাগ বাড়িঘরই লুকিয়ে আছে মাটির তলায়। রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

মাটির ওপরের স্পোক শহরকে ঘিরে অসংখ্য বড় বড় গহ্বর। মহাকাশযাত্রার লঞ্চ স্টেশন। মস এইসলী স্পেস পোর্ট।

জোর হাওয়া বইছে। ভয়ঙ্কর উত্তাপ। বালি উড়ছে। এদিকে ওদিকে বালির ঘূর্ণিপাক।

'শিপে প্যাসেজ খুঁজতে হবে আমাদের,' বললেন জেনারেল কেনবি। 'কিন্তু সাবধানে।

রোবট ডি-টু এবং সি-থ্রিপিও এই ট্যাটুইনের কোথাও আছে, জেনে গেছে সম্রাটের বাহিনী। সমস্ত স্পেস স্টেশনগুলোর ওপর নজর রাখবে ওরা এখন। যে করেই হোক, লোকের ভিড়ে মিশে যেতে হবে আমাদের।'

'আপনি এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ,' বলল লিউক। 'যা ভাল বোঝেন করুন।'

অ্যাংকরহেডে এই ভর দুপুরে রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য থাকে। কিন্তু এখানে, এই মস এইলীতে লোক চলাচল করছে।

আরেকবার শহরের বাড়িগুলোর দিকে তাকাল লিউক। এক সময় বিত্তবান ব্যবসায়ীরা তৈরি করেছিল ওগুলো। দ্বৈত সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে রক্ষা পেতে হলে কি কি দরকার, সবই পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছে বাড়ি তৈরির সময়। বাইরে থেকে দেখলে ওগুলোকে পুরানো আর সস্তা বলে মনে হয়। আসলে তা নয়। আসল দেয়ালের বাইরের দিকে বাজে কংক্রীট কিংবা প্লাস্টিক দুই পর্দা করে দিয়ে মাঝের শূন্য জায়গায় সারাক্ষণ ঠাণ্ডা পানি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা আছে।

'চলুন যাই,' বলল লিউক।

'চলো।'

রোবট দুটো স্পীডারেই বসে আছে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল লিউক। পাশে জেনারেল। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যান্য আরও গাড়ির ভিড়ে মিশে গেল লিউক স্পীডার নিয়ে।

চলছে। লক্ষ্য স্যান্ডস্টেশন। শিপে সীট নিতে হবে। হঠাৎ লিউকের কাঁধে হাত রাখলেন জেনারেল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'সাবধান!'

স্পীড কমিয়ে দিল লিউক। একদিকে আঙুল তুলে দেখালেন জেনারেল। কোথা থেকে, যেন মাটি ফুঁড়ে রাস্তার এক পাশে উদয় হয়েছে কতগুলো দীর্ঘকায় লোক। পরনে চকচকে ধাতব পোশাক, তার ওপরে বর্ম। লিউকের স্টীয়ারিং ধরা বাহু চেপে ধরল শক্ত একটা হাত। ভরসা দিল।

'যেন কিছুই হয়নি, সোজা এগিয়ে যাও,' বললেন জেনারেল। 'নার্ভাস হবার কোনো কারণ নেই।'

'নার্ভাস হইনি আমি, জেনারেল,' দৃঢ় গলায় বলল লিউক।

স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে লিউক। ভাবছে, হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হলো সম্রাটের সেনাবাহিনীর লোকেরা?

ওরা পথে ব্যারিকেড ফেলেছে। সব কটা গাড়ি পরীক্ষা করে তারপর ছাড়পত্র দিচ্ছে। ধীরেসুস্থে এগিয়ে গেল লিউক। তার সামনের গাড়িটা চেক করা হলো। তারপর ধাতব দস্তানা পরা হাত তুলে গাড়িটাকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল অফিসার।

লিউকের পালা। তার আর জেনারেলের পেছনে, গোবেচারা মুখ করে সীটে বসা রোবট দুটোকে দেখেই সতর্ক হয়ে উঠল অফিসার। অ্যাটেনশন হয়ে গেল সৈনিকেরা।

'ও দুটোর মালিক কে?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

পেছনে ফিরে তাকাল লিউক। নিশ্চল বসে ইলেকট্রনিক চোখ মেলে সৈনিকদের দেখছে সি-থ্রিপিও। ডি-টু বসে আছে আরাম করে। সৈনিকদের দিকে নজর নেই তার। নিচে, গাড়ির মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি,' জবাব দিল লিউক।

'কদ্দিন ধরে আছে তোমার কাছে?'

'বছর চারেক,' সোজাসাপটা জবাব লিউকের। অফিসারের মুখের দিকে তাকাল। হাসল। পাকা ব্যবসায়ী সুলভ কণ্ঠ, 'বিক্রি করে দেব এবার। অবশ্যই যদি ভাল দাম পাই।'

জেনারেল কেনবি মনে মনে বাহবা দিলেন ছেলেটাকে। নিজের মুখটাকে গম্ভীর করে বসে থাকলেন, কিন্তু সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটেই আছে ঠোঁটের কোণে। দীর্ঘদিনের বহু পোড়খাওয়া রোবট ব্যবসায়ী যেন। সম্রাটের 'বুদ্ধু' সৈনিকদের ঠকিয়ে দু'পয়সা বেশি আদায় করে নিতে চায় বাজে মাল গছিয়ে দিয়ে।

লিউকের কথায় মুখভাবের তেমন পরিবর্তন হলো না অফিসারের। ল্যান্ডস্পীডারের চাকাগুলো দেখছে মনোযোগ দিয়ে। কোন্ ধরনের বালি কিংবা পাথরের টুকরো লেগে আছে, বুঝতে চেষ্টা করছে। প্রশ্ন করল আচমকা, 'দক্ষিণ থেকে আসছো নিশ্চয়?'

'না, পশ্চিম,' উত্তর দিতে সামান্যতম দ্বিধা করল না লিউক। জড়তা নেই কথায়, 'বেস্টিনের কাছে থাকি আমরা। চমৎকার শহর, না!' অফিসারের চোখের দিকে তাকাল।

'বেস্টিন?'

'বেষ্টিন।'

হাত বাড়াল অফিসার, 'আইডেনটিটি...'

'জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, কই শুনিনি তো! তাহলে কার্ড সঙ্গে নিয়েছে বেরোতাম।'

'নাম?' কাটা আদেশ।

লিউক আর সামলাতে পারবে না, বুঝলেন জেনারেল। সরাসরি অফিসারের চোখের দিকে তাকালেন, 'এই যে, অফিসার...'

'কি...' বলতে গিয়েই যেন চড় খেয়ে গেল অফিসার। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকল আধ সেকেন্ড জেনারেলের চোখের দিকে। আরও আধ সেকেন্ড পর ভোঁতা হয়ে গেল তার চোখের দৃষ্টি। স্বর পাল্টে কোমল হয়ে গেছে, 'জ্বী, বলুন!' বহুদূর থেকে আসছে যেন কথা। যেন নিজের ভেতর নেই অফিসার।

সহজ দৃষ্টিতে অফিসারের চোখের দিকে স্থির চেয়ে আছেন জেনারেল কেনবি। অদ্ভুত অদ্ভুত কণ্ঠে বললেন, 'ওর কিংবা আমার আইডেনটিটি কার্ড দেখার কোনো প্রয়োজন নেই!'

'জ্বী, নেই!'

অদ্ভুত অনুভূতি-শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে অফিসার জেনারেলের চোখের দিকে। মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি সরাচ্ছে না।

'তোমরা যে দুটো রোবট খুঁজছো, সেগুলো আমাদের পেছনের ও দুটো নয়!'

'না, ও দুটো নয়!'

'তাহলে আমাদের দেরি করিয়ে কোনো লাভ নেই!'

'জ্বী না, কোনো লাভ নেই!'

'তাহলে ব্যারিকেড সরিয়ে আমাদের যাবার জায়গা দাও!'

'ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলো!' সৈনিকদের আদেশ দিল অফিসার।

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল লিউক। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। গীয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়লো আস্তে করে। হুস্‌স্ করে বেরিয়ে এল স্পীডার।

ব্যারিকেড পেরিয়ে আসতেই বললেন জেনারেল, 'তাড়াতাড়ি ছোট।'

অ্যাক্সিলারেটারে পায়ের চাপ বাড়াল লিউক। বাঁক ঘোরার সময় পেছনে তাকিয়ে দেখলেন জেনারেল। নিজের লোকদের সঙ্গে দারুণ তর্ক বাধিয়েছে অফিসার। তার হাত নাড়া আর মুখের ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়।

স্টেশনের বাইরে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন জাতের অসংখ্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খালি দেখে একজায়গায় স্পীডার পার্ক করল লিউক। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে

জেনারেলের দিকে ফিরল। বলল, 'এবার বলুন তো জেনারেল, অফিসারটাকে কি করেছেন আপনি?'

'বুঝবে কদিন পরেই। মানবমনের অন্তর্নিহিত ফোর্স বড় শক্তিশালী জিনিস।'

'আচ্ছা, স্টেশনে তো এলাম,' ডকিংবে দেখার চেষ্টা করতে করতে বলল লিউক, 'শিপও দেখছি। কিন্তু সীট পাওয়া যাবে তো?'

'যেতে পারে। আর যদি না-ই পাওয়া যায়, অন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারব।'

'কি ব্যবস্থা?' জেনারেলের দিকে তাকাল লিউক।

'নিজস্ব ছোট শিপ চালায়, এমন পাইলট বহু আসে এখানে। এই গ্রহে এমন পাইলট কম, কিন্তু অন্যান্য ধনী গ্রহ থেকে আসে তারা।'

'ওরা আমাদের নিতে রাজি হবে?'

'কেন হবে না? টাকা দিলেই হবে। দরকার হলে ছোটখাট একটা শিপ চার্টার করব আমরা,' স্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে তাকালেন জেনারেল, 'চলো নামি। কিন্তু সাবধান। হাজার দেশের হাজারো প্রাণীর আমদানী এখানে। কিছু কিছু প্রাণী দারুণ বিপজ্জনক, ভয়ংকর!'

নামলেন জেনারেল। লিউকও নামল। সি-থ্রিপিও নামতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করে বললেন, 'উঁহু, তোমরা এখানেই থাক।'

লিউককে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল। বিশাল হলরুম কাম ক্যান্টিন। ভেতরে পা দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল লিউক। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। অবাক হয়ে দেখছে। এমন সব প্রাণী জীবনে দেখেনি সে।

নরম ম্লান আলো ঘরে। বাইরে উত্তাপ, অথচ এখানে গা জুড়ানো ঠাণ্ডা। ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য টেবিল ঘিরে পেতে দেয়া চেয়ারে বসে আছে ওরা। কেউ এক চোখো জীব, কারো চোখ হাজারখানেক। কোনো প্রাণীর চামড়া দেখা যাচ্ছে না, ঘন রোম কিংবা মাছের মত আঁশে ঢাকা। কারো চামড়ার রঙ ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। এক জায়গায় বিশাল পতঙ্গের মত প্রাণী বসে আছে। তার দু'পাশে বসেছে দীর্ঘকায় দুটো মানবী, কোন্ গ্রহের কে জানে! পোশাকে আশাকে পাইলট বলেই মনে হয়। কেউ পান পাত্র বা খাবার ধরার জন্যে হাত ব্যবহার করছে, কেউবা শুঁড়। একেক জনের ভাষা একেক রকম। কেউ কথা বলছে জোরে, কেউ আস্তে, কেউ ফিসফিসিয়ে, কেউ বা আবার খনখনে গলায়। তাজ্জব হয়ে দেখছে লিউক।

বারের একপ্রান্তে বসে মদ খাচ্ছে আর চেঁচামেচি করছে রুক্ষ চেহারার কয়েকজন মানুষ।

'ওরা কোরেলিয়ান,' বললেন জেনারেল। 'সম্ভবত স্পেস-রবার।'

'কিন্তু আমরা পাইলট খুঁজছি,' বলল লিউক। 'ডাকাত দেখে কি হবে?'

'ওদেব মাঝেই আছে পাইলট। খুঁজে নিতে হবে আমাদের। কোরেলিয়ানরা খুব ভাল পাইলট। কিন্তু প্রায়ই কথার বরখেলাপ করে মহাশূন্যে গিয়ে যাত্রীর সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। এক কাজ কর, বারটেন্ডারের সঙ্গে কথা বলোগে। ওকে জিজ্ঞেস কর, ভাল পাইলট কে কে।'

এগিয়ে গেল লিউক। দেখে, এগিয়ে এল বারটেন্ডার। বলল, 'কি চাই?' লিউকের পোশাক পরিচ্ছদ দেখছে সে। পয়সা দিতে পারবে কিনা আঁচ করে নিচ্ছে।

'না, না, খাবার বা পানীয় চাই না...'

'তবে কি ঘেঁটকচু চাই?' রুক্ষ গলা বারটেন্ডারের।

'ওটা আবার কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লিউক।

'জানি না। পৃথিবী নামে এক গ্রহে নাকি পাওয়া যায় ওই জিনিস। খুব গলা ধরে।'

হিংস্র আর বিচিত্র চেহারার কয়েকটা প্রাণী কাছেই বসে আছে। চোখ তুলে তাকাল ওরা লিউকের দিকে। জ্বলন্ত চোখ।

ওদিকে একটা অতিকায় গরিলার সঙ্গে কথা বলছেন জেনারেল কেনবি। ওটা কোন গ্রহের প্রাণী, জানে না লিউক। জানার দরকারও নেই। পাইলট হলেই হলো। কিন্তু গরিলার চেহারাটা বিশেষ সুবিধের নয়। বিশাল মুখটা বানর আর মানুষের মিশ্রণ। চকচকে হলুদ রঙের বিশাল দুই চোখ। প্রকাণ্ড শরীর, বড় বড় কালো রোমে ঢাকা। পোশাক পরেনি, আসলে রোম ঢাকার জন্যে পোশাকের দরকারই নেই। কাঁধে ক্রোমিয়ামপ্লেটেড চকচকে বেল্ট, তাতে বিশেষ ধরনের কার্তুজ।

গরিলাটাকে দেখে দারুণ হাসি পেলো লিউকের। কিন্তু আশে পাশে তাকিয়ে দেখল, ওটার দিকে কারো তেমন নজরই নেই।

বিচিত্র ভাষার কথা বলছে গরিলা। কয়েক কদম এগিয়ে গেল লিউক। কিন্তু কাছে গিয়েও ভাষাটা বুঝতে পারল না। একই ভাষায় কথা বলছেন জেনারেল কেনবি। লোকটা ভাষাবিদ নাকি! বৃদ্ধ জেনারেলের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল লিউকের।

লিউককে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বড় বড় দাঁত বের করে ভয়ংকর হাসি হাসল গরিলা মানব। পাল্টা হাসবে কিনা দ্বিধা করছে লিউক, হঠাৎ পেছন থেকে জোর ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে কোনো মতে টাল সামলে নিল।

ফিরে তাকাল লিউক। চারকোণা গড়নের বিচিত্র এক প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। সারা শরীরে চোখ। সবটাই জ্বলছে। লিউক চাইতেই চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলল, 'নেগোলা ডেওয়াখি উলগাডার!'

মাথামুণ্ডু অর্থ কিছুই বুঝল না লিউক। তবে এটা বুঝল, ক্ষেপে আছে প্রাণীটা। মদের নেশায় চুর। টলছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল লিউক। কয়েকশো চোখ মেলে এই সেকেন্ড লিউককে দেখল। তারপর হাতের পাত্রটা বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'ডোখখা!'

'এ কোন মুসিবতে পড়লামরে, বাবা!' মনে মনে বলে সাহস করে এগিয়ে এল লিউক। শতচোখার বাড়ানো হাত থেকে পাত্রটা নিয়ে তরল পদার্থে চুমুক দিল। তারপর আবার ফিরিয়ে দিল পাত্রটা।

ছোঁ মেরে পাত্রটা নিল শতচোখা। তারপর বলা নেই কওয়া নেই, আচমকা আছাড় মারল পাত্রটাকে।

তড়াক করে একটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল অন্য একটা প্রাণী। শতচোখার পাশে এসে দাঁড়াল। এর চেহারা ক্যাপিবার আর বেবুনের মাঝামাঝি একটা কিছু। আরেকটা চেয়ার থেকে উঠে এসে শতচোখার অন্য পাশে দাঁড়াল একজন কোরেলিয়ান। হাতের ইঙ্গিতে শতচোখাকে দেখিয়ে ট্যাটুইনের জাতীয় ভাষায় বলল, 'ও তোমাকে পছন্দ করছে না।'

'সেজন্যে আমি দুঃখিত,' এ ছাড়া আর কি কথা বলবে বুঝতে পারছে না লিউক।

'আমি তো দুচোখে দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে।'

'তার জন্যেও আমি দুঃখিত!'

'কি?' ধমকে উঠল কর্কশ গলা। পেছন থেকে এল ধমকটা। ফিরে তাকাল লিউক। এই প্রাণীটা বেবুন আর ইদুরের মাঝামাঝি। 'উল্টোপাল্টা কথা বলছো কেন, ছোকরা?'

'আমাদের অপমান করছে,' বলল ক্যাপিবারা-বেবুন। 'ব্যাটা জানে না তো কে আমরা।

সবাই ফেরারী আসামী। বারোটা গ্রহের পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের। ধরতে পারলে ছিঁড়ে ফেলবে।'

'মাফ করবেন...' বাধা পেয়ে থেমে গেল লিউক।

'মাফ!' চেঁচিয়ে উঠল ইঁদুর বেবুন। 'বলে কি? ব্যাটাকে তো এখুনি খুন করা উচিত!'

প্রাণীটার গর্জনে হলের সবাই ফিরে তাকাল এদিকে। কয়েকটা ভীতু টাইপের জীব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল বারের ওপাশে।

কোরেলিয়ান ছাড়া তিনটে প্রাণীর হাতেই অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। প্রমাদ গুনলো লিউক।

'বাচ্চা এই ছেলেটাকে নিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই,' লিউকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন জেনারেল কেনবি। 'ঝগড়া ভুলে যাই এসো। চলো তোমাদের কিছু খাওয়াই।'

উত্তরে প্রকাণ্ড হাত বাড়িয়ে রে পিস্তলের নল দিয়ে লিউকের কপালে জোড়ে বাড়ি মারল শতচোখা। একটা টেবিলের ওপর উল্টে পড়ল লিউক। তারপর টেবিলশুদ্ধ হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ছিটকে পড়ে ঝন ঝন শব্দ তুলল ধাতব গ্লাস জগ-প্লেট।

লিউকের চিত হয়ে পড়া দেহের দিকে পিস্তল তাক করল শতচোখা।

'খবরদার!' ধমকে উঠল বারটেন্ডার। 'এখানে গোলাগুলি চলবে না!'

'চু-ও-ওপ!' ভয়ংকর গলায় বারটেন্ডারকে ধমকে উঠল ইঁদুর বেবুন। পিস্তল তাক করল বারটেন্ডারের দিকে।

কোমরে হাত দিলেন জেনারেল কেনবি। টান মেরে খুলে আনলেন লাইট সেবার। রুক্ষ চেহারার কোরেলিয়ান চেঁচিয়ে উঠল। সাবধান করছে সঙ্গীকে। পিস্তল হাতে পাঁই করে ঘুরল ইঁদুর বেবুন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তীব্র নীল আলোর ঝলকে ক্ষণিকের জন্যে নীল হয়ে গেল ঘরের ভেতর। পরক্ষণেই দেখা গেল, মেঝেতে রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে ইঁদুর বেবুন। হাত দুটো কব্জি থেকে অদৃশ্য। বুকে বিশাল এক গর্ত।

সঙ্গীর পরিণতি দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল শতচোখা সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘুরল। পিস্তলটা তুলে ধরতে গেল জেনারেলের দিকে। কিন্তু সেও দেরি করে ফেলল। আবার ঝলসে উঠল নীল আলো। চৌকোণা প্রায় বর্গাকার দেহটা দুটো আয়তক্ষেত্রে পরিণত হলো। চিরে দুই ভাগ হয়ে গেছে। দুটো ভাগ পড়ল দুদিকে।

কোরেলিয়ান আর ক্যাপিবারা বেবুনের দিকে তাকালেন জেনারেল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুই মৃত সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। অস্ত্র তাক করলেন জেনারেল। পাঁই করে ঘুরেই ছুট দিল দু'জনে। এক দৌড়ে একেবারে ঘরের বার।

ঘরের সকলের দিকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঝুঁকলেন একবার জেনারেল। সোজা হয়ে আলোক-তলোয়ারটা কোমরে গুঁজে রাখলেন আবার। কলগুঞ্জন উঠল ঘরের ভেতরে।

বারটেন্ডার আর তার সহকারী এগিয়ে এসে লাশগুলোকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল।

ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এল গরিলা-মানব। দাঁত বের করে ভীষণ হাসি হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল লিউকের দিকে, 'আমি চিউবাকা। একটা স্পেশ শিপের ফার্স্ট মেট,' লিউককে ছেড়ে জেনারেলের দিকে ফিরে বলল, 'একটু আগে বলছিলেন শিপে সীট দরকার। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই চলুন। আসুন।' জেনারেলের হাত ধরে টানল চিউবাকা।

স্টেশনের বাইরে অনিশ্চিত পদক্ষেপে পায়চারি করছে সি-থ্রিপিও। অন্য একটা টকটকে লাল আরটু ইউনিটের সঙ্গে ইলেকট্রনিক কোডে কথা বলছে ডি-টু। একটু দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জন সৈনিক। সম্রাটের লোক। এদেরকে দেখেই স্পীডার থেকে নেমে এসেছে দুই রোবট।

এই সময় ছুটতে ছুটতে স্টেশন ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। রুক্ষ চেহারা। প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে যেন।

লোকটা বাইরে বেরিয়ে সৈন্য দু'জনকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল। উত্তেজিত ভাবে কি বলতে লাগল ওদের।

ধীরপায়ে ডি-টুর কাছে এগিয়ে গেল সি-থ্রিপিও। সৈন্য দু'জন আর লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ডি-টুকে বলল, 'ওদের হাবভাব মোটেও ভাল লাগছে না আমার!'

ছোট্ট কেবিনে বিশাল চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে এক যুবক। লিউকের চেয়ে বছর পাঁচেক বেশি হবে বয়স। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, ভয় কাকে বলে জানা নেই তার। যে কোনো রকমের মারাত্মক ঝুঁকি নিতে পিছপা নয়।

আগন্তুকরা কেবিনে ঢুকল।

গরগর করে কি বলল গরিলা মানব চিউবাকা। মাথা নাড়ল যুবক। পাইলট সে। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন।

জেনারেল কেনবির দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, 'সত্যিই মিস্টার...'

'কেন কেনবি,' বলে দিলেন জেনারেল।

'হ্যাঁ, মিস্টার কেনবি, লাইট সেবার চালাতে আপনার জুড়ি নেই,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল যুবক। 'আজকাল যোদ্ধা তো দূরে থাক, এই জাতের অস্ত্রই দেখি না।' উঠে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি হ্যান সোলো। আমার শিপের নাম মিলেনিয়াম ফকন। চিউইয়ের কাছে জানলাম, অ্যালডেরানে যেতে চাইছেন আপনারা?

'ঠিকই শুনেছ,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু তোমার শিপ ছুটতে পারে তো?'

'অর্থাৎ, এর আগে শিপটার নাম শোনেননি আপনি!'

'শোনা উচিত ছিল, ভাবছো?'

'ভাবছি মানে, রীতিমত মিস করেছেন। কোরেলিয়ান, চাই কি, সম্রাটের শিপগুলো পর্যন্ত পেরে উঠে না ফকনের সঙ্গে। তা, আপনার মাল নিয়ে যাবেন তো?'

'মাল ঠিক নয়, দুটো রোবট। আর আমরা এই দু'জন,' লিউককে দেখিয়ে বললেন জেনারেল। 'তোমার শিপ ভাড়া করতে চাই আমরা এক শর্তে। কোনোরকম প্রশ্ন করা চলবে না।'

'কিন্তু কি ধরনের ঝামেলায় পড়েছেন, জানতে চাই,' সহজ কণ্ঠ সোলোর।

সোলো বুদ্ধিমান, বুঝতে পারলেন জেনারেল। যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন দুই সেকেন্ড। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'সম্রাটের সেনাবাহিনীর খোঁচাখুঁচি এড়াতে চাই।'

'ব্যাপারটা কঠিন,' ভাবছে সোলো। মনস্থির করে নিয়ে বলল, 'তা ঠিক আছে, নেব আপনাদের। কিন্তু বেশি ভাড়া দিতে হবে। দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স। এবং কোনো প্রশ্ন করব না।'

ভাড়ার টাকার অংক শুনে হাঁ হয়ে গেছে লিউক। বলল, 'ওই টাকায় তো একটা শিপই কেনা যায়!'

'তা যায়। কিন্তু চালক পাওয়া যায় না।'

'কিনতে পারলে আমিই চালাতে পারব,' চটে উঠে বলল লিউক।

কাঁধে হাত রেখে লিউককে থামালেন জেনারেল। সোলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অত টাকা নেই আমার কাছে।'

'তাহলে আমি দুঃখিত।'

'এক কাজ কর,' সোলোকে হাতছাড়া করতে চান না জেনারেল, 'এখন দু'হাজার টাকা আগাম নাও। অ্যালডেরানে পৌঁছে আরও পনের হাজার দেব তোমাকে'।

'পনেরো হাজার!' অবাক হলো সলো, 'দশ হাজার নেই, সতেরো হাজার আসবে কোত্থেকে?'

'অ্যালডেরান সরকার দেবে,' সোজাসাপটা জবাব জেনারেলের।

'কেন?'

'টাকা দিলে প্রশ্ন করবে না বলছো, এবং কথার বরখেলাপ করেছ এখুনি,' গম্ভীর জেনারেল।

'সরি!' শ্রাগ করল সোলো। 'ঠিক আছে, আমি রাজি। এত টাকার জন্যে ঝুঁকি নিতে খারাপ লাগবে না। কিন্তু সাবধানে থাকবেন। বাতাসে শত্রুর গন্ধ পায় সম্রাটের বাহিনী। আগামীকাল সকালে ডকিং বে নাইনটিফোরে দেখা করবেন। চলি।'

দরজার কাছে এগিয়ে গেল সোলো। একবারও পেছনে না তাকিয়ে গট গট করে হেঁটে চলে গেল।

ক্যান্টিনে এসে ঢুকেছে চারজন সৈনিক। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পিনপতন নীরবতা। নিমেষে বন্ধ হয়ে গেছে বিচিত্র হাঁকডাক, হৈ-চৈ।

চারজনের মধ্যে একজন অফিসার। অহংকারী পায়ে হেঁটে গিয়ে বারটেন্ডারের সামনে দাঁড়াল সে। কি যেন জিজ্ঞেস করল।

আঙুল তুলে কেবিনের দিকে নির্দেশ করল বারটেন্ডার। আবার কি বলল অফিসার।

ঘুরল অফিসার। আগে আগে হাঁটছে বারটেন্ডার।

কেবিনের ভেতরে উঁকি দিয়েই চমকে উঠল বারটেন্ডার। সে মিছে কথা বলেছে ভেবে বসবে না তো অফিসার?

খালি কেবিন। কেউ নেই।

আট

আদেশ অমান্য করে গাড়ি থেকে নেমে আসায় রোবট দুটোকে ধমক লাগাল লিউক। তারপর আবার স্পীডারে গিয়ে বসার নির্দেশ দিল।

দ্রুত হেঁটে গিয়ে স্পীডারে উঠে বসল সি-থ্রিপিও। জোরে হাঁটতে পারে না ডি-টু। তবু তাড়াতাড়ি চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল লিউক। আগের মতই তার পাশে বসলেন জেনারেল। সবার শেষে উঠল ডি-টু।

'আর ভাবনা নেই। শিপ অন্তত একটা পাওয়া গেছে। এখন কোনোমতে সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিতে পারলেই হয়,' বললেন জেনারেল।

'কিন্তু টাকা? এখনই তো দুহাজার দিতে হবে। তারপর অ্যালডেরানে গিয়ে আরও পনেরো হাজার...'

'পরের টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আপাতত দুহাজার জোগাড় করতে পারলেই হয়!'

'এটাই বা পাবেন কোথায়? আমার কাছে আছে ভেবেছেন?'

'তোমার কাছেই আছে। স্পীডারটা বিক্রি করলে টাকাটা পাওয়া যাবে।'

ভুরু কুঁচকে জেনারেলের মুখের দিকে তাকাল লিউক। তারপর তাকাল স্পীডারের নাকের দিকে। দীর্ঘদিন তার সেবা করে আসছে গাড়িটা। ছাড়তে মায়া হবে। কিন্তু উপায় নেই।

'ঠিক আছে, বেচেই দেব। এটা তো আর শিপে করে নিয়ে যেতে পারব না!'

একটা কেবিন থেকে বেরিয়েই আবার আরেকটা খালি কেবিনে গিয়ে ঢুকল সোলো, সঙ্গে চিউবাকা। এখান থেকে সদর দরজা এবং ক্যান্টিনের অনেকখানি চোখে পড়ে। সৈনিক চার জনকে ঢুকতে দেখল সোলো, কিন্তু পাত্তা দিল না।

ড্রিংক করছে চিউবাকা আর সোলো। কথা বলছে শিপের ভাড়া সম্পর্কে। সতেরো হাজার সত্যিই অনেক, বলাবলি করছে দু'জনে। এই সময় দু'জন লোক উঁকি দিল দরজায়। সৈনিক।

চিউবাকার চেহারা দেখেই থমকে গেল সৈনিক দু'জন। অনাহুতরা বিরক্তি উৎপাদন করল গরিলার। ভয়ংকর এক গর্জন করে উঠল চিউবাকা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল সৈনিকেরা, পালালো জায়গা ছেড়ে।

জোরে হেসে উঠল সোলো। বলল, 'ব্যাটারা কাপড় খারাপ করে ফেলেছে, গিয়ে দেখ!' হাসি শেষ হলে বলল, 'হ্যাঁ চিউই, ভাড়া তো পাওয়া গেল। এখন চলো যাই, শিপটার সার্ভিসিং করে ফেলি। অনেক দূর যেতে হবে কাল।'

'কতটা দূর, সোলো?' দরজার কাছ থেকে গম্ভীর শব্দ। কণ্ঠস্বরটা যান্ত্রিক।

তাকাল সোলো। গরিলাও তাকাল। মারাত্মক অস্ত্রের নলের মুখটা সোলোর পেট বরাবর চেয়ে আছে। প্রাণীটা কোন্ দিকে চেয়ে আছে বোঝার উপায় নেই।

অদ্ভুত এক প্রাণী। মানুষের মতই দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় নিষ্প্রাণ দুটো চোখ, ট্যারা লোকদের মত উল্টোপাল্টা চেয়ে আছে। মুখটা হাতির মত। নাকের জায়গায় ছোটখাট এক শুঁড়। বিশাল মাথায় খোঁচা খোঁচা তীক্ষ্ণ কাঁটা। চামড়ার রঙ সবুজ।

এই কিম্ভূত মূর্তি দেখে ঘুমের ভেতর আঁতকে উঠবে লোকে। কিন্তু চোখের পাতা সামান্যতম কাঁপল না সোলোর। ধীরে সুস্থে বলল, 'তোমার মনিব জ্যাব্বার কাছে যাচ্ছিলাম। অনেক টাকা পায় সে আমার কাছে। এবার শোধ দেব।'

'ঠিক এই কথাই বলেছ তুমি গতকাল, গত সপ্তাহে, গত মাসে, গত বছরে। এক গল্প বার বার শুনলে কান পচে যায়।'

'টাকাটা কিন্তু সত্যিই এবার জোগাড় করেছি আমি।'

'দিয়ে দাও তাহলে।'

উঠতে যাচ্ছিল সোলো, কিন্তু অস্ত্রের মুখটা নড়ে উঠল। আবার বসে পড়ল সোলো। ট্রিগার টিপতে সামান্যতম দ্বিধা করে না জ্যাব্বার অনুচরেরা।

'খামোকা গণ্ডগোল করছ তুমি, শুঁয়াপোকা! টাকা জোগাড় করেছি বলেছি, কিন্তু সঙ্গে নেই। অত টাকা সাথে রাখে নাকি কেউ? বিশেষ করে শুঁয়াপোকাদের উৎপাত যেখানে বেশি?'

'ধানাই পানাই বাদ দিলে খুশি হবো। চলো আমার সঙ্গে। হয় টাকা দেবে, নয়তো আজ তোমার শিপ দখল করে নেবে জ্যাব্বা।'

'এবং তাহলে প্রথমে আমাকে খুন করতে হবে তোমাদের।'

'কোথায় খুন করব? কেবিন তোমার পছন্দ, না রাস্তা?'

'এমনিতেই এই ক্যান্টিনে দুটো খুন হয়ে গেছে, একটু আগে। আরেকটা খুন হোক, চাইবে না বারটেন্ডার। ডাকাত বলে সুনাম আছে তার।'

'ওরা ডাকাত ডাকাত খেলা করে আসলে। সত্যিকার ডাকাত হতে ওদের অনেক সময় লাগবে। টেরই পাবে না, কখন মরে গেছ তুমি। তোমাকে মেরে ফেলতে কিন্তু বেশ লাগবে আমার। গতকালই হাতটা বড্ড নিশপিশ করছিল। জ্যাব্বার দয়ার জন্যে পারলাম না।'

'ঠিক বলেছ...' সোলোর হাতটা টেবিলের তলায় তার ডান হাঁটুর কাছে চলে গিয়েছিল, খেয়াল করেনি শুঁয়াপোকা। যখন করল, দেরি হয়ে গেছে। উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠল কেবিনের ভেতর, বিস্ফোরণের কান ফাটানো শব্দ হলো। ঘনকালো অ্যাসিড ধোঁয়ার অন্ধকার হয়ে গেল কেবিনের ভেতর।

ধোঁয়া সরে গেল। মাটিতে কুৎসিত ভঙ্গিতে পড়ে আছে শুঁয়াপোকার আধখানা শরীর। পেটের ওপর থেকে বাকিটুকু অদৃশ্য হয়ে গেছে। পড়ে থাকা মাংসপিণ্ড থেকে ধোঁয়া উঠছে। মাংসপোড়া গন্ধে ভরে গেছে বাতাস।

সোলোর হাতের বম্ব-পিস্তলের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। ক্যান্টিনের লোকেরা তাকিয়ে আছে এদিকে। কয়েকজন মিটিমিটি হাসছে। মজা পেয়েছে যেন।

গট গট পা ফেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সোলো। বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে একমুঠো মুদ্রা বের করে বাড়িয়ে দিল বারটেন্ডারের দিকে। বলল, 'মদের আর খাবারের দাম বাদে যা থাকে, সেটা কেবিন পরিষ্কারের জন্যে।'

গরিলা-মানবকে নিয়ে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল মিলেনিয়াম ফকনের পাইলট।

সরু রাস্তার ধারে ছোট ছোট স্টলে দামী মালপত্র বিক্রি করছে কালো পোশাক পরা দোকানীরা।

স্টলগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সম্রাটের সৈনিকেরা, কটমট করে তাকাচ্ছে দোকানীদের দিকে। মস এইসলীর এই মাটির তলার শহরে পথগুলো সরু, দেয়ালগুলো উঁচু, মসৃণ। নোংরা, ঘিঞ্জি এলাকা।

স্টলে খরিদ্দারের ভিড়। মানুষ, বিচিত্র প্রাণী আর রোবটেরা জিনিসপত্র কিনছে, দরাদরি করছে দোকানদারের সঙ্গে। বেআইনী দ্রব্যও বেচাকেনা হয় এখানকার অনেক দোকানে।

শহরে ঢোকার জন্যে সুড়ঙ্গ মুখ আছে। গরম হাওয়া ঢুকছে ওই পথে। বিচ্ছিরি আবহাওয়া।

একটা বন্ধ দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল একজন সৈনিক। দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল একজন বুড়ো লোক। সারা গায়ে বালি। ঠাণ্ডা বালিতে গলা ডুবিয়ে ছিল।

'তোমার দোকানে রোবট লুকিয়ে রেখেছো, ঠিক বলিনি?' জিজ্ঞেস করল সৈনিক।

'ঠিকই বলেছ, যদি আমাকে রোবট মনে কর,' গজ গজ করছে বুড়ো। 'দেখছো না, আমার সারা গায়ে বালি? তরমুজের ব্যবসা করি আমি, বুঝেছো? আর এটাও তোমার বোঝা উচিত, বালিতে রোবট বাস করতে পারে না। ঠিক আছে?'

বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল সৈনিক। শ্রাগ করল। তারপর ফিরে নেমে এল রাস্তায়। সন্দেহজনক অন্য দোকানের খোঁজ করছে, যেখানে রোবট লুকিয়ে রাখা যায়।

দোকানের দরজা আবার বন্ধ হয়ে যেতেই ভেতর থেকে বিড় বিড় করে বলল সি-

থ্রিপিও, 'সব তোমার দোষ, বোকা বালতি! সেই শিপেই বলেছিলাম, চলো সম্রাটের লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করি। না, তা না! ওফ্ফ্, কি ভোগান্তিই না যাচ্ছে কটা দিন ধরে!'

'বীপ-বীপ!' *(বোকার মত কথা বলো না সি-থ্রিপিও।)*

'তা তো বলবই না। তোমার মত তো আর তিনটে ঠ্যাং নেই আমার। রীতিমত মানুষ আমি। বালিতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আচ্ছা বাপু, আমাদের এই বদ্ধ ঘরে না রেখে গেলেই চলছিলো না মাস্টার লিউকের!'

'বীপ-বীপ।' *(চলছিল না। তোমার চেয়ে মানুষের মাথায় বুদ্ধি অনেক বেশি।)*

'মুখ সামলে কথা বলো, 'বেঁটে বামন...' রাগে চেঁচিয়ে উঠল সি-থ্রিপিও।

'এই ধাতব-পাঁঠারা, থামবি!' ধমক দিল বুড়ো। 'তোদের লুকিয়ে রাখাটাই বোকামি হয়ে গেছে। কোন্ ব্যাটা সৈনিক কোন্খান থেকে হঠাৎ এসে দেখে ফেলবে, আর সোজা মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেবে আমার! মরে গেলে টাকা দিয়ে কি করব বলতে পারিস?'

'কিচ্ছু না!' এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে সি-থ্রিপিও।

'চো-ও-ও-ও-প!' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'জয়েন্টে বালি ঢেলে দেব আর টুঁ শব্দ করলে...'

আর কথা বলল না সি-থ্রিপিও।

ওদিকে, দোকানের বাইরে সরু রাস্তার এক প্রান্তে খোলা বাজার বসেছে। পুরানো মাল বেচাকেনা হয় এখানে। ল্যান্ডস্পীডারটা নিয়ে দাঁড়িয়েছে লিউক আর জেনারেল কেনবি। একটা অতিকায় পতঙ্গ গোছের প্রাণী দামদস্তর করছে ওদের সঙ্গে।

অনেক দরাদরি কষাকষির পর দাম ঠিক হলো। যেন নিজের রক্ত দিচ্ছে, এমনি ভাবে টাকা বার করে দিল পতঙ্গ।

টাকাটা গুণে নিলেন জেনারেল।

স্পীডারের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিউক। পুরানো দিনের শেষ স্মৃতিটাও শেষ।

'দুঃখ করো না, লিউক। বেঁচে থাকলে আবার গাড়ি হবে তোমার,' সান্ত্বনা দিলেন জেনারেল।

'এটা নিয়ে দুঃখ করার কোনো মানেই হয় না,' বলল পতঙ্গ। 'এটা বেচে দিয়ে ভালই করেছ। এক্সপি-থার্টি এইট বেরোনোর পর এগুলো প্রাচীন হয়ে গেছে।'

'তাহলে তুমি কিনলে কেন?' বলতে গিয়েও বলল না লিউক। জেনারেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এখনও তো চারশো টাকার টান রয়ে গেল?'

'ওটা আছে আমার কাছে,' লিউকের হাত ধরে টানলেন জেনারেল। 'চলো যাই।'

শেষবার স্পীডারটার দিকে তাকিয়ে ফিরল লিউক। পুরানো জীবনের শেষ যোগসূত্রটা ফেলে রেখে এগিয়ে চলল সামনে।

শিপটা আকারে ছোট। দেখতে, দুটো বিশাল পিরিচ একটার ওপর আরেকটা উপুড় করে রাখলে যেমন, তেমনি। মিলেনিয়াম ফকন।

ডকিং বে-র প্রবেশপথ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আধ-ডজন প্রাণী। তার মধ্যে একজন মানুষ। সব কজনই খুনী।

প্রাণীগুলো কুৎসিত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি জঘন্য মনে হচ্ছে মানুষটাকে। মাংস আর ময়লার এক বিশাল স্তূপের ওপর বসানো যেন রুক্ষ এলোমেলো চুলে থাকা প্রকাণ্ড মাথাটা। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হলুদ দাঁত বের করে হাসল জ্যাব্বা। তারপর এগিয়ে গেল শিপের কাছে।

'হ্যান সোলো?' ডাকল জ্যাব্বা।

শিপের খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল সোলো। জ্যাব্বাকে দেখেই হাসল।

'তোমার জারিজুরি এখানেই শেষ, সোলো,' খুশি খুশি গলায় বলল জ্যাব্বা। তার দু'পাশে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটা আততায়ী।

'নাকি তোমার?' পেছন থেকে গরগর করল কেউ।

চমকে ফিরে তাকাল জ্যাব্বা আর সঙ্গীরা। বিশাল দাঁত বের করে হাসছে মানব-গরিলা। নিরস্ত্র।

'ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়ে লাভ নেই, চিউই,' শিপের দরজায়ই দাঁড়িয়ে আছে সোলো। 'জ্যাব্বা, ওর কথায় কিছু মনে করো না।'

'না, মনে করিনি,' যেন সোলোকে অভয় দিচ্ছে জ্যাব্বা। তা, হ্যান, মাই বয়, আমার টাকাটা দিচ্ছো না কেন তুমি? তাছাড়া গ্রীডকে তো এমন ভাবে খুন না করলেও পারতে?'

'শুঁয়াপোকাটাকে দেখে বমি করে দিচ্ছিলাম আমি,' মুখটাকে করুণ করে তুলল সোলো। যেন বমি ঠেলে আসছে এখন আবার। 'এক কাজ করো, জ্যাব্বা। তোমার লোকগুলোকে খেলনা পকেটে ঢোকাতে বলো। চিউই আবার নার্ভাস ফিল করে। ক্ষেপে গেলে শেষ মেরুদণ্ড ভাঙবে তোমাদের। বস্ত্র-পিস্তল হাতের কাছে থাকলে আমারও স্বভাব খারাপ হয়ে যায়।'

পেছন ফিরে আরেকবার তাকিয়ে দেখল জ্যাব্বা। কোমরে হাত দিয়ে ভয়ংকর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গরিলা মানব। অস্ত্রটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো জ্যাব্বা। সঙ্গীদেরও অস্ত্র সরানোর আদেশ দিল।

'আমাদের মাঝে শত্রুতা থাকা উচিত নয়,' কর্কশ গলাটাকে যথাসাধ্য নরম করার চেষ্টা করল জ্যাব্বা। 'দীর্ঘদিন ধরে একসাথে কাজ করছি...'

'বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবেই নিশ্চয় শুঁয়াপোকাটাকে পাঠিয়েছিলে আমাকে খুন করতে?' হাসল সোলো।

'না, না, হ্যান,' তাড়াতাড়ি বলল জ্যাব্বা। 'সেরা স্মাগলার তুমি। তোমাকে খুন করে ব্যবসা নষ্ট করব নাকি আমি? আসলে টাকা আদায় করতে গিয়েছিল গ্রীড। হাজার হোক, ব্যবসায়ে তারও ভাগ আছে। তার দামী মশলার বস্তাগুলো জাহাজ থেকে ফেলে দিলে তুমি!'

এ ছাড়া উপায় ছিল না। যেভাবে সম্রাটের লোকেরা পেছনে ধাওয়া করেছিল!'

'ওসব যাক। তা টাকাটা এখন দিচ্ছে তো?'

'দিন কয়েক পরে। সুদসমেত সব দিয়ে দেব এবার। কথা দিচ্ছি।'

চোখ একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল জ্যাব্বার। পেছন দিকে তাকাল। এক কদম এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছে চিউবাকা। অসহায়ের মত আবার সোলোর দিকে ফিরল, 'ঠিক আছে, আরেকবার সুযোগ দিলাম তোমাকে। তবে, এইই শেষ সুযোগ। তারপর অন্য ব্যবস্থা নেব আমি। মনে রেখো, তোমার চেয়ে চালাক আর চিউবাকার চেয়ে ভয়ংকর প্রাণী ও পাওয়া যায় পয়সা ছিটাল।

'তার দরকার হবে না,' হাসছে সোলো।' 'তোমার টাকা তুমি ফেলত পাবে। অবশ্য...'

'কি অবশ্য?'

'যদি ফিরে আসতে পারি অ্যালডেরান...' আচমকা থেমে গেল সোলো। বুঝল মুখ ফসকে জ্যাব্বার সামনে নামটা উচ্চারণ করাটা উচিত হয়নি একেবারেই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে ডার্ক লর্ড ডার্থ ভেডার। তার পাশাপাশি তাল রেখে চলতে রীতিমত ছুটতে হচ্ছে কমান্ডারকে। ব্যাটল স্টেশনের করিডোর হাঁটছে। ভেডার চিন্তিত। তাদের দু'জনের পেছন পেছন আসছে কিছু কর্মী।

'কোনো খোঁজ পেয়েছ?' চলতে চলতেই জিজ্ঞেস করল ভেডার।

'ট্যাটুইনের ইন্টারন্যাশনাল স্পেশ স্টেশনে তল্লাশী করছে সৈন্যেরা। রিপোর্ট আসছে। রোবট দুটো খুঁজে পাবে ওরা, আশ্বাস দিয়েছে অফিসার ইন-চার্জ, বলল কমান্ডার।

'দরকার হলে আরও লোক পাঠাও। যে কোনো বাধাকে প্রতিহত করার আদেশ দাও সৈন্যদের। মোট কথা, রোবট দুটো আমার চাইই। এবং যত শীঘ্র সম্ভব। এদিকে, কিছুতেই কথা বের করা যাচ্ছে না লেইয়া অরগানার মুখ থেকে। সাংঘাতিক মেয়ে!'

'টারকিনের প্ল্যানমাফিকই কাজ করতে হবে হয়তো,' বলল কমান্ডার।' বিপ্লবী মহিলা সিনেটরের প্রিয়জনের ওপর...'

'আগে রোবটদুটো খুঁজে বার করগে,' বাধা দিয়ে বলল ডার্থ ভেডার।

নাইনটিফোর ডকিং-বে। ঢোকার একটিমাত্র পথ। পাথুরে মাটিতে প্রকাণ্ড এক গর্ত খুঁড়ে শিপ ল্যান্ড করানোর জায়গা হয়েছে। সরল মধ্যাকর্ষণ বিরোধী ড্রাইভের প্রভাব এই গর্তের বাইরে যাবে না। স্পেসড্রাইভের অংকতত্ত্বের দিকটা জানা আছে লিউকের। যথেষ্ট পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ সমন্বিত কোনো বস্তু কোনো গ্রহ থেকে দূরে যেতে হলে অ্যানটিগ্র্যাভ কাজে লাগে। এই গর্তে বসেই অ্যানটিগ্র্যাভ তৈরি করে নেয় শিপের ইঞ্জিন। মহাকাশে, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই, সেখানে সুপ্রালাইট ড্রাইভ কাজে লাগানো হয়। তাই দু'ধরনের ড্রাইভেরই ব্যবস্থা থাকে এখানকার মহাকাশযানগুলোতে।

টোল খাওয়া ছোট মহাকাশযানটা তৈরি হয়েছে অন্যান্য বাতিল মহাকাশযানের অক্ষত টুকরোটাকরা দিয়ে। সমস্ত যানটাতে অসংখ্য জোড়াতালি।

জেনারেল কেনবির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল লিউক, 'শিপ হাইপারস্পেসে টিকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার!'

কান খুব পাতলা সোলোর। শিপের কাছে দাঁড়িয়ে খুটখাট কি করছিল, ফিরে দাঁড়াল। হাসল। 'ঘাবড়াবেন না। আসলে বাইরে থেকে বিশ্বাস হচ্ছে না আপনাদের, কিন্তু আলোর গতির চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট বেশি জোরে ছুটতে পারে এটা। ইঞ্জিনের কাজ নিজে করি আমি। বিশেষ কিছু পার্টস বদলে নিয়েছি, ফলে পঙ্খীরাজ হয়ে গেছে এটা।'

'পঙ্খীরাজ কি?' জিজ্ঞেস করল লিউক।

'শুনেছি পৃথিবীতে এই দ্রুতগামী উড়ুক্কু জীবের বাস,' কান চুলকাচ্ছে সোলো। ঘুরে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এল চিউবাকা। সোজা গিয়ে দাঁড়াল সোলোর কাছে। উত্তেজিত কণ্ঠে কি বলল।

পুরোটা শুনলও না সোলো। পাঁই করে ঘুরল। উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে বলল, ' সম্রাটের বাহিনী! এক্ষুণি উড়াল দিতে হবে আমাদের! শা-আ-লা জ্যাব্বা-আ-হ...'

সবার আগে গিয়ে শিপে উঠল চিউবাকা। রোবট দুটোকে ঠেলে তুলে দিলে সোলো আর লিউক। জেনারেল কেনবি উঠলেন, তাঁর পেছনে লিউক। সবার শেষে উঠল সোলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল শিপের। আগেই ইঞ্জিন চালু করে ফেলেছে চিউবাকা। বিশাল থাবায় কন্ট্রোল বোর্ডের ছোট ছোট সুইচগুলো অনায়াসে নাড়াচাড়া করছে। অসংখ্য ছোটবড় টিভি টিউবে আলোর সর্পিল ঝিলিক।

বড় টেলিভিশনটায় ফুটে উঠল ছবি। সম্রাটের বর্মপরা সৈনিকেরা এগিয়ে আসছে মার্চ করে। সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

'চিউই!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল সোলো, 'ডিফ্লেক্টর শীল্ড চালু কর, জলদি!'

গুঞ্জন উঠল। বাড়ছে ইঞ্জিনের কোলাহল। এই সময় গুলি করল সৈন্যেরা।

সমস্ত স্টেশনটায় অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল। বহুদূর থেকে এই শব্দ শোনা যায়। মাথা তুলে ইতিউতি চাইছে জনসাধারণ।

উড়াল দিল মিলেনিয়াম ফকন। রে গানের রে কে ফাঁকি দিয়ে উঠে পড়েছে হলুদ আকাশে।

নিচে থেকে সৈন্য এবং অন্যান্য লোকেরা দেখল, নিমেষে ছোট হতে হতে পিনের ডগায় রূপান্তরিত হয়েছে একটা মহাকাশযান। পরমুহূর্তেই হারিয়ে গেল ওদের দৃষ্টি পথ থেকে। অ্যাক্সিলারেটর বেল্ট কোমরে এঁটেছিলেন, খুলে আরাম করে বসলেন জেনারেল কেনবি। পাশের সীটে বসেছে লিউক। উত্তেজিত।

চিউবাকাকে কন্ট্রোল থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ড্রাইভিং সীটে বসল সোলো। পাশে বসে কিছু যন্ত্রের ওপর নজর রাখছে ফার্স্ট মেস্ট। একটা ছোট পর্দার ওপর নজর রাখতে রাখতে হঠাৎ গরগর করে উঠল চিউবাকা। আঙুল তুলে সোলোকে দেখালো, 'দুটো...না, না, তিনটে...তিনটে ডেস্ট্রয়ার! সরকারী জিনিস!'

'আমাদের প্যাসেঞ্জারদের অপছন্দ করে ওরা,' ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল সোলো, 'জায়গামত সরিয়ে বসাও ডিফ্লেক্টর শীল্ড। সুপ্রালাইট জাম্পের জন্যে তৈরি হচ্ছি আমি। ততক্ষণ ঠেকাও ওদের।'

বিশাল রোমশ আঙুলগুলো দ্রুত নড়ছে কম্পিউটার ইনপুট টারমিলের ওপর। গভীর মনোযোগে কাজ শুরু করে দিয়েছে চিউবাকা।

নিজের কাজে ব্যস্ত সোলো। তার আঙুলগুলোও দ্রুত নড়ছে কন্ট্রোল বোর্ডের সুইচ থেকে সুইচে।

'বীপ-বীপ!' *(আবার যুদ্ধ!)*

'জাহান্নামে যা, বোকা বালতি! যতো নষ্টের মূল!' ধমকে উঠল সি-থ্রিপিও।

চুপ করে গেল ডি-টু।

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল লিউক। বড় সাইজের একটা কমলালেবুর মত দেখাচ্ছে এখান থেকে ট্যাটুইনকে। রঙও পাকা কমলার মত। পেছনে তাকাল। তিনটে আলোক বিন্দু। ছুটছে। তাড়া করেছে ফকনকে।

ফিরে তাকাল সোলো। বলল, 'পাঁচটা ডেস্ট্রয়ার। পেছনে তিনটে, দুদিন থেকে আসছে আরও দুটো। কি করেছেন আপনারা, মিস্টার কেনবি? সম্রাটের বাহিনী এভাবে পেছনে লেগেছে কেন?'

'প্রশ্ন নিষিদ্ধ, আগেই শর্ত আরোপ করেছি,' গম্ভীর কণ্ঠ জেনারেলের।

'মিস্টার সোলো,' বলল লিউক। তার গলায় বিদ্রূপ। 'আপনার শিপ নাকি সাংঘাতিক ছোটো!'

'মুখ সামলে কথা বলবে, ছোকরা!' ক্ষেপে গেল সোলো। 'নইলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। ভেসে ভেসে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে। আগে তো মহাকাশে আসোনি কখনো, জানবে কি করে? আরে বোকা, ওগুলো এখনো ঢের দূরে। স্পীড বাড়াবো আমি সুপ্রালাইট জাম্পের পর। হাইপার স্পেসে আমাদের ধরতে পারবে না ওরা। এ ছাড়াও, ওদের ফাঁকি দেবার আরও কিছু ট্রিকস জানা আছে আমার। কিন্তু এতো দামী তোমরা সম্রাটের কাছে, আগে বোঝা উচিত ছিল!'

'প্যাসেঞ্জার করতেন না নাকি তাহলে?'

'অবশ্যই করতাম। তবে আরও অনেক বেশি দামে।'

হঠাৎ ভিউপোর্টের পর্দায় লাল আলোর ঝলক উঠল। কালো মহাকাশে সূর্য জ্বলে উঠল যেন অকস্মাৎ। বিস্ফোরণ ঘটেছে মহাকাশে, শিপের কাছাকাছি। কেঁপে উঠল আলো সংরক্ষক শীল্ডগুলো পর্যন্ত।

'ইন্টারেস্টিং তো!' হাসছে সোলো। লোকটার স্নায়ুর জোর দেখে অবাক হলো লিউক।

'সুপ্রালাইট জাম্পের আর কত দেরি?' জানতে চাইল লিউক।

'ট্যাটুইনের মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে রয়েছি এখনো,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল সোলো। 'আর কয়েক মিনিট পরেই নেভিগেশন কম্পিউটার জাম্প করাবে। আমাদের নিয়ে যাবে হাইপার স্পেসে। তবে কম্পিউটারের সিদ্ধান্ত নাও মানতে পারি আমি। বিবেচনা করে দেখতে হবে, হাইপারড্রাইভ চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা।'

'আরও কয়েক মিনিট!' টেলিভিশনের পর্দার দিকে চেয়ে আঁতকে উঠল লিউক। দ্রুত বড় হচ্ছে আলোক বিন্দু। 'কত তাড়াতাড়ি আসছে ওরা, দেখছেন?'

'তো কি করব?' ধমকে উঠল সোলো। 'আমার চেয়ে বেশি বুঝলে, এসো, এসে বসো এখানে। তুমিই চালাও। যত্তোসব!' গজগজ করল সে। তারপর আবার বলল, 'হাইপারস্পেসে যাওয়াটা ছেলেখেলা মনে করেছ নাকি? হিসেব কিংবা সময়ের চুল পরিমাণ হেরফের হলে, যে কোনো তারায় গিয়ে ধাক্কা খেতে পারে জাহাজ। কিংবা ঢুকে যেতে পারে ব্ল্যাকহোলে। হতে পারে আরও অনেক কিছুই। এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব আমরা। কাজেই চুপচাপ বসে দেখ, আমি কি করি।'

বিস্ফোরণ ঘটল আবার। এবার আলোর ঝলক আরও কাছে। কম্পিউটারের গতিতে আঙুল ব্যবহার করছে চিউবাকা। একটা বোর্ডে বসানো লাল আলো জ্বলে উঠল। ডেঞ্জার সিগন্যাল।

'হয়েছে কি?' উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল লিউক।

'বিস্ফোরণের ধাক্কায় খুলে গেছে একটা ডিফ্লেক্টর শীল্ড,' জানাল সোলো। 'স্ট্রাপ বেঁধে নাও। হাইপারস্পেসে জাম্প করতেই হবে। সাবধান!'

হোল্ডের ভেতরে বসা সি-থ্রিপিও আর ডি-টুর স্ট্র্যাপ বেঁধে দিয়ে এলেন জেনারেল কেনবি। নিজের সীটে ফিরে এসে স্ট্র্যাপ বাঁধলেন দ্রুত। লিউক আগেই বেঁধে ফেলেছে। সবাই তৈরি।

ডিফ্লেক্টর আঘাত হানছে বিদ্যুৎ তরঙ্গ। ছিটকে এসে আঘাত হানছে ডি-টুর শক্তিশালী ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে। ওর খোঁজ করছে নাকি কেউ?

'অসহ্য!' গজগজ করছে সি-থ্রিপিও। 'আগে জানলে শিপে চড়ি! পালানো উচিত ছিল আগেই!'

এই সময় জোরে নেচে উঠল ফকন। সাংঘাতিক স্রোত যেন অকস্মাৎ জোর টান দিয়েছে জাহাজটাকে। প্রচণ্ড আকর্ষণে কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছুটে গেল শিপ।

ব্যাটল স্টেশন। কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকল অ্যাডমিরাল মোটটি। সারি সারি আলো জ্বলছে দেয়ালে। গভর্নর টারকিন দাঁড়িয়ে আছে ভিউস্ক্রিণের সামনে। সবুজ-রঙ একটা কমলালেবু যেন জ্বলজ্বল করছে পর্দায়।

'অ্যালডেরানের কাছে এসে গেছি,' বলল মোটটি। 'আপনার সাজেশন?'

'অপেক্ষা করো।'

অন্যদিকের দেয়ালের গায়ে একটা প্যানেল সরে গেল। দরজা। ভেতরে এসে

ঢুকল মহিলা সিনেটর, অ্যালডেরানের রূপসী রাজকন্যা লেইয়া অরগনা। দু'পাশে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী।

ফিরে তাকাল টারকিন। বলল, 'আমি...'

'জানি। স্টেশনে এসেই কুকুরের গায়ের গন্ধ পেয়েছি,' চাপা কঠিন কণ্ঠে বলল লেইয়া।

'তোমার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করতে খুব খারাপ লাগছে। একটু সহয়োগিতা করলেই আর মরতে হতো না। ভেডার বলেছে তুমি নাকি...'

'...কথা বলিনি। আসলে কুকুরদের ঘেন্না করি আমি। কথা বলব কি?'

'আরও ভাল অনেক বাক্য আছে।'

'এর চেয়ে খারাপ বাক্যও আছে, কিন্তু ব্যবহার করিনি। এতেই খুশি থাকা উচিত তোমার মত শয়তানের।'

চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল টারকিনের। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিক রাখলো। বলল, 'প্রিন্সেস, একটা চমৎকার জিনিস দেখাবো তোমাকে। প্রয়োগবিদ্যা কোথায় নিয়ে গেছে মানুষকে, দেখাবো। কতটা ধ্বংসক্ষমতা রাখে এই ব্যাটল স্টেশন, দেখবে। তাহলেই বুঝবে তোমাদের ছোটখাট বিপ্লবী সংগঠনগুলো আমাদের শক্তির কাছে কত নগণ্য।'

'টারকিন, জোর করে রাজ্য শোষণ করা যায়, শাসন নয়। বলপ্রয়োগে শান্তি আসে না, হয়তো কিছুদিন সিংহাসনে টিকে থাকা যায়। ফাঁস যতোই আঁটো না কেন, ফাঁক থাকবেই। সেই ফাঁক গলেই বেরিয়ে যাবে আদর্শবানেরা। তোমাদের যম হয়ে ফিরবে। তোমাকে চালাক ভাবতাম, গভর্নর। এখন বুঝছি, মস্ত বোকা তুমি। বিভ্রান্ত। তোমার ধ্বংস অনিবার্য।'

এই প্রথম হাসল টারকিন। ভয়ংকর হাসি। বলল, 'ভেডারের হাতে তুলে দেব তোমাকে। কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে ও মারবে তোমাকে, সেটা জানতে আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। এখন চলো, তোমাকে ব্যাটল স্টেশনের ধ্বংসক্ষমতা দেখাই। কিন্তু কিসের ওপর আঘাত হানবে অস্ত্র? একটা টার্গেট তো থাকবে হবে? এক কাজ করা যাক। মুখ খুলতে যখন নারাজ তুমি, অ্যালডেরানকে দিয়েই শুরু করা যাক। মাতৃগ্রহটা ধ্বংস হতে দেখলে কেমন লাগবে তোমার?' কুঁতকুঁতে চোখ মেলে সিনেটরের দিকে তাকাল গভর্নর। হাসছে বিচ্ছিরি চোখ দুটো।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে লেইয়ার। বড় বড় হয়ে উঠল চোখ। 'অ্যালডেরান কেন? ওখানে তো কোনো সামরিক ঘাঁটি নেই?'

'নেই। তবে তোমার গ্রহটাকে ধ্বংস করতে মজা পাব আমি। আমাকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে ওই গ্রহটা না হয় ধ্বংস হলোই।'

'কুকুরের চেয়েও নীচ তুমি! ফুঁসছে লেইয়া।

'তবু বলবে না, বিপ্লবীদের মূল ঘাঁটি কোথায়?'

'জানি না, জানি না...' এদিক ওদিক মাথা নাড়াতে নাড়াতে ফিসফিস করে বলল লেইয়া।

বরফ গলতে শুরু করেছে, বুঝল টারকিন। উত্তাপ আর একটু বাড়াল। ইলেকট্রনিক মাইক্রোফোনের মুখ ঠেকিয়ে আদেশ দিল কাকে যেন, 'বস্ব রেডি? অ্যালডেরানের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে পৌঁছেছি আমরা।'

'রেডি, গভর্নর, জবাব এলো মাইকে।

'গুড,' লেইয়ার দিকে ফিরল টারকিন। ভিউস্ক্রীনের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'ওই যে

গ্রহটা, অ্যালডেরান। আমি পাঁচ থেকে গুণে জিরোতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করবে ওরা,' মাইক্রোফোনে আবার মুখ ঠেকালো গভর্নর। চোখ লেইয়ার দিকে। গুণতে শুরু করল,' ফাইভ...ফোর...থ্রি...টু...ওয়ান...'

'থামো,' চেঁচিয়ে উঠল লেইয়া। 'ড্যানটুইন।' দু'হাতে মুখ ঢাকলো সিনেটর।

লেইয়ার পেছনে আগেই এসে দাঁড়িয়েছে ডার্থ ভেডার, উত্তেজনায় খেয়াল করেনি লেইয়া।

'বিপ্লবীদের মূল ঘাঁটি তাহলে ট্যাটুইন!' জালের মুখোশের ওপার থেকে বলল ভেডার।

ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না লেইয়া। কাঁদছে সে।

'বলেছিলাম না, ভেডার,' হাসি হাসি মুখে বলল টারকিন, 'যুক্তি মানতে বাধ্য হবে সিনেটর। ঠিকভাবে প্রশ্ন করতে জানলে উত্তর পাওয়া যাবেই। তাহলে আমাদের ছোট্ট অপারেশনটা শেষ করেই ড্যানটুইনে যাব আমরা,' মাইক্রোফোনে মুখ ঠেকালো সে, 'গানার! রেডি?'

'ইয়েস, স্যার,' মাইকে জবাব এল।

চমকে মুখ তুলে তাকাল লেইয়া।

'এবারে আর ফাঁকিজুঁকি নয়। আমি ফায়ার বললেই ফায়ার করবে।'

'কোথায় ফায়ার করবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল লেইয়া। উত্তরটা আসলে শুনতে না হলেই বাঁচে সে। আতংকিত হয়ে পড়েছে।

কুৎসিত হাসি হাসছে টারকিন। বলল, 'প্রথমেই ড্যানটুইনকে ধ্বংস করে দিলে জনমনে তেমন প্রভাব দেখা দেবে না। কারণ গ্রহটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা চাই, আমাদের ধ্বংসক্ষমতার প্রতি প্রজাদের শ্রদ্ধা জাগুক, ভয় পাক। প্রতিবাদের স্পৃহা চিরতরে মুছে যাক জনমন থেকে। তাই বলে মনে করো না, ড্যানটুইনকে ধ্বংস করব না আমরা। তবে, আগে...'

'আগে?' কথা বলতেও যেন ভয় পাচ্ছে সিনেটর।

'আগে, প্ল্যানমত অ্যালডেরানকে ধ্বংস করব। তারপর তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে দেখবে, নির্বোধ বিপ্লবীরা কি ভাবে ধ্বংস হয়,' দু'জন প্রহরীকে নির্দেশ দিল টারকিন, 'সোলজার্স, সিনেটরকে অবজারভেশন স্ক্রীনের কাছে নিয়ে যাও। নিজের চোখে যেন সব ভালমত দেখতে পান উনি, ব্যবস্থা কর। যাও...'

শান্তভাবে বিভিন্ন ডায়ালের রিডিং নিচ্ছে সোলো। একসময় মাথা তুলে জেনারেলকে জানাল, 'সম্রাটের বাহিনীকে আর ভয় নেই। আর ধরতে পারবে না ওরা আমাদের। অ্যালডেরানে কখন পৌছাবো, জানিয়েছে কম্পিউটার। এযাত্রা অবশ্য বেঁচে গেলাম, আপনারাও নিরাপদ। কিন্তু আমার বারোটা বাজলো। নতুন নামে নতুন রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে আমাকে। বদলাতে হবে শিপের নাম।'

ওদিকে হোল্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে রোবট দুটো। স্ট্র্যাপ খোলার নির্দেশ পেয়ে নিজেরাই খুলে বেরিয়ে এসেছে। একটা ছোট গোল টেবিলে বোর্ড রেখে দাবাজাতীয় খেলা খেলছে চিউবাকা আর ডি-টু।

বোর্ডে দাবার মত ঘর আঁকা, প্রতিটি ঘর জ্বলছে। ছোট ছোট পুতুল দাঁড়িয়ে আছে ঘরগুলোতে।

বিশাল দুই থাবায় ন্যস্ত চিউবাকার রোমশ চোয়াল। ঘন গোঁফের ডগা ওপর দিকে বাঁকানো। জ্বলছে প্রকাণ্ড দুই চোখ। খুশি খুশি লাগছে তাকে।

তিনটে হাতের একটা বাড়িয়ে বোতাম টিপলো ডি-টু। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে হেঁটে সরে গেল একটা রোবট-পুতুল।

হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল চিউবাকার মুখ থেকে। গরগর করল। তারপর মুখ তুলে গাল দিয়ে উঠল হঠাৎ ডি-টুকে।

ডি-টুর হয়ে কথা বলল সি-থ্রিপিও, 'খামোকা বকছেন ওকে। খেলা খেলাই। আপনি পারছেন না, পারছেন না। গালাগালি করছেন কেন অহেতুক?'

চোখ গরম করে সি-থ্রিপিওর দিকে তাকাল চিউবাকা। বিশাল রোমশ থাবা দেখিয়ে বলল, 'তোকে কে ডেকেছে, টিনের বাক্স? মুণ্ডু উপড়ে নেব আর একটা কথা বললে!'

চিউবাকা ক্ষেপে গেছে। যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। ধমক দিয়ে বলল সোলো, 'এই রোবটেরা, তর্ক করছ কেন? ওকে অনর্থক ক্ষেপিও না।'

'নীতির প্রশ্নে চুপ করে থাকা আমার ধর্ম নয়, তর্ক করছে সি-থ্রিপিও, 'এমন কিছু নীতি এবং আদর্শ আছে, যা সব সচেতন এবং সংবেদনশীল প্রাণীরই মেনে চলা উচিত।'

'তোমার মুণ্ডুটা উপড়ে যদি নেয় ও? আদর্শ কোথায় থাকবে?'

'ঠকিয়ে জেতা ভাল খেলোয়াড়ের লক্ষণ নয়,' গোঁ ধরেই আছে সি-থ্রিপিও।

'বীপ-বীপ-বীপ...' ইলেকট্রনিক প্রতিবাদের ঝড় তুলল এবার ডি-টু।

গরর গরর করে চেঁচাচ্ছে, আর ভয় দেখাচ্ছে চিউই। কিন্তু রোবট দুটোকে ধ্বংস করতে উঠছে না। তার ইচ্ছে, ডি-টু আবার আগের ঘরে পুতুলটাকে নিয়ে যাক, কিন্তু ডি-টু তাতে রাজি নয়। তাকে ইন্ধন জোগাচ্ছে সি-থ্রিপিও। কয়েকবার ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করে বিরত হয়েছে সোলো।

দুই রোবট আর বিচিত্র গরিলা মানবের মাঝে ঝগড়টা বেশ উপভোগ করছেন জেনারেল। হাসছেন মিটি মিটি।

লাইট সেবারটা হাতে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছে লিউক। গম্ভীর। কেবিনের ঝগড়াঝাঁটি যেন কানেই যাচ্ছে না তার। আলোক তলোয়ার কিভাবে ব্যবহার করতে হয় একটু আগে তালিম দিয়েছেন জেনারেল।

লাইট সেবারের হাতলের কাছে বসানো সুইচ টিপলো লিউক। মৌমাছির গুঞ্জন উঠল। চমকে ফিরে চাইলেন জেনারেল। চেঁচিয়ে বললেন, 'ওভাবে নয়! জলদি সুইচ অফ কর!'

ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে দিল লিউক।

জেনারেলের আচমকা চিৎকারে ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেছে খেলোয়াড়দের। কৌতূহলী চোখ মেলে দেখছে চিউবাকা।

'ওভাবে নয়, লিউক,' বললেন জেনারেল, 'এই তলোয়ার দিয়ে কোপানোর চেষ্টা করবে না কখনো। তোমাকে ঘিরে আছে ফোর্স। বিচ্ছুরিত হচ্ছে তোমার চারপাশে। ফোর্সের বাস্তব অস্তিত্ব অনুভব করতে হবে জেডি যোদ্ধাকে।'

কিন্তু বলেছিলেন, ফোর্স একধরনের এনার্জি ফিল্ড?' জিজ্ঞেস করল লিউক।

'এখনো তাই বলছি। এটা এমন এক শক্তি, যা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আয়ত্ত করতে পারলে আবার তোমার আদেশ শুনবে। এমন একটা ব্যাপার, যা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম ঘটাতে সক্ষম। হ্যাঁ, আবার চেষ্টা কর, লিউক। কোপাবে না।'

পকেট থেকে একটা জিনিস বের করলেন জেনারেল। হাতের মুঠোর সমান বড় একটা রূপালি গোলক। অজস্র সরু সরু শুঁড় বেরিয়ে আছে গোলকের গা থেকে। লিউকের দিকে ওটা ছুঁড়ে দিলেন জেনারেল।

বাতাসে উড়ে গেল আজব গোলক। লিউকের দুই মিটার দূরে বাতাসে আধ সেকেন্ড

ভেসে রইল ওটা। তারপর পাক খেতে শুরু করল। লিউকের মাথার চারপাশে। কয়েক সেকেন্ড ঘুরেই আচমকা ধেয়ে গেল ওটা। মাথা লক্ষ্য করে।

সুইচ টিপে তলোয়ার চালু করেছে লিউক। খোঁচা মেরেছে আলোক-ফলা দিয়ে। কিন্তু ব্যর্থ হলো লক্ষ্য। গোলকটা তার কপালে আলতো করে ছুঁয়ে আবার ফিরে এল দুই মিটার দূরে। কয়েক সেকেন্ড থেমে থেকে আবার ঘুরতে শুরু করল।

আবার ধেয়ে গেল বলটা। এবার লিউকের ডান পা লক্ষ্য করে। আবার আলোকের আঘাত করতে গেল লিউক। আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এবার আর শুধু ছুঁয়ে রেহাই দিল না। পায়ে পিন ফোঁটালো বলের একটা শুঁড়।

বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল যেন লিউকের দেহে। কেঁপে উঠে উল্টে পড়ে গেল সে।

খেলাটা দেখছিল সোলো। শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, 'ওই সব উল্টোপাল্টা জিনিসের চেয়ে আমাদের ব্লাস্টারই ভাল দেখছি।'

উঠে দাঁড়াল লিউক। ডান পা-টা ঝাড়া দিতে দিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ফোর্সে বিশ্বাস করেন, মিস্টার সোলো?'

'গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সমস্ত গ্রহে পাড়ি জমিয়েছি আমি শিপ নিয়ে,' বলল সোলো। গম্ভীর। 'অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত অনেক কিছু দেখেছি। ফোর্স নেই, এ কথা আমি বলি না। তবে ওসব জিনিসকে আত্মরক্ষার জন্যে কখনোই ব্যবহার করব না আমি। আধ্যাত্মিক ব্যাপার স্যাপারগুলো কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে আমার কাছে। কিন্তু আরও একটা ব্যাপার, তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম মিস্টার কেনবিকে অন্ধভাবে অণুসরণ আর অনুকরণ করতাম। দারুণ ওই লোক, সামনেই প্রশংসা করছি!'

হাসলেন জেনারেল। লিউকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবার চেষ্টা কর। মনকে বন্দি করে রেখো না, স্বাধীনভাবে চলতে দাও। মনকে স্বাধীনতা দিতে দিতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছুবে, যখন নিজের ভেতর একটা শক্তি অনুভব করতে পারবে। মনে হবে, প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছ তুমি। যে কোনো সাংঘাতিক বাধা আর বাধা থাকবে না। নিরুত্তেজ হও, ভাবনা বন্ধ কর, স্বাধীনভাবে ভেসে যেতে দাও, মনকে।'

কণ্ঠস্বরে সম্মোহনী শক্তি জেনারেলের। বাতাসে স্থির হয়ে ভাসছিল ক্রোমিয়মের গোলকাটা, ধেয়ে গেল আবার। জেনারেলের দিকেই মনোযোগ ছিল লিউকের, গোলকটার আকস্মিক গতিবেগ টের পেল না প্রথমে। কিন্তু বলটা তার কপালের কাছাকাছি আসতেই চরকির মত পাক খেলো সে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘোরাল তলোয়ায়। লাল রশ্মি ছুঁড়ে দিল গোলক, তলোয়ারের মাথা থেকে ছুটে যাওয়া নীল আলো আঘাত করল লাল রশ্মিকে। গুঞ্জন থেমে গেল বলটার। নিশ্চল হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। অবাক চোখে ওটার দিকে তাকাল লিউক।

'গুড! ভেরি গুড!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন জেনারেল। 'এই তো পেরেছো!'

উঠলেন জেনারেল। হোল্ডারে গিয়ে ঢুকলেন। নিজের ব্যাগ থেকে একটা শিরস্ত্রাণ বের করে নিয়ে এলেন। নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন লিউকের মাথায়। বললেন, 'তোমার বাবার জিনিস। এই মুহূর্ত থেকে জেডি নাইট তুমি...'

'কিন্তু...' বিমূঢ় হয়ে গেছে লিউক।

'নিজের ওপর ভরসা রাখো। ফোর্সকে আয়ত্ত করতে হলে নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে আগে। লাইট সেবার ব্যবহার করার সময় চোখের চাইতে মনকে কাজে লাগাতে হবে বেশি করে। ব্যালান্স ঠিক করতে হবে মনের সাহায্যে।'

মাটি থেকে আবার গোলকটাকে তুলে নিলেন জেনারেল। লাইট-সেবারের আঘাতে

অটোমেটিক সুইচ অফ হয়ে গিয়েছিল গোলকের। সুইচটা আবার অন করে বাতাসে ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

গুঞ্জন উঠল। লিউকের দিকে এগিয়ে গেল গোলক। তলোয়ার চালাল লিউক। মিস করল। লাল আলোর কাঁটা বিঁধল লিউকের পেটে। আর্তনাদ করে উঠল সে। পিছিয়ে গেল গোলক। আবার তলোয়ার চালাল লিউক। আবার মিস করল।

'আবার তোমার মন উত্তেজিত হয়ে উঠছে। লাইট সেবার চালাতে গেলে কোনমতেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না। মনকে ধরে রেখেছো কেন? ছেড়ে দাও। আর কানের ওপর বেশি জোর দিয়ে ফেলেছো। এই দুই ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর না করে মনকে বলো, কি কি করতে হবে। ঠিক করে দেবে মন।'

আবার এগিয়ে আসছে গোলক। শান্তভাবে তলোয়ার ঘোরাল লিউক। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল বল। নিথর।

আবার বলটা তুলে সুইচ অন করে দিলেন জেনারেল। বিদ্যুৎ গতিতে ধেয়ে গেল বল। হাসছে লিউক। তলোয়ার ঘোরাল স্থির নিষ্কম্প হাতে। ওই অবস্থায়ই একবার সোলোর দিকে ফিরে তাকাল। ওদিকে তলোয়ার থেকে আলো বেরিয়ে ছিটকে গেছে। আঘাত হেনেছে বলকে।

পর পর আরও কয়েকবার বল তুলে ছেড়ে দিলেন জেনারেল। প্রতিবারই নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানল লিউক।

'শাব্বাস!' বাহবা দিলেন জেনারেল।

নিজের সীটে বসে থেকেই প্রাচীন অভিবাদনের কায়দায় মাথা ঝোঁকাল সোলো। 'আন্তরিক শুভেচ্ছা, জেডি নাইট লিউক স্কাইওয়াকার!' মিটি মিটি হাসছে সে।

'বলছিলাম না,' বললেন জেনারেল, 'তোমার ভেতর তোমার বাবার ক্ষমতা সুপ্ত আছে। তাকে জাগিয়ে তুললে তুমিও তারই মত শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমি আবার বলছি লিউক, আশীর্বাদও করছি, তোমাকে পারতেই হবে। তোমার বাবা, চাচা-চাচির খুনের প্রতিশোধ নিতেই হবে তোমাকে।'

হঠাৎই বোর্ডে লাল আলো জ্বলে উঠল।

শংকিত চোখে সোলোর দিকে তাকালেন জেনারেল।

'কিছু না, মিস্টার, কেনবি,' অভয় দিল সোলো, 'বিপদ সংকেত নয়। আসলে অ্যালডেরানের কাছে এসে পড়েছি আমরা।' গরিলা মানবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিউই, এদিকে এসো...সাবলাইট রেডি!'

কনসোলের একটা ডায়াল ঘোরাল চিউবাকা। মিটারের কাঁটা ঘুরছে। ছোট ছোট আলোক বিন্দুর মত ডায়ালে ফুটেছে কাছাকাছির নক্ষত্রগুলো।

এই সময় একটা আজব ব্যাপার লক্ষ্য করল সোলো। মহাকাশযানের ডিফ্লেক্টর শীল্ডের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই।

'আরে!' অবাক হয়ে বলল সোলো, 'ওগুলো কি?'

দেখছে চিউবাকাও। কিন্তু বলছে না। আঙুলগুলো দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে তার। সুপ্রালাইট হাইপারস্পেস ট্রাভেল থেকে সাবলাইট স্পীডে আসার ডিফ্লেক্টর সক্রিয় করে রাখছে সাবধানী গরিলা মানব। সম্ভাব্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এই সাবধানতা। এবং এই সাবধানতার জন্যেই অল্পের জন্যে রক্ষা পেল ফকন।

'কি হলো, সোলো?' পাথরগুলো জেনারেল দেখছেন।

'মনে হচ্ছে স্পেস সাইক্লোনে পড়েছি আমরা! প্রচণ্ড ঝড়ে কোনো উপগ্রহ হয়তো ভেঙে

গেছে। তারই টুকরো টাকরা ছুটছে মহাকাশে,' গভীর মনোযোগে স্পেস চার্ট দেখছে সোলো। 'কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'চার্টে তো কোনো উপগ্রহ দেখছি না। হিসেবে বুঝছি, অ্যালডেরানের কাজে এসেছি আমরা। কিন্তু গ্রহটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও! উধাও হয়ে গেছে!'

'বল কি?'

'তাই তো দেখছি!'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।' চাপা কণ্ঠে বললেন জেনারেল, 'গ্রহ উধাও হয়ে যেতে কখনো শুনেছো? আমি তো শুনিনি!'

'শুনিনি আমিও!' ঠোঁট কামড়াচ্ছে সোলো। 'আজই প্রথম দেখছি। এই তো, চার্ট, কম্পিউটার, সবাই জানাচ্ছে, অ্যালডেরানের স্থানাংকে এসে পৌঁছেছি। গ্রহ সমতল থেকে গ্রহের পরিধির সমান দূরত্বে এখন ফকন। গ্রহের আলোক বলয়ের কাছে আছে। এতক্ষণে আলোয় ভরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কই? চারদিকে অন্ধকার। বাইরে আজব শক্তির প্রচণ্ড প্রবাহ, দিকবিদিকে ছুটছে বড় বড় পাথরের চাঁই। একটা ব্যাপারে সন্দেহ করছি...'

'কি?' দারুণ উৎকণ্ঠিত জেনারেল।

'বিস্ফোরিত হয়ে গেছে অ্যালডেরান।'

'অসম্ভব!'

'খুবই সম্ভব। বাইরের দুনিয়ার খবর নিশ্চয় অনেক দিন রাখেননি আপনি, মিস্টার কেনবি। কতটা ক্ষমতা অর্জন করেছে সম্রাটের বাহিনী, ধারণা নেই আপনার। আমার বিশ্বাস, ওরাই উড়িয়ে দিয়েছে গ্রহটাকে।'

'সেনাবাহিনী?' জোরে কথা বলতেও যেন ভয় পাচ্ছেন জেনারেল।

'না। তার বি ষ মহাকাশবাহিনী। শুনেছি, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক ধ্বংসযান তৈরি করিয়েছে সম্রাট।'

'পালানো যাবে তো?' ফিসফিস করে কথা বলছে লিউকও।

'জানি না। তবে চেষ্টা করব। জান থাকতে ধরা দেব না ওদের হাতে,' সোলোর গলায় দৃঢ়তা।

ডেঞ্জার সিগন্যাল ফুটল হঠাৎ। অ্যালার্ম বেল বাজলো। চকিতে টিভির পর্দার দিকে তাকাল সোলো।

'আরেকটা শিপ!'

'অ্যালডেরানের কারও?' জিজ্ঞেস করল লিউক।

'না। সম্রাটের ফাইটার শিপ।'

গরগর করে উঠল চিউবাকা। একটু ফুল ফুটেছে টিভির পর্দায়। পাপড়ি মেললো ফুলটা সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ে। একে একে ঝরে গেল সবকটা পাপড়ি। বলে রূপান্তরিত হলো ফুল। আচমকা দুটো ডানা দেখা দিল বলের দুই গালে। পাখা মেলে বাতাসে উড়াল দিল আজব বল।

'আমাদের অনুসরণ করছে না তো ওটা?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লিউকের। 'এ কি আজব কাণ্ডকারখানা!'

'কি জানি!' অনিশ্চিত শোনালো সোলোর কণ্ঠস্বর।

'কোন ধরনের স্পেস-বম্ব!' পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন জেনারেল। 'কিন্তু ওটা এল কোথা থেকে?'

'কাছাকাছিই আছে কোথাও ওয়র শিপটা?' বলল সোলো। 'পালাতে হবে।'

'এক কাজ করো,' বললেন জেনারেল। 'গা ঢাকা দাও আগে। ফকনকে খুঁজে না পেলে বোমটাকে ফিরিয়ে নেবে ওরা। তখন দেখো, অনুসরণ করতে পারো কিনা। আমার বিশ্বাস, অ্যালডেরান ধ্বংসের সঙ্গে ওই শিপের সম্পর্ক আছে।'

'সমস্ত ধরনের রেডিয়েশন, এনার্জি ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দাও, 'চিউবাকা,' আদেশ দিল সোলো। 'মেইন ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও, সাউন্ডও কমে যাবে এতে। দরকার পড়লে সবকটা ইঞ্জিনই বন্ধ করে দিয়ে ভেসে থাক চুপচাপ। আলো নিভিয়ে দাও।'

আদেশ পালন করল চিউবাকা।

হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন সবাই টেলিভিশনের ওপর। দুই সেকেন্ড ছুটল স্পেস-বম্বটা। তারপর আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করল আরও কয়েক সেকেন্ড। তারপর স্থির ভেসে রইল এক জায়গায়।

সময় যাচ্ছে। এক মিনিট...দুই মিনিট...তিন মিনিট...পাঁচ মিনিট...দশ মিনিট...নড়ে উঠল আবার বম্ব। চলতে শুরু করল। পর্দায় ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে ওটার আকার। খানিক পরেই মিলিয়ে যাবে।

'ইঞ্জিন স্টার্ট দাও,' আবার আদেশ দিল সোলো। 'আলো জ্বালবে না। সব ধরনের ট্রান্সমিশন বন্ধ রাখ।'

বম্বটাকে অনুসরণ করে চলল সোলো।

হঠাৎই পর্দায় ফুটল নক্ষত্রটা। সাংঘাতিক উজ্জ্বল। কিন্তু কি আশ্চর্য! ওই নক্ষত্রের দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে বম্ব!

তাড়াতাড়ি চার্ট দেখল সোলো। না, ওই জায়গায় তো কোনো নক্ষত্র নেই! আরও আশ্চর্য, নড়ছে ওটা! ফকনকে থামিয়ে দিল সোলো।

এগিয়ে আসছে নক্ষত্র। ক্রমেই বড় হচ্ছে। উজ্জ্বল হচ্ছে আরও। কাছে আসতেই বোঝা গেল, গা থেকে নয়, নক্ষত্রের আলো আসছে ওটার ভেতর থেকে। বোধ হয় কেন্দ্র থেকেই।

নক্ষত্রটা এগোচ্ছে, ওটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্পেস-বম্ব।

'ওটা নক্ষত্র নয়,' ঘোষণা করল সোলো। 'মাদার শিপ!'

পর্দায় আরও স্পষ্ট হলো গোলকটা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোলো, 'নাহ্, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। ওটা তো শিপও নয়! দেখছেন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাহাড় গহ্বর! আঁকাবাঁকা গিরিবর্ত, উপত্যকা! নিজের আলো আছে। তার মানে ওটা গ্রহও নয়। উপগ্রহও না। তাহলে!'

'ওটা একটা স্পেস স্টেশন, সোলো,' ধীরে ধীরে বললেন জেনারেল কেনবি।

'কিন্তু এত্তোবড়!' প্রতিবাদ করল সোলো।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল চিউবাকা, 'জলদি মুখ ঘোরান শিপের! পালান, যত জোরে সম্ভব!'

কোনো কিছু না বুঝেই তড়িৎ গতিতে সুইচ টিপে দিল সোলো। তারপর তাকাল কনসোল ডায়ালের দিকে। তাজ্জব হয়ে গেল।

জোর গর্জন করছে ইঞ্জিন। মুখ ঘোরানোর প্রবল চেষ্টা করছে ফকন। কিন্তু পারছে না। কোনো এক অদৃশ্য আকর্ষণে স্থির হয়ে রয়েছে এক জায়গায়।

'ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন!' ফিসফিস করে বলল সোলো। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

কেঁপে উঠল ফকন। ডায়ালের দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সোলো, 'চিউই, জলদি! ফুল পাওয়ার। টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, ব্যাটারা!'

থরথর করে কাঁপছে ছোট্ট মহাকাশযান। নড়ছে না তবু।

'আরও পাওয়ার...আরও...'

উন্মাদের মত আঙুল চালাচ্ছে চিউবাকা। কন্ট্রোল ঠিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বৃথা। ধীরে ধীরে ভয়ংকর অদৃশ্য আকর্ষণে পিছিয়ে যাচ্ছে ফকন। টিভির পর্দায় আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে স্পেস স্টেশন। পাহাড়গুলোকে দেখা যাচ্ছে এখন। আসলে বিশেষ কায়দায় তৈরি বিশাল কক্ষ ওগুলো। পিরিচ আকৃতির বিশাল সব অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে।

বিস্ফারিত চোখে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে লিউক। 'কোনমতে ফেরানো যায় না ফকনকে?'

'দেরি হয়ে গেছে,' বললেন জেনারেল। 'দেখছো না, সব রকম চেষ্টাই করছে সোলো আর চিউই!'

ট্র্যাক্টর বীমের অ্যাট্রাকশন রে,' বলল সোলো। ভয়ানক গম্ভীর। 'এই শক্তির বিরুদ্ধে কিচ্ছু করার নেই আমাদের। পুরো শক্তিতে চলছে ইঞ্জিন, কিন্তু বাধা দিতে পারছে না। বন্ধ না করে দিলে এখন যে কোনো মুহূর্তে ইঞ্জিন জ্বলে যেতে পারে। কিন্তু হাল ছাড়ছি না আমি কিছুতেই। সীট থেকে উঠে দাঁড়াতেই গেল সোলো। কিন্তু কাঁধে হাত রেখে বাধা দিলেন জেনারেল।

'মাথা খারাপ করো না, মাই বয়। প্রচণ্ড ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামান্য শক্তি নিয়ে লড়াই করা চলে না। তার চেয়ে অন্য বিকল্পের কথা ভাব।'

আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্টেশন। কৃত্রিম উপগ্রহের নিরক্ষরেখার চারপাশে ধাতব পাহাড়। আসলে ডকিং পোর্ট। ওটার দুই কিলোমিটার দূর থেকে সারিবদ্ধ অ্যানটেনাগুলোকে কেমন যেন জ্যান্ত মনে হচ্ছে।

বুঝল সোলো, আর কিছুই করার নেই তার। অমোঘ আকর্ষণে আহুতি দিতেই হবে। স্পেস স্টেশনের বিশাল আকৃতির কাছে একটা ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্রতর এই মিলেনিয়াম ফকন।

ট্র্যাক্টর বীম খুঁজছে সোলো। কয়েক সেকেন্ড পরই খুঁজে পেলো। আসলে প্রতিটি অ্যান্টেনাই অ্যান্টেনার কাজ তো করেই, বীমের কাজও ওরাই সারে। একটা অ্যান্টেনার 'পিরিচ-বুক' ফকনের দিকে চেয়ে আছে দেখেই ব্যাপারটা বুঝল সে।

গতি বাড়ছে ফকনের। আরও, আরও, আরও বেশি। প্রচণ্ড স্রোতের মুখে কুটোর মতই বিশাল স্টেশনের দিকে ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট মহাকাশযান।

কনফারেন্স রুম। ব্যাটল স্টেশনের ধাতব দেয়ালে টাঙানো বিশাল মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে ডার্থ ভেডার। পাশাপাশি চেয়ারে বসে আলোচনা করছে অ্যাডমিরাল মোটটি আর গভর্নর টারকিন।

বিশাল এই ধ্বংসাত্মক যন্ত্র গ্যালাক্সির মানচিত্রে তেমন পরিবর্তন আনেনি। সামান্য একটু ভাঙচুর হয়েছে মাত্র, ভাবছে ভেডার। অতি সামান্য পরিবর্তন হয়েছে মহাকাশের বিপুল এলাকার।

অথচ, অ্যালডেরান নামের একটি বিশাল গ্রহ, তার অজস্র শহর, গ্রাম, ফসলের ক্ষেত, মানুষ জীব জন্তু মুছে গেছে চিরদিনের জন্যে। কত ভয়ংকরভাবে বেড়েছে মানুষের ধ্বংস ক্ষমতা, প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির ফলে। কিন্তু মানুষ কি করল না করল তাতে বিশাল, নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের কিই বা এসে যায়? ভাবছে ভেডার। তার প্ল্যান সফল হলে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যাবে এই গ্যালাক্সির। ওই তো দুটো মানুষ, টারকিন আর মোটটি

শূয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করছে, মহাবিশ্বের এই বিস্ময় আর বিশালতার কিছু বোঝে না ওরা। আছে শুধু নিজেদের নিয়ে। প্রতিভাবান ওরা সন্দেহ নেই, উচ্চাশাও আছে, কিন্তু সব কিছুই দেখে সীমিত দৃষ্টিতে। ওদের করুণা করে মনে মনে ডার্ক লর্ড।

ওদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেই অনুপাতে সুযোগ নেই। ওরা তো আর ডার্ক লর্ড নয়, ভাবে ভেডার। ওরা প্রয়োজনীয় কিন্তু বিপজ্জনক। একদিন ওদের প্রয়োজন ফুরাবে। অ্যালডেরানের মত ওদেরও ধ্বংস করতে হবে, এবং কাজটা করতে হবে ভেডারকেই। কিন্তু এখনও ওদের অবহেলা করার সময় আসেনি। নিজের সমকক্ষ হলে তবেই তাকে ঘৃণা বা পছন্দ করে ডার্ক লর্ড। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই নিজের কাছে স্বীকার করে সে, তার সমকক্ষ কেউ নেই সম্রাটের বাহিনীতে। এই গ্যালাক্সিতে কি কেউ আছে? ছিল দু'জন, তাদের একজন মরে গেছে। আরেকজনের খোঁজ সে জানে না। হয়তো মরে গেছে ওই লোকও। কিংবা এতই বুড়ো হয়ে গেছে, হয়তো হয়ে গেছে অক্ষম অথর্ব।

'ভেডার, কি ভাবছো?' ডাক দিল টারকিন।

'অ্যাঁ,' ফিরে তাকাল ভেডার। 'না, কিছু না।'

'কিন্তু কিছু একটা ভাবছো মনে হচ্ছে?' চোখ কুঁচকে তাকাল গভর্নর।

জবাব দিল না ডার্ক লর্ড।

'দেখো, ভেডার,' বলল টারকিন, 'তোমার মত শক্ত লোকদের চরিয়ে খাওয়াই আমার পেশা। তোমার মুখে মুখোশ, চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তোমার হাবভাব, দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই বুঝতে পারছি, সিরিয়াসলি ভাবছো কিছু,' থামল গভর্নর। ভেডারের দিকে সরাসরি তাকাল। কিন্তু জালের মুখোশের জন্যে চোখ দুটো দেখতে পেল না। শ্রাগ করল, 'সে যাকগে! তা, ব্যাটল স্টেশন সম্পর্কে কি ধারণা হলো?'

'শক্তিশালী গ্রহ অ্যালডেরান। ওটাকে নিমেষে হাওয়ায় মিশিয়ে দিল! সত্যিই গভর্নর, এই ব্যাটল স্টেশন একটা ধ্বংস মেশিন!'

'খবরটা সিনেটকে জানিয়েছি আমরা,' মাথা নেড়ে বলল টারকিন। 'বিপ্লবী গোষ্ঠীর ধ্বংসের খবরও শিগগিরই জানতে পারব।'

এই সময় ঘরে এসে ঢুকল একজন সামরিক অফিসার।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল টারকিন। 'কেস, কোনো খবর আছে নাকি?'

'ড্যানটুইনে ঠিকমতই পৌঁছেছে স্কাউটেরা। খুঁজেছেও। ঘাঁটিটাও পেয়েছে। কিন্তু বহু পুরানো পরিত্যক্ত ঘাঁটি ওটা।'

রক্ত জমল টারকিনের মুখে। চাপা কণ্ঠে বলল, 'মিছে কথা বলেছে সিনেটর অরগানা!'

মুখোশের আড়ালে মুচকে হাসল ভেডার।

'আগেই বলেছিলাম, কক্ষণো বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না বিপ্লবী।'

'এখুনি, এই মুহূর্তে শেষ করো ওকে, ভেডার,' রাগে কাঁপছে টারকিন।

'শান্ত হোন, গভর্নর,' শান্ত কণ্ঠে বলল ভেডার। 'ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিপ্লবীদের সত্যিকার ঘাঁটির খবর জানে সে। আমাদের কাছে সে খবর মহামূল্যবান।'

'কিন্তু সে তো মুখ খুলবে না।'

লাউড স্পীকারে বীপ বীপ শব্দ উঠল।

বিরক্তভাবে সেদিকে তাকিয়ে মাইক্রোফোনে মুখ রাখলো টারকিন। 'কি ব্যাপার?'

'স্যার, ট্যাটুইন থেকে একটা মালবাহী চোরাচালানীর জাহাজ পালিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা ওটাকে তাড়া করে ধরতে পারেনি। অথচ অ্যালডেরানের সীমান্তে এসে কি কারণে আবার মোড় ঘোরায় জানি ওটা! এখন আমাদের ট্র্যাক্টর বীমের আকর্ষণে ধরা পড়েছে।'

'ট্যাটুইন!' অবাক হলো টারকিন।

কান খাড়া করে শুনছিল খবরটা ভেডার। হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়াল। টারকিনকে বলল, 'একটা ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে আমার! ওই মালবাহী জাহাজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় যে রোবট দুটো ট্যাটুইনে নেমে পড়েছিল, পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ওদুটোকেই কেউ নিয়ে এসেছে অ্যালডেরানে। কিন্তু গ্রহটাকে খুঁজে না পেয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে এদিকে। ব্যাস, ধরা পড়ে গেছে ট্র্যাক্টর বীমে। আমি যাচ্ছি,' দ্বিরুক্তি না করে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল ভেডার।

'দেখো, কপাল খোলে কিনা!' নিরাশ কণ্ঠে পেছন থেকে ডেকে বলল টারকিন।

বিশাল ডকিং বে-র হ্যাঙ্গারে দাঁড়িয়ে আছে মিলেনিয়াম ফকন। ওটাকে ঘিরে রেখেছে তিরিশজন সৈনিক। ডার্থ ভেডার ঢুকতেই শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সব কজনের। খটাস করে বুট ঠুকে স্যালুট করল কমান্ডার।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কমান্ডারের দিকে তাকাল ভেডার।

'বার বার সংকেত পাঠিয়েছি ভেতরে, স্যার,' বলল কমান্ডার।' 'কিন্তু কোনো উত্তর নেই।'

'লোক ঢোকাও ভেতরে।'

ফিরে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিল কমান্ডার। কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে গেল শিপের দরজার কাছে। সাবধানে টোকা দিল। সাড়া নেই। ধাক্কা দিল। খুলে গেল দরজা। সাবধানে, একে একে ভেতরে ঢুকে গেল কয়েকজন।

কিন্তু কন্ট্রোল নিষ্ক্রিয়। সমস্ত সিস্টেম বন্ধ। জ্বলছে নিভছে কনসোলের আলো। ককপিট খালি। একটা মাত্র প্রিন্টআউট টিভির পর্দায়।

ঘুরে ফিরে দেখল অফিসার। তারপর তার লোকজন নিয়ে নেমে এল আবার। ভেডারের কাছে গিয়ে জানাল, 'কেউ নেই, স্যার। লগবুক রেডি করে অটোমেটিক সিস্টেমে রাখা হয়েছে পাইলট কন্ট্রোল। অ্যালডেরানের উদ্দেশ্যে গতিপথ সেট করে নেমে গেছে চালক।'

'কোনো ধরনের রোবট নেই?'

'না, স্যার।'

'স্ক্যানিং টীম পাঠাও। ভাল করে তদন্ত করুক।'

এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনো মানে হয় না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে ভেডার। কমান্ডারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিরে দাঁড়াল সে। হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, কিছু একটা ভুল করেছে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না, কি?

মেঝের একটা অংশ কেঁপে উঠল। দুটো ধাতব প্যানেল সরে গেল। মাথা তুলে শিপের কেবিনের ভেতর তাকাল লিউক আর সোলো। নেই কেউ। চলে গেছে ওরা।

'চমৎকার ফন্দি করেছেন!' প্রশংসা করল লিউক 'লুকোনোর দারুণ জায়গা!'

'চোরাই মাল গোপন করে রাখার জন্যে তৈরি করেছিলাম। নিজেকে লুকোতে হবে এখানে, ভাবিনি কোনোদিন। কিন্তু কতদিন লুকিয়ে থাকবো এখানে? ট্র্যাক্টর বীমের আকর্ষণ এড়ানো কি সম্ভব?'

'চেষ্টা করতেই হবে,' লিউকের পাশ থেকে মাথা তুললেন জেনারেল কেনবি।

গরগর করতে করতে সোলোর পাশ থেকে মাথা তুলল গরিলা মানব।

এই সময় ভারি যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে শিপের দরজায় এসে দাঁড়াল দু'জন টেকনিশিয়ান। পা দিল ভেতরে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড পর একটা 'দড়াম' শব্দ শুনলো দু'জন গার্ড। আর্তকণ্ঠে সাহায্যের আবেদনটাও কান এড়ালো না ওদের।

'ব্যাটারা একেবারে অপদার্থ!' সঙ্গীকে বলল এক সৈনিক, 'কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ট্র্যাপে পড়েছে হয়তো! দেখেশুনে চলতে জানে না গাধারা!'

দরজায় পা দিল সৈনিক। পেছনে পেছনে অপর সঙ্গী। ভেতরে ঢুকল দু'জনেই।

'দড়াম' শব্দটা আবার শোনা গেল। আবার ক্ষীণ আর্তনাদ। গাধা বনে গেল নিজেরাও। কিন্তু এই আওয়াজ শোনার মত কেউ কাছেপিঠে নেই এখন।

সময় যাচ্ছে। চারজন লোককে পাঠানো হলো, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো খবর নেই। সন্দেহ হলো অফিসার ইনচার্জের। কামলিংক এ কথা বলল অফিসার, 'টি এইচ এক্স ওয়ান ওয়ান থ্রি এইট, কোথায় গেলে? কোনো খবর নেই!'

কামলিংক এ খবর এল না, কিন্তু পেছনে খুট শব্দ হলো। ফিরে তাকাল অফিসার। আগাগোড়া ধাতব বর্মপরা একজন সৈনিক ঢুকেছে ভেতরে। ইঙ্গিতে জানাল সে, কামলিংক এ ভেতর থেকে খবর ঠিকই বাইরে যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরে আসতে পারছে না। ইনকামিং চ্যানেল খারাপ হয়ে গেছে।

পাশে বসা সহকারীর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলল অফিসার, 'আবার একটা লিংক খারাপ হলো। ট্র্যান্সমিটারই জ্বলে গেছে হয়তো! এখানে থাকো তুমি, আমি দেখে আসি ব্যাপার কি?'

সোজা বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল অফিসার। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিশালদেহী এক দানবের গায়ে। গরিলা মানব চিউবাকা। বড় বড় হয়ে গেছে অফিসারের চোখ। বিস্ময় আর আতংকের মিশ্রণ সে চোখে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু স্বর বেরোনোর আগেই মুখে চোখে প্রচণ্ড থাবড়া খেলো। টুঁ শব্দটি না করে জ্ঞান হারাল অফিসার। ঠ্যাং ধরে টেনে তাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো চিউবাকা।

সন্দেহজনক শব্দটা ঠিকই কানে গেল সহকারীর। ব্যাপার কি দেখতে বেরিয়ে এল সে। চটপটে লোক। চকিতে অবস্থাটা বুঝে নিয়েই কোমরে হাত দিল। কিন্তু পিস্তল তুলে গুলি করার আগেই সরু একটা নীল রশ্মি ছিটকে এল। সোজা এসে লাগল তার হৃৎপিণ্ডে। কাটা কলাগাছের মত ধাতব মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটা। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে গর্বের হাসি হাসছে লিউক।

ঘরের ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়াল সৈনিক। ফেস প্লেট খুলে হাসল। বলল, 'ওয়েল ডান, জেডি নাইট!'

সোলোর দিকে তাকিয়ে হাসল লিউকও।

লিউকের পরনেও সৈনিকের পোশাক। টেকনিশিয়ানের পোশাক পরেছিলেন, তাড়াতাড়ি ওগুলো খুলে ধরাশায়ী সৈনিকের পোশাক পরে নিলেন জেনারেল কেনবি।

জেনারেল কেনবির পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে দুই রোবট।

যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছে চিউবাকা। খুশিমনে গরগর করেই যাচ্ছে সে। ইতিউতি চাইছে, আর কোনো শত্রু পাওয়া যায় কিনা।

'ও যদি এভাবে চেঁচাতে থাকে,' বলল লিউক, 'তো সারা স্টেশনের লোকেরা আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। ওকে থামাতে বলুন, সোলো।'

'কোনো দরকার নেই,' কোমর থেকে ব্লাস্টার পিস্তল খুলে আনলো সোলো। 'কাউকে ভয় করি না আমি। সামনে যে আসবে, খতম করে দেব।'

'বুঝতে পারছি, আত্মহত্যার শখ চেপেছে,' বিরক্ত চোখে তাকাল লিউক। 'কিন্তু আমাদের আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে। এত তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে সরে যেতে চাই না।'

'খামোকা বকর বকর করো না তো তোমরা।' ধমক দিলেন জেনারেল। 'লিউকের হাত থেকে লাইট সেবারটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন কম্পিউটার কনসোলের সামনে। ব্যাটল স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় ছবি ফুটেছে মালটি টিউব টিভির পর্দায়।

অন্যেরাও এসে ঢুকছে ঘরের ভেতরে। জেনারেলের আদেশে অন্য একটা কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে ব্যস্ত হলো সি-থ্রিপিও আর ডি-টু। টপাটপ আলো জ্বলে উঠল প্যানেলে। নিমেষে কোডে পাঠানো তথ্য বুঝে নিয়ে ঘোষণা করল সি-থ্রিপিও, 'প্রধান রিঅ্যাক্টরের সঙ্গে মোট সাত জায়গা থেকে কানেকশন গেছে ট্র্যাক্টর বীমে, স্যার।'

'যে করেই হোক নিষ্ক্রিয় করতে হবে ওগুলো,' গম্ভীর কণ্ঠ জেনারেলের। 'আমি একাই যাব।'

'কিন্তু তা কি করে হয়, মিস্টার কেনবি!' বলল সোলো। 'আপনি বুড়ো মানুষ। তাছাড়া প্রাচীন লোক। আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকার কথা নয় আপনার। ম্যাজিক দিয়ে তলোয়ার চালাতে পারেন, মানি, কিন্তু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি...' সন্দেহভরে এদিক ওদিক মাথা তোলে সে।

'আমিও যাব আপনার সঙ্গে, জেনারেল, 'বলল লিউক।

'জেনারেল?' অবাক হয়ে প্রশ্নে করল সোলো।

'উনি একজন প্রাচীন যোদ্ধা,' সোলোকে জানাল লিউক। 'একজন শক্তিশালী জেডি নাইট। জেনারেল।'

'আমাকে মাপ করবেন, জেনারেল,' লজ্জিতকণ্ঠে বলল সোলো। 'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

'লিউক,' বললেন জেনারেল। 'অবুঝ হয়ো না। ট্র্যাক্টর বীম সম্পর্কে ধারণা আছে আমার, অথচ এসব ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ তুমি। কাজেই সাহায্যের চেয়ে ঝামেলাই বাড়বে তুমি গেলে। তারচেয়ে তোমরা এখানে থেকে রোবটগুলোকে দেখো। কোনোরকম বিপদ এলে ঠেকাবার চেষ্টা করো। খবরদার, 'উত্তেজনার বশে কোনোরকম ভুল করে বসো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

লাইট সেবার হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল। যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছে আবার বুড়ো সিংহ। ধমনীতে টগবগিয়ে উঠেছে রক্ত। দ্রুত হেঁটে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কেনবি।

'বীপ-বীপ,' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ডি-টু।

'কি, কি হলো, ডি-টু?' জিজ্ঞেস করল লিউক। সি-থ্রিপিওর দিকে তাকাল।

অনুবাদ করে দিল সি-থ্রিপিও, 'আরটু বলছে, তার ভেতরের হলোগ্রামের প্রেরক রাজকুমারী এই স্টেশনেই বন্দি হয়ে আছেন। লেভেল ফাইভ, ডিটেনশন ব্লক নম্বর এ এ টোয়েন্টি থ্রি। তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।'

'আশ্চর্য তো!' সোলোর দিকে তাকাল লিউক, 'সোলো, যে করেই হোক উদ্ধার করতে হবে রাজকুমারীকে।'

'কিছু না বুঝে, না শুনে বোকার মত ডিটেনশন ব্লকে হানা দেবার কোনো অর্থই হয় না। বিশেষ করে একটা রোবটের কথায়...'

'ওই রোবট মিথ্যে বলে না,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লিউক। 'আর, আর ওরা ওঁকে প্রাণদন্ড দিয়েছে। যে কোনো সময় আদেশ কার্যকরী হতে পারে!'

'আমার প্রাণদণ্ড তো আর দেয়নি,' সাফ জবাব সোলোর।

'কোথায় তোমার শিভালরি, হ্যান সোলো?' নিজের অজান্তেই সোলোকে তুমি সম্বোধন করছে লিউক। সাংঘাতিক উত্তেজিত সে।

'কমেনর গ্রহে দশ ক্যারাট দামী পাথর আর তিন বোতল ব্র্যানডির বিনিময়ে বেচে দিয়েছি পাঁচ বছর আগে,' হালকা রসিকতা সোলোর।

'সোলো , মেয়েটা সুন্দর...'

'জীবন আরও বেশি সুন্দর।'

'অনেক টাকাপয়সা আছে ওঁর,' লোভ দেখাবার চেষ্টা করছে লিউক। 'সে রাজকুমারী। ওঁকে বাঁচাতে পারলে অনেক টাকা পাবে হয়তো।'

'কে দেবে? অ্যালডেরানকে যারা উড়িয়ে দিয়েছে তারা?'

'তা কেন? বিপ্লবীরা দেবে। হয়তো এত দেবে, তোমার কল্পনারও অতীত।'

সরাসরি লিউকের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সোলো। আসলে কি যেন ভাবছে সে। হঠাৎই মনস্থির করে নিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, এসো চেষ্টা করে দেখি।'

'গুড,' পকেটে হাত ঢোকালো লিউক। সৈনিকের পোশাকের পকেট থেকে একটা হাতকড়া বের করে চিটউবাকাকে বলল, 'চিউই এসো তো, তোমার হাতে এঁটে দিই।'

ভয়ংকর গররর করে উঠল চিউবাকা। পিছিয়ে গেল এক পা। ভীষণ চোখে তাকাল লিউকের দিকে।

'তোমার প্ল্যান আমি বুঝেছি, লিউক,' হাত বাড়াল সোলো। 'দাও, ওটা দাও, আমার হাতে দাও। আমিই পরিয়ে দিচ্ছি। চিউই, এসো, ভয় নেই।'

চিউবাকার হাতে হাতকড়াটা পরিয়ে দিয়ে রোবট দুটোর দিকে তাকাল সোলো, 'তোমার এখানেই থাকো।'

'যদি কেউ আসে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সি-থ্রিপিও।

'ওদের হাতে ব্লাস্টার। থাকলে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে।'

জবাবটায় খুশি হলো না সি-থ্রিপিও। ধাতব গোমড়া মুখ টাকে আরও বেশি গোমড়া করে তুলল।

চিউবাকার দু'পাশে দাঁড়াল সোলো আর লিউক। সম্রাটের সৈনিকের পোশাক পরনে। হাঁটতে শুরু করল। দুদিক থেকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে যেন গরিলা মানবকে।

দশ

সৈনিক, ব্যুরোক্র্যাট, টেকনিশিয়ান আর রোবটের ভিড়ের মাঝ দিয়ে চিউবাকাকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে দুই সৈনিক। অবাক চোখে সবাই তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না।

চিউবাকাকে নিয়ে প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল লিউক আর সোলো। এলিভেটরে চড়লো। উঠে এল লেভেল ফাইভে।

লিফট থেকে নামতেই প্রথম সেল। ধাতব দরজাগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে, বৈদ্যুতিক তারের ছড়াছড়ি দেখেই অনুমান করল সোলো। প্রতিটি গেটের সামনে সশস্ত্র প্রহরী।

একজন লম্বা চওড়া অফিসার এগিয়ে এল। গম্ভীর বিস্মিত চোখে দেখল চিউবাকাকে। জিজ্ঞেস করল, 'গরিলাটা কে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'ব্লক টি,' জবাব দিলো সোলো, 'এস ওয়ান থ্রি এইট থেকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে একে।'

'দাঁড়াও এখানে,' কাছের কনসোলের দিকে এগিয়ে গেল অফিসার।

কনসোলে কতকগুলো অ্যালার্ম সুইচ, এনার্জি সেট ফটোসেনসর আছে, দেখে নিয়েছে সোলো আর লিউক। চিউবাকাও দেখছে। অফিসার কামলিংক-এ হাত রাখতেই পেছনে চিউবাকার হাতকড়া খুলে দিল সোলো। ভয়ংকর গর্জন করে উঠল গরিলা মানব। চমকে ফিরে তাকাল অফিসার। দুচোখ কপালে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

চিউবাকার ভয়ংকর মূর্তির দিকে নির্দেশ করে চাপা কণ্ঠে বলল সোলো, 'খবরদার! ও হাতকড়া খুলে ফেলেছে! ইচ্ছে করলে একা, খালি হাতে আমাদের মেরে ফেলতে পারবে এই দানব!' হাত বাড়াল সে, 'প্লীজ, স্যার, আপনার ব্লাস্টারটা...'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল অফিসার। তারপর কোমর থেকে ব্লাস্টারটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সোলোর দিকে। উত্তেজনায় খেয়ালই করল না, যতক্ষণে ব্লাস্টার সোলোর হাতে দিয়েছে সে, ততক্ষণে অনায়াসেই গরিলাটাকে গুলি করতে পারতো। কিংবা ভয়ংকর কয়েদী ধরে নিয়ে যাওয়া সৈনিক নিরস্ত্র কেন, এই সহজ কথাটাও মাথায় ঢুকল না। কিন্তু যখন ঢুকল, অনেক দেরি হয়ে ছাল গেছে।

পর পর গুলিতে উড়ে গেছে অটোমেটিক ক্যামেরা, এনার্জি কন্ট্রোল, লুটিয়ে পড়েছে তিনজন হতবাক প্রহরী। সম্বিত ফিরে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল অফিসার। অ্যালার্ম সুইচের দিকে হাত বাড়াল। গুলি খেলো সঙ্গে সঙ্গেই। লিউকের ব্লাস্টার গানের রে-এর আঘাতে অফিসারের পিঠের উড়ে গেল।

ঘড় ঘড় করে উঠল কামলিংক। কথা বলে উঠল, 'কি হলো, 'অত শব্দ কিসের, অফিসার? কোনো গণ্ডগোল?'

ছুটে গেল সোলো। কামলিংকে মুখ রেখে বলল, 'না, তেমন কিছু না।'

'শব্দ শুনে তো তা মনে হচ্ছে না!'

'একজন কয়েদী পালাবার চেষ্টা করেছিল। ধরে ফেলা হয়েছে তাকে।'

সৈনিক পাঠাচ্ছি তাহলে!'

'দরকার নেই...' বলেই যেন অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছে এইভাবে বলল সোলো, '...কি বললে...এনার্জি লীক ঠিক করতে সময় লাগবে...ঠিক আছে...ঠিক আছে...'

'কি আবোলতাবোল বলছো?' ধমক দিল ওপাশের কণ্ঠ, কিসের এনার্জি লীক হয়েছে? কে তুমি?'

এক গুলিতে কনসোলের কন্ট্রোল উড়িয়ে দিল সোলো। স্তব্ধ হয়ে গেল কামলিংক।

দ্রুত ছুটে গেল লিউক। সোলো আর চিউবাকাও এল তার পেছন পেছন। তেইশ নম্বর সেলের সামনে এসে দাঁড়াল। ব্লাস্টার তুলে গুলি করল লিউক। উড়ে গেল ধাতব দরজার ইলেকট্রনিক লক। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে মেঝেতে বসে আছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। টিভির পর্দায় দেখা ছবির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রাজকুমারীও। দেখছে বলিষ্ঠ যুবককে। সুন্দর চেহারা।

ফিসফিস করে আপন মনে বলছে লিউক, 'তুমি, তুমি এত সুন্দর...'

উঠে দাঁড়াল লেইয়া অরগানা। দু'পা এগিয়ে এল লিউকের দিকে। ভুরু কুঁচকে বলল, 'স্টর্ম ফোর্সের লোক হিসেবে একটু লম্বা নও তুমি?'

'না, রাজকুমারী,' তাড়াতাড়ি বলল লিউক, 'আমি সম্রাটের সৈনিক নই। আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি, ট্যাটুইন থেকে। আমি লিউক স্কাইওয়াকার। জেনারেল ওবি ওয়ান কেনবিও এসেছেন।'

'জেনারেল কেনবি!' মেঘ কেটে গিয়ে যেন রোদ দেখা দিল রাজকুমারীর মুখে, 'কোথায় তিনি? কই?'

'আছেন। দেখা করবেন আপনার সঙ্গে শিগগিরই।'

দ্রুত পায়চারি করছে ডার্থ ভেডার। কনফারেন্স রুমের বিশাল এক চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছে গভর্নর টারকিন।

'কে এসেছে?' জানতে চাইল সে।

'কে আবার!' বলল ডার্থ ভেডার। 'ওবি ওয়ান কেনবি!'

'অসম্ভব!'

'ফোর্সে আন্দোলন টের পাচ্ছি। তখুন পেয়েছিলাম, শিপটা খুঁজতে গিয়ে। কিন্তু ঠিক করতে পারিনি। আমি শিওর, তিনিই এসেছেন।'

'কিন্তু তিনি অনেক আগেই না নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জেডি নাইটেরা?'

'ওই একজন লোক আজও জীবিত আছে, আমি এখন শিওর।'

কামলিংক কথা বলে উঠল।

'ডিটেনশন ব্লক এ টু থ্রি,' কথা বলল মাইক।

'হোয়াট!' চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল টারকিন, 'ওই ব্লকেই বন্দি করে রাখা হয়েছে রাজকুমারীকে!'

'খবর কি, অফিসার? জলদি বলো!'

'বন্দি পালিয়েছে, স্যার।'

'এমন কিছু ঘটবে, জেনারেলের উপস্থিতি টের পাওয়ার পরেই অনুমান করেছি,' নিজেকেই যেন বলছে ভেডার। ধাতব দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে এককালের জেডি নাইট আজকের ডার্ক লর্ড।

'পালিয়েছে!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল টারকিন। কাঁপছে গলা। 'কিন্তু স্টেশন ছেড়ে যেতে পারেনি নিশ্চয়! আবার ধরা পড়বে। ধরা পড়বে কেনবিও।'

'কে ধরবে?' হালকা গলায় কথা বলল ভেডার।

'কেন, ব্যাটল স্টেশনে লোকের অভাব আছে?' ভেডারের দিকে তাকাল টারকিন।

'তা নেই। কিন্তু এমন দশটা স্টেশন ভর্তি লোকেরও ক্ষমতা নেই, জেনারেল কেনবির লাইট সেবারের সামনে দাঁড়াতে পারে,' মনস্থির করে নিয়েছে ভেডার। 'আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে একবার। হয়তো এখনও ঠেকাতে পারব তাঁকে...'

দ্রুত পায়ে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডার্থ ভেডার।

রাজকন্যার হাত ধরে টেনে নিয়ে লম্বা করিডোরে ছুটেছে লিউক। পেছনে এলিভেটরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সোলো আর চিউবাকা। লিফটে করে সৈন্যেরা উঠে আসছে, ধরে ধরে তাদের আছড়ে মারছে গরিলা মানব। কোনো কোনোটা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে সোলোর ব্লাস্টারের গুলিতে।

এলিভেটরে ওঠা যাবে না। অন্য পথ ধরেছে সম্রাটের লোকেরা। ব্লাস্টার বম্ব দিয়ে ডিটেনশন ব্লকের একদিকের দেয়ালের খানিকটা উড়িয়ে দিয়েছে। ওই পথেই ঢোকার চেষ্টা করছে এখন।

ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেছে বদ্ধ করিডোরের একাংশ। টার্গেট দেখতে পাচ্ছে না এখন সোলো আর চিউবাকা। তাদের মাথার ওপর দিয়ে দিকবিদিক ছুটছে এনার্জি বোল্ট।

দেয়ালের উড়ে যাওয়া অংশটা দেখতে পেয়েছে সোলো। আর ঠেকানো যাবে না। লিউক যেদিকে গিয়েছে, সেদিকে ছুটল সে চিউবাকাকে নিয়ে। যাবার পথে একনাগাড়ে ব্লাস্টার চালাচ্ছে। কোনোটা আঘাত হানছে টার্গেটে, বেশির ভাগই মিস হচ্ছে। লাভ একটাই, এগোতে সাহস পাচ্ছে না সম্রাটের লোকেরা।

করিডোরের শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল লিউক । তারের জাল দিয়ে পথ আটকানো। ওপাশে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদির গাদা। নোংরা, দুর্গন্ধময়।

তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সোলো আর চিউবাকা। থমকে গেছে ওরাও। উপায়? পেছনে দেয়ালের ভাঙা পথে উঁকিঝুঁকি মারছে সৈন্যেরা। আক্রমণকারীরা আটকা পড়েছে বুঝে গেলেই বন্যার পানির মত ধেয়ে আসবে ওরা।

কোমর থেকে কন্ট্রোল বোর্ড খুলে নিয়ে সুইচ টিপলো লিউক। কথা বলল, 'সি-থ্রিপিও, সি-থ্রিপিও...শুনতে পাচ্ছো...জলদি এসো...'

দেয়ালে আরেকটা গর্ত করে ফেলেছে সৈনিকেরা। একে একে বেরোচ্ছে করিডোরে। দলে ভারি হচ্ছে ক্রমেই।

কোমর থেকে আগেই ব্লাস্টার পিস্তল খুলে নিয়েছে রাজকুমারী। জালের দরজার কব্জাগুলোতে গুলি করল। ভেঙে ছিটকে পড়ল দরজা। দুর্গন্ধের মধ্যেই পা দিল সে। বলল, দুর্গন্ধ নাকে গেলে মানুষ মরে যায় না।'

রাজকুমারীর পেছনে পেছনে ময়লায় নেমে এল লিউক। সোলো আর চিউবাকাও এল।

পিচ্ছিল, নোংরা ময়লার ওপর দিয়ে ছোটা যাচ্ছে না। যে কোনো মুহূর্তে পা হড়কে আছাড় খাবার সম্ভাবনা আছে।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সম্রাটের সৈনিকেরা। এক সেকেন্ড স্থির চোখে চারজনকে দেখল অফিসার। তারপর ফিরে নির্দেশ দিল একজনকে।

সুইচ টিপে পাশের দেয়ালের দিকে ছোট একটা প্যানেল খুলল একজন সৈনিক। ভেতরে ছোট একটা বোর্ডে কতগুলো সুইচ। একটা সুইচ টিপে দিল সৈনিক। মৃদু গুঞ্জন উঠল। তাজ্জব হয়ে গেল লিউক, সোলো, রাজকুমারী আর চিউবাকা–ময়লার ঘরের তিনদিকের দেয়াল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। ছোট করে আনছে পরিসর। যেন ময়লায় চুবিয়েই দমবন্ধ করে মারা হবে তাদের।

দাঁড়িয়ে পড়ল চিউবাকা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুহাত দু'পাশে বাড়াল। এগিয়ে এসে দু'পাশের দেয়াল ঠেকে গেল তার দু'হাতে। পেছনের দেয়াল এসে ঠেকলো বুকে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে অন্য তিনজন। পেছনে ময়লার পাহাড় জমেছে। ওই ময়লার জন্যে তাদের দেখতে পাচ্ছে না সম্রাটের লোকেরা।

প্রাণপণে তিন দিকের দেয়াল ঠেকিয়ে রেখেছে চিউবাকা। কিন্তু আর বুঝি পারছে না গরিলা মানব। তার অফুরন্ত শক্তিও হার মানতে যাচ্ছে যন্ত্রের শক্তির কাছে।

এলিভেটরে চড়ে ডিটেনশন ব্লক লেভেলে উঠে এল সি-থ্রিপিও আর ডি-টু। বেরিয়ে এল প্যাসেজে। তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাল প্রহরারত গার্ড।

'খারাপ হয়ে গেছে। সার্কিটে গোলমাল,' ডি-টুকে দেখিয়ে বলল সি-থ্রিপিও। 'সারাতে নিয়ে যাচ্ছি।'

ঘাড় নেড়ে পথ ছেড়ে দিল প্রহরী।

একটা কনসোলের কাছে এসে দাঁড়াল সি-থ্রিপিও আর ডি-টু। এক সেকেন্ড সুইচগুলোকে দেখল সি-থ্রিপিও। ফিরে অন্যপাশের ভাঙা কনসোলটাও দেখল। করিডোরের

শেষ মাথায় কোলাহল, হৈ-চৈ।

ফিরে, ভাল কনসোলের বোর্ডে বসানো একটা সুইচ টিপে দিল সি-থ্রিপিও। ডি-টুকে নিয়ে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পেছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল প্যানেল।

সরু আরেকটা করিডোর। ওটা ধরে এগিয়ে গেল সি-থ্রিপিও। পেছনে হাঁটছে তিনপেয়ে ডি-টু। করিডোরের শেষ মাথায় এসে থামল দুই রোবট। এদিকের মাথাও তারের জালে ঢাকা। ওপাশে ময়লা ফেলার ঘর। একটাই ঘর। বিভিন্ন করিডোরের মাথা গিয়ে শেষ হয়েছে একই জায়গায়। ময়লার জন্যে লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সি-থ্রিপিও জানে, ওপাশেই আছে ওরা।

'সি-থ্রিপিও, তুমি কোথায়?' সি-থ্রিপিওর ভেতরের রেডিও রিসিভার ডাক শুনলো।

'জলদি ইলেকট্রিক কানেকশন খুঁজে বের করে কেটে দাও!'

দেয়ালের গায়ে খুজতে খুঁজতে শুরু করল সি-থ্রিপিও। তার ইলেকট্রনিক চোখ সহজেই খুঁজে পেল জিনিসটা। দেয়ালের ভেতরে বসানো কন্ট্রোল বোর্ড। এদিকের প্যানেলে খোলার সুইচগুলো দেখতে পেল।

সুইচ টিপে দেয়ালের গায়েরছোট প্যানেল খুলল। ভেতরের ছোট সুইচ বোর্ড। এদিকে পেছন পেছন করে বসানো।

হাত বাড়িয়ে দিল সি-থ্রিপিও। বোর্ডের তলা দিয়ে সুইচে গিয়ে ঢুকেছে তারগুলো। টেনে পটাপট সবকটা তার ছিঁড়ে ফেলল সে। তারপর ফিরে তাকাল ডি-টুর দিকে। 'কি হে বোকা বালতি, কেমন দেখালাম?'

অহংকার ফেটে পড়ছে লম্বা রোবটের কণ্ঠে।

অসংখ্য তার সাপের মত কিলবিলিয়ে ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে। ট্রেঞ্চের দেয়াল বেয়ে। পাওয়ার কেবল। সারকিট। এক কিলোমিটার গভীর সার্ভিস ট্রেঞ্চ। ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে সরু ধাতব পথটা। বিশাল চওড়া নদীর ওপর দিয়ে যেন ফিতে চলে গেছে।

এই পথ ধরেই হাঁটছেন জেনারেল কেনবি। নিচে অতল গহ্বর। অতি সাবধানে হেঁটে পথটা পেরিয়ে এলেন কেনবি। চওড়া কার্নিশ পেরিয়ে ধাতব দেয়াল। দেয়ালের এক জায়গায় আড়াআড়ি চলে গেছে দুটো কেবল। বুঝলেন জেনারেল পাশেই কোথাও প্যানেল আছে।

অভিজ্ঞ চোখে শিগগিরই সুইচ খুঁজে পেলেন জেনারেল। চাপ দিতেই খুলে গেল প্যানেল। ভেতরে পা রাখলেন তিনি।

একটা করিডোর। গোলমাল করিডোরের শেষ মাথায়। লাইট জ্বলছে নিভছে। হালকা অ্যাসিড ধোঁয়া বাতাসে। উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কয়েকজন সৈনিক।

দেয়ালে গায়ে সেঁটে দাঁড়ালেন জেনারেল।

কথা বলে উঠল কেউ। আদেশ দিল। বুঝলেন কেনবি, সৈনিকদের আদেশ দিচ্ছে অফিসার, 'প্রহরায় থাকো। বিপদ সংকেত উঠিয়ে না নেয়া পর্যন্ত এক পা নড়বে না জায়গা ছেড়ে কেউ।'

পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। চট্ করে দেয়ালের গায়ের একটা ভাঙা ফোকরে ঢুকে পড়লেন জেনারেল।

দেয়ালের এগিয়ে আসা থেমে গেছে। হাত ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল নিয়মিত করে নিল চিউবাকা। তাকে দেখছে রাজকুমারী লেইয়া অরগানা।

'আমার অ্যাসিসটেন্ট, ফার্স্ট মেট চিউবাকা,' পরিচয় করিয়ে দিলো সোলো।

উত্তরে গরগর করে কি বলল গরিলা-মানব, এক বিন্দু বুঝল না রাজকুমারী।

হঠাৎ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল লিউক। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল রাজকুমারীকে। চমকে পাশে তাকাল সোলো চিউবাকাও তাকাল।

ময়লার স্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ঘিনঘিনে শুঁড়। পিচ্ছিল লালা গড়াচ্ছে শুঁড়ের মাথা থেকে।

চিউবাকার একটা পা নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল শুঁড়টা। পেঁচিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। গর্জন করে উঠে জোরে পা ঝাড়া দিল চিউবাকা। কিন্তু কিছুতেই শুঁড়ের প্যাঁচ থেকে ছাড়াতে পারল না। এই সময় হ্যাঁচকা টান মারল শুঁড়টা। পিচ্ছিল মেঝেতে দড়াম করে আছড়ে পড়ল গরিলা মানব। টানছে শুঁড়। পা ধরে ধীরে ধীরে ময়লার স্তূপের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চিউবাকাকে। নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না কিছুতেই।

গুলি করল সোলো। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল শুঁড়টা। প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল ময়লার স্তূপে। শুঁড়ের ছেঁড়া মাথা থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরিয়ে এল কালো রঙের আঠালো তরল পদার্থ। ভয়ানক দুর্গন্ধ। ময়লার গন্ধও ঢাকা পড়ে গেল উৎকট গন্ধে।

ওদিকে স্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আরেকটা ঘিনঘিনে শুঁড়। আরেকটা। তারপর আরেকটা।

ফোকর থেকে বেরিয়ে এলেন জেনারেল কেনবি। পেছন ফিরে আছে প্রহরীরা। একছুটে তাদের একেবারে পেছনে চলে এলেন তিনি। পেছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল একজন প্রহরী। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু আওয়াজ বেরোনোর আগেই ঘাড়ের ওপর থেকে খণ্ডিত মাথাটা করিডোরে ছিটকে পড়ল তার। অন্য প্রহরীরাও ফিরেছে। নিমেষে মৃত্যু বরণ করল সব কজন!

ময়লার ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কেনবি। ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। চেঁচিয়ে উঠল একটা পুরুষকণ্ঠ। আরে, লিউক না!

'লি-উ-ক!' চেঁচিয়ে ডাকলেন জেনারেল। 'তোমরা আছ ওখানে?'

'রোবট অক্টোপাসের কবলে পড়েছি আমরা, জে-না-রে-ল!' সাড়া দিল লিউক।

ফোর্স পাওয়ারে জ্যান্ত প্রাণী বশ মানে, সম্মোহিত হয়। কিন্তু রোবট? চেষ্টা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন জেনারেল। রোবটের ব্রেন ইলেকট্রনিক হলেও মানুষ কিংবা অন্যান্য জ্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে অনেক মিল আছে।

'এই, এই রোবট, শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?' ডাকলেন জেনারেল।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু সাড়া নেই। আবার ডাকলেন, 'এই রোবট, ডাকছি তোমাকে। এসো, বেরিয়ে এসো। এ-সো-ও-ও-ও-...'

নড়ে উঠল ময়লার স্তূপ। কাজ হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা শুঁড় বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ, এসো। এ-সো-ও-ও! আরও কাছে এ.এ...'

আরও একটা শুঁড় বেরোলো। আরেকটা। তারপর আরেকটা। একে একে সাতটা আস্ত আর একটা কাটা শুঁড় বেরোলো। শুঁড়ের মালিকও বেরিয়েছে। বিশাল দুটো কৃত্রিম লাল রঙের ইলেকট্রনিক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে জেনারেলের দিকে। কালো কৃত্রিম রোমশ থলথলে প্রকাণ্ড দেহে।

চোখ দুটোর মাঝে, রোবটের ব্রেন বরাবর সেবার তাক করলেন জেনারেল। বেরিয়ে

গেল নীল আলোর রশ্মি। ভয়ংকর ভাবে নড়ে উঠল রোবট-অক্টোপাসের দেহটা। পোড়া রাবার আর গলন্ত ধাতুর গন্ধ ছুটল। ছিটকে বেরোচ্ছে কালো তরল পদার্থ। গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ল।

'লি-উ-ক!' ডাকলেন জেনারেল। 'বেরিয়ে এসো। অক্টোপাস মারা গেছে।'

আরও দুটো করিডোর পেরিয়ে বিশাল সবুজ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন জেনারেল। কোনো সুইচ বা অন্য কিছুতে হাত দিতে হলো না। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল।

দশ গজ সামনে আরেকটা দরজা। ছোট। এই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল। কোনো সুইচ নেই এই দরজার পাশেও। কিন্তু প্রথমটার মত স্বয়ংক্রিম ভাবে খুলে গেল না। সড়সড় করে যান্ত্রিক শব্দ হলো। দরজার এক জায়গায় প্যানেল সরে গিয়ে বেরিয়ে এল টেলিভিশনের পর্দা। একটা রোবটের মুখ ফুটল দরজায়। 'কি চাই?' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'দরজা খোলো, ভেতরে ঢুকবো,' বললেন জেনারেল।

হুকুম নেই। বাইরের লোক ঢোকা নিষেধ।'

'ছিঃ, রোবট, কথা অমান্য করতে নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন জেনারেল। রোবটরাও ফোর্স পাওয়ারের আওতায় পড়ে জেনে গেছেন তিনি। 'খো-লো-ও!'

দুই সেকেন্ড নীরবতা। রোবটের ছবি মিলিয়ে গেল। ঢাকা পড়ে গেল টেলিভিশনের পর্দা। আরও এক সেকেন্ড পর দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল।

বিশাল হলরুমের মত ঘর। বিচিত্র যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। প্রহরী রোবটটা বসে আছে দরজার কাছেই একটা ছোট কাঁচের গার্ডরুমে। ওদিকে ঘরের ভেতরে মোট তিনটে রোবট। যন্ত্রগুলো কন্ট্রোল করছে ওরাই। কোনো মানুষ নেই।

তিনটে রোবটকেই সম্মোহিত করলেন জেনারেল কেনবি। অ্যাট্রাকশন বীম পরিচালনা করে কোনটা জেনে নিলেন।

বিশাল করিডোরে ধরে ছুটেছে লিউক, রাজকুমারী, সোলো আর চিউবাকা। ময়লার স্তূপ থেকে বেরিয়ে এসে একটা সেলে ঢুকে পড়েছিল ওরা। সেলের বাথরুমে ঢুকে যতটা সম্ভব ময়লা পরিষ্কার করে নিয়েছে গা থেকে।

ডকিং বে-র উদ্দেশ্যে ছুটছে ওরা। রেডিওতে সি-থ্রিপিও আর ডি-টুকে মিলেনিয়াম ফকনের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়েছে লিউক। ছোট আর টু ইউনিটটা পথ চিনে ঠিক ফিরে যাবে শিপে। ওটার সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারবে সি-থ্রিপিও। কন্ট্রোল রিসিভার কোড গ্রহণ করে লিউকরাও পৌঁছে যাবে জাহাজে। এখন পথে আর কোনো বাধায় সম্মুখীন না হলেই হয়।

ডকিং বে-র রাস্তা কোনটা, রোবটের কাছে জেনে নিলেন জেনারেল।

মেশিন-ঘর থেকে বেরিয়েই টের পেলেন অনুভূতিটা। তাকে সাবধান করে দিচ্ছে পাওয়ার। কি হতে পারে, কি হতে পারে? ভাবনা খেলছে জেনারেলের মাথায়। হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল কথাটা। ডার্ক লর্ড! আশেপাশেই আছে নিশ্চয় ডার্থ ভেডার!

বিশ গজ লম্বা করিডোর পেরিয়েই আরেকটা দরজা। খোলা। ছুটে বেরিয়ে এলেন জেনারেল। ওই তো ডকিং বে। মিলিনিয়াম ফকনকেও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। এগোতে

যাবেন, হঠাৎ একপাশের দেয়াল ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল দানব। কালো আলখেল্লা পরনে। ধাতব জালের মুখোশ মুখে। থমকে দাঁড়ালেন জেনারেল। তাঁর অনুভূতি সঠিক হুঁশিয়ারিই জানিয়েছে।

'আসুন, জেনারেল কেনবি,' শান্ত কণ্ঠে ভেডারের, 'আমি আপনার অপেক্ষাই করছিলাম।'

'পথ ছাড়ো, ভেডার,' গম্ভীর নির্দেশ।

নড়ল না ভেডার। 'জেনারেল ওবি ওয়ান কেনবি, আপনি আমার গুরু। হাত তুলতে বাধছে। জোরজবরদস্তি করে আমাকে বাধ্য করবেন না, প্লীজ!'

'তুমি সরবে, ভেডার?'

'আমি নিরুপায়, স্যার।' কোমরে খাপ থেকে লাইটসেবার খুলে নিল ভেডার।

অস্ত্র ঘুরিয়ে চকিতে আঘাত করলেন জেনারেল। কিন্তু তাঁর চেয়ে ক্ষিপ্র ভেডার। অবলীলায় আঘাত ফেরালো। পাল্টা আঘাত কবল পরক্ষণেই। ফেরালেন জেনারেল।

তাঁর অসাধারণ ওই ছাত্রটির যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল জেনারেল কেনবি। কিন্তু আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে এখন ভেডার, অনেক বেশি পারদর্শী। এতটা ভাবেননি জেনারেল।

চোখ পিট পিট করছেন জেনারেল। ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে। প্রতিহতই করছেন শুধু এখন, পাল্টা আঘাত হানতে পারছেন না। পিছিয়ে যাচ্ছেন ক্রমেই।

'জেনারেল, স্যার, প্লীজ,' অনুরোধ করল ভেডার।' 'যুদ্ধ থামান। আপনি বুড়ো হয়েছেন, আগের সে ক্ষমতা নেই। একদিন গুরু ছিলেন আমার। আপনাকে খুন করতে বাধছে। প্লীজ, ক্ষান্ত দিন...'

নীল আলোর ঝলক বেরোলো জেনারেলের সেবার থেকে। সোজা ধেয়ে গেল সেটা ভেডারের মাথা লক্ষ্য করে। ডকিং বে-তে বেরিয়ে এসেছে লিউক, রাজকুমারী, চিউবাকা আর সোলো। মিলেনিয়াম ফকনের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ডি-টু আর সি-থ্রিপিও।

শিপের দিকে ছুটতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল লিউক। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য তিনজনও। জেনারেল কেনবিকে দেখতে পেয়েছে ওরা। লড়ছে ডার্থ ভেডারের সঙ্গে। নীল আলোর স্ফুলিঙ্গ ফিটকাচ্ছে চারদিকে।

আশেপাশে কেউ নেই। ডকিং বে-তে নেই কোনো প্রহরী। একটু অবাকই লাগল ব্যাপারটা লিউকের। কিন্তু এইই সুযোগ। ভেডার এখন লড়াইয়ে মগ্ন। শিপে গিয়ে ওঠার এই সুযোগ। হাতছাড়া করা উচিত হবে না। তিন সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে ফকনের দিকে ছুটল লিউক।

আশ্চর্য! মরণ-আঘাত প্রতিহত করে ফেলল ডার্থ ভেডার। ভুরু কুঁচকালেন জেনারেল। ভাবছেন তিনি। বুঝতে পারছেন, তার পক্ষে ভেডারকে পরাজিত করা অসম্ভব।'

কথা বলল ভেডার, 'বয়েস হয়েছে আপনার, জেনারেল। শক্তিও কমে গেছে, সেই সঙ্গে গেছে ক্ষিপ্রতা। আপনাকে আবার অনুরোধ করছি, থামুন।

'স্বীকার করছি, অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছো তুমি,' সেবার ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন জেনারেল, 'কিন্তু আমাকে শেষ করতে পারবে না। ফোর্সের লাস্ট সার্কেলে পৌঁছে গেছি আমি। বিশ্বাস করো ভেডার, লাইট সেবারের গায়ে দু'টুকরো হলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবো আমি। প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হবো।'

'আমাকে কথায় ভোলাবার চেষ্টা করবেন না, জেনারেল। ফোর্স পাওয়ারে আজ আর আমার সমান কেউ নেই।'

সেবার চালালেন জেনারেল। সহজেই আঘাত প্রতিহত করল ভেডার। আর সুযোগ দিল না। জেনারেলের মাথার ওপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলো নীল রশ্মি। চিরে দুটুকরো হয়ে গেল জেনারেলের দেহটা। ধপ করে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু আশ্চর্য! কেনবির আলখেল্লাটা আস্ত রয়েছে। সামান্যতম ক্ষতি হয়নি ওটার! এমন তো হবার কথা নয়!

মাটিতে পড়ে থাকা জেনারেলের আলখেল্লায় আঘাত করল ভেডার, দেখতে চাইছে কাটে কিনা। কিন্তু কাটল না। আঁচড়েও লাগল না ওটাতে। স্তব্ধ হয়ে গেল ডার্ক লর্ড। এই প্রথম অনুভব করল, জেনারেলকে আঘাত করাটা মোটেও উচিত হয়নি। তাকে আরও অভিভূত করে দিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল জেনারেলের দ্বিখণ্ডিত শরীর।

শিপে চড়তে কোনোরকম বাধা পেল না মিলেনিয়াম ফকনের আরোহীরা। আগেই উঠে পড়েছে রোবট দুটো। পরে একে একে উঠে গেল রাজকুমারী, লিউক, চিউবাকা আর ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগল ওদের কাছে।

আরও বিস্মিত হলো ওরা, যখন দেখলে শিপের ভেতরে অজ্ঞান অবস্থায় হাত-পা বেঁধে রাখা সৈনিক চারজন নেই। বিপদের গন্ধ পেল সোলো। অস্বস্তি বোধ করছে লিউক। কোনোরকমের ফাঁদ?

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সোলো। প্যানেলের অসংখ্য সুইচে দ্রুত ওঠানামা করছে গরিলা-মানবের রোমশ আঙুল। রাজকুমারীর সীট বেল্টের বকলস ইতিমধ্যেই আটকে ফেলেছে লিউক। নিজেরটা বাঁধতে ব্যস্ত।

হোল্ডে বসে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে দুই রোবটের।

সামনের দিকে ছুটল মিলেনিয়াম ফকন। ট্র্যাক্টর বীম আর আকর্ষণ করছে না। স্বচ্ছন্দ গতিতে টানেল বেয়ে এগিয়ে চলেছে ছোট্ট আকাশযান।

বিশাল ভিউস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে গভর্নর টারকিন। পেছনে ভারি পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল।

'এই যে ভেডার,' ধমকে উঠল টারকিন। 'হাইপারস্পেসে চলে গেছে ফকন। কিচ্ছু করলে না তুমি, মানে তোমার জন্যে করতে পারল না কমান্ডার!'

হাসল ভেডার। 'ঠিকই করেছি আমি!'

পেরিয়ে গেল, আর তুমি বলছো ঠিকই করেছ?'

'বাঁধা দিয়ে কিংবা আটকে রাখলে কি লাভ হতো? রাজকুমারীকে আটকে বহু চেষ্টা তো করলেন?'

জবাব দিতে পারল না টারকিন। চুপ করে রইল।

'ভাববেন না, গভর্নর। ওদের শিপে হোমিং বীকন রেখে দিয়েছি। সারাক্ষণ সংকেত পাঠাচ্ছে ওটা। এবার বিপ্লবীদের ঘাঁটি ঠিকই খুঁজে পাব,' আবার হাসল ভেডার।

'আরটু রোবটের ভেতরে ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ব্যাটল স্টেশনের পুরো প্ল্যান,' বলল রাজকুমারী লেইয়া অরগানা। 'দুর্বল জায়গাটা খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

'রাজনীতিতে মোটেও আগ্রহ নেই আমার,' স্ক্রীনের দিকে চোখ রেখে বলল সোলো, 'অর্থনীতিতে ভাল বুঝি। আপনি কিংবা আপনার হতচ্ছাড়া সিনেটের জন্যে এসব করছি, ভাববেন না। আসলে প্রচুর টাকার গন্ধ পেয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে, টাকাই পাবে,' দুঃখিত মনে হলো রাজকুমারীকে। লিউককে বলল, 'টাকা ছাড়া কোনোকিছুকে, কাউকে ভালবাসে না তোমার বন্ধু।'

'কিন্তু আমি বাসি...' জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে লিউক।

অদ্ভুত চোখে লিউকের দিকে তাকাল রাজকুমারী।

মানুষ বাসের অযোগ্য ইয়াভিন গ্রহ। দুশো মিটার গতিতে সারাক্ষণ ঝড় বইছে এখানে। তপ্ত বিষাক্ত গ্যাসে ভরা বাতাস। কিন্তু এই গ্রহের চারটে উপগ্রহে মানুষ বাস করে। সবচেয়ে দূরের উপগ্রহটার নাম আননোন ফোর। একসময় মানুষের মত আকৃতি, কিন্তু মানুষ নয় এমনি সব প্রাচীন জীবের বাস ছিল এখানে। দীর্ঘদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে তারা। জঙ্গলের ভেতর আজো সেই প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন রয়েছে। গভীর জঙ্গলের ভেতরে আছে একটা প্রকাণ্ড মন্দির। লতাপাতা গাছপালায় এমন ভাবে ঘিরে আছে মন্দিরটাকে, বাইরে থেকে, বিশেষ করে আকাশ থেকে মোটেও দেখা যায় না। প্রবেশপথটা পরিষ্কার করা হয়েছে ইদানীং। পাথুরে মন্দিরের ভেতরটা ঝকঝকে পরিষ্কার, ধাতুর প্যানেল দিয়ে ঢাকা। ভেতরের বিশাল প্রাঙ্গণে ডকিঙ-বে। একপাশে অজস্র হ্যাঙ্গার।

ল্যান্ডস্পীডার থেকে নামল সিনেটর রাজকুমারী লেইয়া অরগানা। একে একে নামল লিউক, সোলো, চিউবাকা আর দুটো রোবট। স্বাগত, জানিয়ে তাদের বিশাল অডিটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হলো।

নিচু ছাদ অডিটোরিয়ামের। এক প্রান্তে মঞ্চের পেচনে বিশাল ভিউস্ক্রীন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান, জেনারেল ডোডোনো।

নির্দিষ্ট চেয়ারে এনে বসানো হলো অতিথিদের। ডি-টুর ভেতর থেকে টেপটা আগেই খুলে নিয়েছে রাজকুমারী, তুলে দিলেন জেনারেলের হাতে।

ক্যাসেট সুদ্ধ টেপটা ভিডিও ক্যাসেট কেসে ভরলেন জেনারেল। সুইচ টিপতেই বিশাল স্ক্রীণে ফুটল ছবি। গভীর মনোযোগে রেকর্ড করা ছবি দেখলেন জেনারেল। তারপর শুরু করলেন, 'কমরেডস! আপনাদের জন্যে দুঃসংবাদ সুসংবাদ দুই আছে। দুঃসংবাদ হলো, সম্রাটের ব্যাটল স্টেশন ধেয়ে আসছে আননোন ফোরের দিকে। মিলেনিয়াম ফকনে হোমিং বীকন ভরে দেয়া হয়েছিল, বুঝতে পারেননি আরোহীরা। এজন্য অবশ্য দোষ দেয়া যায় না তাঁদের। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিলেন, অত খুঁটিনাটি দেখার বা ভাবার সময়ই ছিল না তখন। সুসংবাদ হলো, খালি হাতে আসেননি সিনেটর অরগানা। পিছু পিছু টেনে এনেছেন ব্যাটল স্টেশনকে, ঠিক, কিন্তু ওটাকে ধ্বংস করার প্ল্যানও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে।' পুরো অডিটোরিয়ামে একবার চোখ বোলালেন জেনারেল। পিন পতন নীরবতা বিশাল ঘরে। আবার শুরু করলেন, 'ব্যাটল স্টেশনকে থামাতে না পারলে অ্যালডেরানের মতই আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে। এই সাংঘাতিক সুরক্ষিত স্টেশনটারও কিন্তু একটা বিশেষ দুর্বল জায়গা আছে। একটা শ্যাফট। স্টেশনের শক্তির উৎস অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টরের উৎপাদিত বাড়তি তেজস্ক্রিয়তা বেরিয়ে আসে এই শ্যাফট দিয়ে। আমাদের যে কোনো এক্স কিংবা ওয়াই ফাইটার নিয়ে ওই শ্যাফটে ঢুকে যাওয়া সম্ভব। কোনো বিস্ফোরক দিয়ে শ্যাফটের মুখ বন্ধ করে দিতে পারলেই রি-অ্যাক্ট চেইন রিঅ্যাকশন দেখা দেবে। স্টেশনের ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে পড়বে তখন। এখন কথা হলো, কি ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে? সাধারণ জিনিস দিয়ে কাজ চলবে না। ব্যবহার করতে হবে প্রোটন বম্ব,' থামলেন তিনি। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'শুনে যতটা মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু অনেক বেশি কঠিন শ্যাফট ধ্বংসের কাজ। তোমরা নিজেরাই ঠিক করো। শ্যাফটে কে নামবে?'

থমথমে নীরবতা অডিটোরিয়ামে। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কোনো কথা বলছে না কেউ।

ভাবছে লিউক। রাজকুমারীর চোখের দিকে একবার তাকাল। লিউকের দিকেই চেয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটো। ধূসর তারায় কিসের যেন আকুতি। বলছে যেন, প্লীজ লিউক, রাজি হয়ে যাও। হাসল লিউক, যেন আশ্বাস দিল। ফিরে তাকাল জেনারেলের দিকে। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। ঘোষণা করার মত বলল, 'আমি, আমি শ্যাফটে নামবো, জেনারেল ডোডোনো...'

অডিটোরিয়ামে নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই বিগসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লিউকের। এভাবে এখানে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবেনি লিউক।

'আমি বলিনি?' কুশল বিনিময়ের পর বলল বিগস্, 'তোকে একদিন আসতেই হবে। যোদ্ধা কি কোনোদিন কৃষক হতে পারে?'

যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়েছে লিউক। বিগস্ও যুদ্ধে যাবে। বিগসের পিঠে চাপড়ে বলল লিউক, 'অনেক কথা পেটে জমে আছে, দোস্ত। ফিরে এসে বলব সব...'

মালবাহী মহাকাশযানে সোনার ব্যাগ তুলছে সোলো। শিপের দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করছে গরিলা মানব চিউবাকা।

'সোলো,' রাকুমারীর কণ্ঠে অনুরোধ, 'তুমি পাইলট। এই সময়ে তোমার লোকের সাহায্য দরকার বিপ্লবীদের।'

'যুদ্ধ হলে কথা ছিল না,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল সোলো, 'কিন্তু আত্মহত্যায় আমি নেই।'

'টাকা চাই না তোমার?' বলল রাজকুমারী, 'আরও অনেক দেব।'

'কিন্তু টাকার চেয়েও নিজের জীবনটাকে অনেক বেশি ভালবাসি আমি, প্রিন্সেস,' বলল সোলো। সোনা তোলা হয়ে গেছে তার। রাজকুমারীর পাশে এসে দাঁড়াল সে। হাতটা বাড়িয়ে দিল, 'সাহায্য করতে পারলাম না, দুঃখিত। এক্সকিউজ মি, প্রিন্সেস।'

রাজকুমারী আর লিউকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরল সোলো। আগেই শিপের ভেতরে ঢুকে গেছে চিউবাকা।

দৃঢ় পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মহাকাশযানের দরজায় দাঁড়াল সোলো। ফিরে তাকাল। হাত নেড়ে বিদায় জানল তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল শিপের ভেতরে।

স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি উঠে গেল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। স্টার্ট হয়ে গেছে মিলেনিয়াম ফকনের ইঞ্জিন।

'ইনকম-টি সিক্স ফাইভ আর স্কাইহপারের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই,' লিউককে বোঝাচ্ছে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ পাইলট। ব্লু লীডার নামে চেনে তাকে বিপ্লবীরা।

'ওকে বোঝাতে হবে না, স্যার,' বলল বিগস্। 'লিউক, জেনারেল স্কাইওয়াকারের ছেলে নও তো তুমি?'

'জেনারেলের স্কাইওয়াকার আমার বাবা, ঠিকই ধরেছেন।'

'চমৎকার লোক ছিলেন! দুর্দান্ত পাইলট...তাঁর সঙ্গে হাজার ঘণ্টারও বেশি মহাকাশে কাটিয়েছে আমি...' হঠাৎ সাইরেনের শব্দে থেমে গেল ব্লু লীডার। চেঁচিয়ে উঠল, 'আর দেরি নয়, লিউক! জলদি ফাইটারে ওঠোগে! বিপদ সংকেত দিয়ে ফেলেছে! জলদি যাও...'

একটা ফাইটারে গিয়ে উঠল লিউক। স্কাইহপার আর টি সিক্স ফাইভের মধ্যে তফাৎ তেমন নেই। শুধু একটু বেশি আধুনিক এই বিশেষ যানটি।

শ্যাফট আক্রমণের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। রোবট আরটু ডি-টুকে দেয়া হয়েছে তার ফাইটার। স্টেশনের প্ল্যান তার ভেতরেই আছে। আক্রমণের সময় লিউককে সাহায্য করতে পারবে। অহেতুক ঝামেলায় বাধায় বলে সি-থ্রিপিওকে সঙ্গে দেখা হলো না। এতে অবশ্য খুশিই হলো লম্বা রোবট।

ডি-টু ফাইটারে ওঠার সময় নিচে দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছে সি-থ্রিপিও, 'সাবধানে থাকবে, ডি-টু। তুমি ফিরে না এলে ঝগড়া করার কাউকে যে পাব না!'

'বীপ বীপ!' বন্ধুকে আশ্বস্ত করে ফাইটারের ভেতরে ঢুকে গেল বেঁটে রোবট।

ককপিটে বসেছে লিউক। ছবি ফুটল হঠাৎ টেলিভিশনের পর্দায়।

'লিউক, ফিরে এসো কিন্তু,' কথা বলল রাজকুমারী লেইয়া অরগানা। 'তোমার জন্যে অপেক্ষায় রইল আমি।'

আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল ছবিটা।

স্টার্ট দিল লিউক।

এগার

ভিউ স্ক্রীনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমারী লেইয়া অরগানা, জেনারেল ডোডোনা এবং বিপ্লবী সংহতির অন্যান্য ফিল্ড কমান্ডাররা। সবারই চোখ পর্দার দিকে।

উইং ফাইটারগুলো আননোন ফোর ছাড়িয়ে, অতিকায় ইয়াভিনের গ্যাস ঝড়ের পাশ কাটিয়ে ছুটেছে ব্যাটল স্টেশনের দিকে। পর্দায় ইয়াভিনের আরেকটা উপগ্রহের মতোই দেখাচ্ছে স্টেশনটাকে।

বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার আর অবিচার চালিয়েছে সম্রাটের পরামর্শদাতা, পরিষদ, আমলা ও সেনানায়কেরা। নিরপরাধ অগুণতি মানুষকে হত্যা করেছে ওরা। অসৎ, ক্ষমতালোভী সম্রাট সাধারণ মানুষকে যত যন্ত্রণা দিয়েছে, ধ্বংসকামী প্রয়োগবিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন ওই ব্যাটল স্টেশনের চেহারায় যেন সব কেন্দ্রীভূত হয়ে ফুটে উঠেছে, পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে ব্লু লীডার।

'এক্সিকিউট,' রেডিওর মাইক্রোফোনে অর্ডার দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ফাইটারের ডানা চিরে ফাঁক হয়ে গেল। দুটো ডানা পরিণত হলো চারটে ডানায়।

আননোন ফোরের আরও কাছে এসে গেছে ব্যাটল স্টেশন। পর্দায় ডকিং বে, রেডিও-অ্যানটেনা, ধাতব কৃত্রিম পাহাড় আর গিরিবর্তগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

ফাইটারের টিভিতে লিউকও দেখছে স্টেশনকে দ্বিতীয়বার ভয়ংকর ওই কালো গোলকটার কাছে যেতে মন সরছে না তার। গতির প্রচণ্ডতায় থর থর কর কাঁপছে ছোট ফাইটার। পুরানো একটা অনুভূতি গ্রাস করল তাকে। যেন ট্যাটুইনের বালি ঝড়ের ভেতরে স্কাইহপার নিয়ে উড়ছে সে।

সামনের ডিফ্লেক্টর শীল্ড চালু করল লিউক।

আলো দেখা যাচ্ছে ব্যাটল স্টেশনের, খালি চোখেই, ফাইটারের জানালা দিয়ে। হাজার হাজার উজ্জ্বল আলো। অতিকায় এক ভাসমান নগরী যেন।

লিউকের পেছনে বসে আছে ডি-টু। তার উর্বর ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কে নানা ভাবনা।

'লিউক স্কাইওয়াকার,' রেডিওতে গমগম করে উঠল ব্লু লীডারের কণ্ঠ, 'শ্যাফটটা

উত্তরে। ওদিকে যাও।'

গোত্তা মেরে পাশ ফিরল লিউকের উইং ফাইটার। স্টেশনের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে।

তাকে নজরের বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাটল স্টেশনের অন্য তিনপাশে ঘুর ঘুর করছে অসংখ্য রেড ব্লু, গ্রীন আর ইয়েলো ফাইটার।

শ্যাফটের কাছাকাছি চলে এসেছে। লিউক। অ্যালার্ম বেজে উঠল ব্যাটল স্টেশনে।

বুঝে গেছে আক্রান্ত হয়েছে তারা।

বিস্মিত হলো ওয়র অ্যাডভাইজার অ্যাডমিরাল মোটটি। সে আশা করেছিল, নিজেদের বাঁচাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসবে বিপ্লবীরা। অথচ এতবড় একটা স্টেশনের সঙ্গে লড়তে এসেছে ওরা ক্ষুদে ক্ষুদে কয়েকটা উইং ফাইটার নিয়ে!

বড়সড় আক্রমণ ঠেকাবার প্রস্তুতি আগেই নিয়েছে মোটটি। তার বোধহয় আর দরকার হলো না। মুচকে হেসে সাধারণ দলকে আঘাত প্রতিহত করার আদেশ দিল সে।

সারভোড্রাইভারের বিশাল মোটরে গুঞ্জন উঠল। তীব্র গতিতে ফাইটারগুলোকে ধ্বংস করতে ছুটে গেল অজস্র এনার্জি বোল্ট।

আপাতত নিরাপদে আছে লিউক। ডাইভ দিল সে। শ্যাফটের কাছাকাছি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলোর অনুমান ক্ষমতার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই লিউকের উদ্দেশ্য।

টেলিভিশনের আরেকটা ওয়াউ-উইং ফাইটারের ছবি। লিউকের পেছনে। এগিয়ে আসছে।

'ব্লু ফাইভ, ফাইভ,' বলল লিউক। 'তোমার পরিচয়?'

'লিউক, আমি বিগস্ এগিয়ে যাও।'

লিউকের ফাইটারটাকে দেখতে পেয়েছে ব্যাটল স্টেশন। এল এনার্জি বোল্ট। পাশ কাটালো লিউক। পাশ এল বোল্ট। বাতাসে বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল ভিউ স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে ভেডার। এমন উত্তেজনাকর অবস্থায়ও শান্ত, স্থির।

ছুটে এসে ঘরে ঢুকল একজন কমান্ডার। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'দুই ধরনের তিরিশটা ফাইটার নিয়ে ওরা আক্রমণ করেছে, স্যার। সাংঘাতিক দ্রুতগামী ওরা। টার্গেট হিসেবে অত্যন্ত ছোট। নিশানা করা যাচ্ছে না কিছুতেই!'

'এভাবে বোল্ট ছুঁড়ে কাজ হবে না,' স্ক্রীণের দিকেই তাকিয়ে আছে ভেডার। 'টাই ফাইটার পাঠাও।'

দ্রুত বেরিয়ে গেল কমান্ডার।

এঁকেবেঁকে এনার্জি বোল্ট এড়িয়ে ডাইভ দিল আবার লিউক। কয়েকটা বোল্ট ছুঁড়লো। নির্ভুল নিশানা। কয়েকটা টাওয়ার অ্যানটেনায় আঘাত হানল বোল্ট। বিস্ফোরণ ঘটল। আগুন জ্বলে উঠল অ্যানটেনা টাওয়ারে।

কথা বলে উঠল হঠাৎ রেডিও, 'উইং স্কোয়াড, অ্যাটেনশন! সম্রাটের টাই ফাইটার আক্রমণ করছে তোমাদের।'

বাইরে তাকাল লিউক। পালাচ্ছে বিগস্। টাই ফাইটার তাড়া করেছে তাকে। তার উইং ফাইটারের দু'পাশে, ওপরে নিচে দিয়ে ছুটছে এনার্জি বোল্ট।

বিগস্‌কে সাহায্য না করলে যে কোনো সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তার আকাশযান। ছুটল লিউক। বোল্ট ছুঁড়লো। প্রথম দুটো মিস করল। পরেরটা আঘাত হানল টাই

ফাইটারের লেজে। বিস্ফোরণ ঘটল। তীব্র আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। রঙিন আলোর ফোয়ারা ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল টাই ফাইটার অন্ধকার মহাকাশে।

আরেকটা টাই ফাইটার বিস্ফোরিত হলো এই সময়। বিগসের উইং-এর কাছ থেকে একটু তফাতে। ফাইটারটাকে ধ্বংস করল ব্লু সিক্স-এর তরুণ পাইলট জন ডি।

'সাবধান, ব্লু সিক্স!' হুঁশিয়ার করল লিউক, 'পেছন থেকে আক্রান্ত হচ্ছো তুমি!'

পাঁই করে ঘুরল জন ডি ফাইটার নিয়ে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। একটা এনার্জি বোল্ট আঘাত হানল তার বিমানের মাঝ বরাবর। ধ্বংস হয়ে গেল উইং ফাইটার।

ভিউক্রীনের জন ডি-র মৃত্যু দেখল সিনেটর আর অন্যান্যরা। আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল পর্দা।

'হাই-ব্যান্ড রিসিভারে গোলমাল হয়েছে।' চেঁচিয়ে উঠলেন জেনারেল ডোডোনো। টেকনিশিয়ানকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি সারানোর ব্যবস্থা করো! তার আগে অডিওটা চালু করে দাও!'

পর্দা অন্ধকার। দূরে মহাকাশযুদ্ধের শব্দ আর পাইলটদের কণ্ঠই শুধু শোনা যাচ্ছে এখন। ছবি দেখা যাচ্ছে না।

'লিউক, তুমি কোথায়?' সমানে চেঁচাচ্ছে ব্লু লীডার, 'সাড়া নেই কেন?'

আছি আমি। তবে ফাইটারের ডানায় সামান্য চোট।

'ফিরে এসো! জলদি!'

কিন্তু ফিরল না লিউক।

জিতছে সম্রাটের বাহিনী। একটার পর একটা উইং ফাইটার ধ্বংস করছে ওরা।

চোট খেয়েছে বিগসের ফাইটার। রেডিওতে ঘোষণা করল সে, 'আমার কনভারটার কাজ করছে না।' কনভারটার কাজ না করার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। ঠিক এই সময় এনার্জি বোল্টের শিকার হলো আরেকটা উইং ফাইটার ব্লু ফোর।

পাঁচটা ফাইটার ঘিরে ফেলল লিউককে। হতভম্ব হয়ে পড়ল সে। নিশ্চিত মৃত্যু এড়ানোর আর কোনো উপায়ই নেই।

হাল ছেড়ে দিল লিউক। ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে ফাইটারগুলো।

হঠাৎ পুব আকাশে দেখা দিল ওটা। একটা ছোট শিপ। ভয়ংকর গতিতে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল শিপটা। ম্যাকারেলের ঝাঁকের ওপর এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্বেত হাঙ্গর।

এনার্জি বোল্ট ছুঁড়ে চোখের পলকে তিনটে ফাইটার ধ্বংস করে ফেলল শিপের কামান। দুটো ফাইটার বেগতিক দেখে উর্ধ্ব শ্বাসে ছুটে পালালো।

লিউকের ফাইটারের কাছে এসে গেল শিপ। পাশাপাশি উড়ছে। অবাক হয়ে গেল লিউক, খুশি হয়ে উঠল। ফিরে এসেছে সোলো তার মিলেনিয়াম ফনকে নিয়ে।

'লিউক?' কথা বলল রেডিও, 'এসো আমার সঙ্গে। শ্যাফট ধ্বংস করবে না?'

আগে আগে চলেছে ফকন। পেছনে লিউক। আত্মহত্যা করতে চলেছে ওরা?'

ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল ডার্ক লর্ড। ফোর্সে আন্দোলন শুরু হয়েছে। যেন হাজারখানেক জেডি নাইট এসে ঢুকেছে বিশাল ঘরটায়। চমকে ফিরে তাকাল সে। গভর্নর টারকিন ছাড়া আর কেউ নেই।

'কি হলো, ভেডার?' জিজ্ঞেস করল টারকিন।

'উনি এসে গেছেন!' ফিসফিস করে বলল ডার্ক লর্ড। 'তাঁর কথা বিশ্বাস করিনি!

বলেছিলেন, লাস্ট সার্কেলে পৌঁছে গেছেন! কিন্তু বিশ্বাস করিনি! আমার মত লোকও এত বড় বোকামি করল! গভর্নর, বাঁচতে চাইলে এই মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলুন সৈনিকদের! মোটটিকে ডেকে এক্ষুনি আদেশ দিন!'

অবাক চোখে ভেডারের দিকে তাকাল টারকিন। 'পাগল হয়ে যাওনি তো!'

'শুনছেন কি বলছি?' চেঁচিয়ে উঠল ভেডার, 'যা বলছি করুন! উনি ফিরে এসেছেন। সশরীরে নন! ভয়ংকর এক অদৃশ্য ফোর্স পাওয়ার হয়ে!'

জালের মুখোশ খুলে ফেলে দিল ডার্ক লর্ড। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোর করে অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে বলল, 'প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন! নির্বোধ আমি। বুঝতে পারিনি! দোহাই, প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন। আমায় ক্ষমা করুন!'

শ্যাফটের একেবারে মুখের কাছে পৌঁছে গেছে ফকন আর লিউকের উইং ফাইটার। ফাইটারের চোট লাগা ডানায় আগুন ধরেছে। জ্বলছে ধিকি ধিকি। যে কোনো মুহূর্তে দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে।

'লিউক!' রেডিও চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি শ্যাফটের মুখের কাছে ফাইটার নামাও! নইলে জ্বলে যাবে! তোমাকে তুলে নেব আমি!'

প্রাণপণে শ্যাফটের কাছে ধেয়ে গেল লিউক। তাকে অনুসরণ করল সোলোর শিপ।

পাগল হয়ে গেছে ডার্ক লর্ড। লাইট সেবার খুলে নিয়েছে। টকটকে লাল চোখ মেলে দেখছে টারকিনকে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে টারকিন। বিশাল দুই দানবীয় চোখের দিকে তাকিয়ে পিছু হটছে এক পা এক পা করে। আচমকা ঘুরেই ছুট দিল সে দরজার দিকে।

কোনোরকম জানান না দিয়েই ঝলকে উঠল লাইট সেবার। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে দুই খন্ড হয়ে গেল টারকিনের দেহটা। বিচ্ছিরি থ্যাপ শব্দ করে ধাতব মেঝেতে পড়ল দুটো হাড় মাংসের খণ্ড।

মাইক্রোফোনের কাছে এগিয়ে গেল ভেডার। কমান্ডারকে আদেশ দিল, 'টাই ফাইটারগুলোকে এক্ষুণি ফিরিয়ে আনো। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? যুদ্ধ বন্ধ...আহ্, তর্ক করো না...।'

দপ করে উঠল আগুন। বিস্ফোরণ ঘটল। কিন্তু ততক্ষণে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে লিউক। দেখছে জ্বলন্ত ফাইটারকে।

নিরাপদেই শিপ ল্যান্ড করিয়েছে সোলো। দরজা খুলে গেছে। সিঁড়ি নেমেছে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সোলো।

পেছনে পেছনে নামল চিউবাকা। হাতে চৌকোণা একটা বাক্স।

লিউকের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

'কোথাও লাগেনি তো তোমার?' উৎকণ্ঠিত ভাবে লিউককে জিজ্ঞেস করল সোলো।

'নাহ্,' এদিক ওদিক মাথা দোলাল লিউক।

গরগর আওয়াজে ফিরে তাকাল সোলো। বেঁটে রোবটটাকে দেখছে গরিলা মানব। চিত হয়ে পড়ে আছে ডি-টু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লিউকের দিকে তাকাল সোলো।

'বোধহয় ব্রেন সার্কিট নষ্ট হয়ে গেছে,' বলল লিউক। 'বোল্টের আঘাত লেগেছিল।

ঝাঁকুনি খেয়ে নষ্ট হয়ে যায় রোবটটা। খামোকাই সঙ্গে এনেছিলাম। কোনো কাজে লাগল না।'

'যা হবার হয়েছে। চল এখন। শ্যাফট ধ্বংস করতে হবে না? তাড়া লাগাল সোলো।

উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিল লিউক। চমকে তাকাল সোলোর দিকে, 'তাই তো।' কিন্তু কি করে ধ্বংস করব?'

মুচকে হাসল সোলো। চিউবাকার হাতের চৌকোণা বাক্সটা দেখালো, প্রোটন বম্ব...'

নিরাপদেই আননোন ফোরের মন্দির প্রাঙ্গণে নামল মিলেনিয়াম ফকন। স্বয়ং জেনারেল ডোডোনা আর সিনেটর রাজকুমারী লেইয়া অরগানা এসে অভ্যর্থনা করল তিন বিজয়ী বীরকে। নিয়ে চলল অডিটোরিয়ামে।

এক মাস পর। গ্রহানুপুঞ্জের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপগ্রহ আননোন ফোর-এ।

ধ্বংস হয়েছে ব্যাটল স্টেশন! বিপ্লবীরা ধ্বংস করে দিয়েছে সম্রাট প্যালপেটিন আর তার পা চাটা কুকুরদের।

নিজে যেচে লিউককে বিয়ে করতে চেয়েছে রাজকুমারী লেইয়া অরগানা।

প্রচুর টাকা দেয়া হয়েছে সোলোকে। আজ তার যাবার দিন। রাজধানীতে ফ্লাইং-কমান্ডারের পদ দেয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে সোলো। তার ভাষায় বলেছে, 'লিউক ছেলেটাকে বিপদে ফেলে আসতে নীতিতে বাধছিল। তাই ফিরে এসেছিলাম। যুদ্ধ শেষ। সমস্ত উত্তেজনা শেষ। আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাগণতন্ত্র। আমাকে এবার নিজের কাজে যেতে দিন, রাজকুমারী।'

চলে গেল সোলো। ফ্লাইং-বেতে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় জানাল রাজকুমারী অরগানা, লিউক এবং আরও অনেকে।

রোবট ডি-টুর ব্রেন সার্কিট আবার ঠিক করা হয়েছে। সোলোর মিলেনিয়াম ফকনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বীপ-বীপ!' *(চমৎকার জাহাজ!)*

ফোড়ন কাটল সি-থ্রিপিও, 'এই জন্যেই তোকে মাথা মোটা বালতি বলি। ওই ভাঙা হাঁড়িটা আবার জাহাজ হলো!'

সবুজ আকাশে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল মিলেনিয়াম ফকন। তাকিয়ে আছে লিউক।

'কি ভাবছো!' পাশ থেকে লিউকের হাত ধরল রাজকুমারী।

'ভাবছি...জেনারেল কেনবিকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না আমরা...।'

-: শেষ :-

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
AGHOR
Owner & Administrator
Banglapdfboi.com
Administrator
Banglapdf.net